পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 210 Tuesday, 1 July, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২১০ সংখ্যা ✱ ১৬ আষাঢ় ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১ জুলাই ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল সাউথ ক্যালকাটা ল’ কলেজ

ধর্মতলায় বিক্ষোভ বিজেপির, পুলিশের সঙ্গে বচসা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ কসবা কলেজের ঘটনা ফিরিয়ে এনেছে আরজি কর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনার স্মৃতি। তাই সাধারণ মানুষ আবারও পথে নেমে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছেন। শুধু আমজনতা নয়, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও একে একে রাস্তায় নেমেছে। সোমবার ডোরিনা ক্রসিং-এ জমায়েত করেছিল বিজেপি। সেখান থেকে তাঁরা বিধানসভা অভিযান করার কথা ছিল তাঁদের। মিছিল শুরুর আগেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান তাঁরা। প্রবল ধস্তাধস্তি হয় দুই পক্ষের। কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে। বিজেপি যুব মোর্চার তরফে জমায়েত করা হয়েছিল ডোরিনা ক্রসিং-এ। সেখানে প্রতিবাদীর হাতে দেখা যায় একটি ঘড়া যাতে লেখা - ‘মমতার পাপের ঘড়া’। গেরুয়া শিবির বলছে, আরজি কর কাণ্ডের স্মৃতি এখনও দগদগে। তার মধ্যে কসবার ল কলেজে গণধর্ষণের ঘটনা। এদিকে কালীগঞ্জেও শাসক দলের বিজয় মিছিল থেকে বোমার আঘাতে নাবালিকার মৃত্যু। আদতে মুখ্যমন্ত্রীর পাপের ঘড়া পূর্ণ হচ্ছে। আর কত খুন, ধর্ষণ হলে বাংলা শান্ত হবে - এই প্রশ্নের উত্তর চান তাঁরা। সে কারণে বিধানসভা অভিযান করে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে জবাব চাইবেন প্রতিবাদীরা। এই মিছিলে শুধু ঘড়া নয়, দেখা যায় প্রতীকী হ্যারিকেনও। সেটির তাৎপর্য বুঝিয়ে এক বিক্ষোভকারী বলেন, ‘‘রাজ্যে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। আলো নেই। মা-বোনেদের পরপর ধর্ষণ, আর মেনে নেওয়া যায় না।’’ ইতিমধ্যে বিগত কিছুদিন ধরে লাগাতার প্রতিবাদ হচ্ছে শহরে। অনেককে আটক বা গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। সেই নিয়ে প্রতিবাদীরা বলছেন, আসল কাজ ছাড়া পুলিশ সব করছে। যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে, তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। অথচ আসল অপরাধীরা মুক্ত। বস্তুত, ‘গণধর্ষণের’ ঘটনার জেরে আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে জানিয়ে দিয়েছে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের গভর্নিং বডি। ২৯ তারিখ রবিবার কলেজের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, কলেজের সমস্ত বিএএলএলবি এবং এলএলএম (জেনারেল এবং অনার্স) ক্লাস স্থগিত করা হচ্ছে এবং গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কলেজ প্রাঙ্গণ সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধ থাকবে। অন্যদিকে কলেজের ভিতরে পাঁচ সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। বাইরে বিজেপির সঙ্গে হাতাহাতি রাত দখল মঞ্চের সদস্যদের। পরিস্থিতি মুহূর্তেই ধুন্ধুমার হয়ে যায়। নামানো হয় র‍্যাফ। মোতায়েন করা হয় আরও বেশি সংখ্যক পুলিশ। ল’কলেজের বাইরে উপস্থিত লোকজনের দাবি, সোমবার যখন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম পুলিশের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে, ঠিক সেই সময় ‘রাত দখল মঞ্চ’র কয়েকজন পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে কলেজের পাশে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁদের দাবি ছিল, ‘বিজেপির নৈতিক অধিকার নেই ধর্ষণের প্রতিবাদ করার।’ হাথরাস থেকে উন্নাও, ওঠে একাধিক ধর্ষণের ঘটনার প্রসঙ্গও। যা উল্লেখ করে বিজেপির কেন ধর্ষণের প্রতিবাদ করার অধিকার নেই, তা বুঝিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। পরে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে রাত দখল কর্মসূচির উল্লেখ করে একাংশ দাবি করেন, আন্দোলন থিতিয়ে যাওয়ার পিছনে গেরুয়া শিবিরের হাত রয়েছে। এরপরই মেজাজ হারান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের সঙ্গে তর্ক শুরু হয়। যা পৌঁছয় হাতাহাতিতে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় ল’কলেজ চত্বরে। এক মহিলা আবার দাবি করে বসেন, তাঁর জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও সেনিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিজেপির একাংশের দাবি, রাত দখল অধিকার মঞ্চের নামে কিছু বাম সমর্থক এসে ঝামেলা বাধানোর চেষ্টা করেছে। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা, বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টায়। এনিয়ে বামেদের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

‘আমরা তো বেরিয়ে যাব, জুনিয়রদের কী হবে?’

একগুচ্ছ অভিযোগ কসবা ল কলেজের ছাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ সাম্প্রতিক ‘গণধর্ষণের’ ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ছাত্রীদের। নিজেরা যতদিন আছেন ততদিন তো বটেই তাঁদের ভয় ধরাচ্ছে একটাই প্রশ্ন, পাস আউট হয়ে যাওয়ার পর জুনিয়রদের কী হবে? ওপর ওপর ঝা চকচকে হলেও কলেজের ভিতরের নিরাপত্তা যে একেবারে ফোঁপরা হয়ে আছে সেগুলোই সাংবাদিক বৈঠক করে এক এক করে তুলে ধরলেন তাঁরা। সোমবার ছাত্রীরা জানালেন, তাঁদের এক ও একমাত্র নিরাপত্তা দরকার। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁরা। জানানো হয়েছে কনফারেন্স করে ছাত্রীদের যাবতীয় বক্তব্য শুনবেন তিনি। ছাত্রীদের অভিযোগের তালিকা ছোট নয়। জানানো হয়েছে কলেজে পড়াশোনার কোনও বালাই নেই। না হয় সেমিনার না হয় কিছু। এর সমস্ত দায় কলেজ কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে বলে সাফ জানিয়ে রেখেছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, বড় অভিযোগও করেছেন তাঁরা। জানিয়েছেন, নিরাপত্তা শিকেয় তুলে কলেজেরই একজন নিরাপত্তারক্ষী হামেশাই কার্ড না দেখে বহিরাগতদের কলেজ চত্বরে ঢুকতে দেয়। ঘটনার আগেও একদিন দু’জন বাইরের ছেলে কলেজপ্রাঙ্গনে ঢুকে পড়েন দু’জন বান্ধবী নিয়ে। সবটা দেখেও ওই নিরাপত্তারক্ষী কিছুই বলেননি বলে অভিযোগ তাঁদের। তাছাড়া একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সিসিক্যামেরা লাগানো হচ্ছে কলেজ চত্বরে। এতদিন কেবল মূল গেটেই ক্যামেরা বসানো ছিল। এহেন যাবতীয় অভিযোগ জানিয়ে ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন তাঁরা। জানিয়ে রেখেছেন, যদি তিনি কোনও কারণে দেখা না করেন, তাহলে শান্তিপূর্ণ মিছিল করা হবে। এবং উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে নালিশ জানানো হবে। বস্তুত, ‘গণধর্ষণের’ ঘটনার জেরে আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে জানিয়ে দিয়েছে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের গভর্নিং বডি। ২৯ তারিখ রবিবার কলেজের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, কলেজের সমস্ত বিএএলএলবি এবং এলএলএম (জেনারেল এবং অনার্স) ক্লাস স্থগিত করা হচ্ছে এবং গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কলেজ প্রাঙ্গণ সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধ থাকবে।

ভোটার তালিকায় নথি জমা নিয়ে ‘ছাড়’ দিল কমিশন

পটনা, ৩০ জুনঃ বিহারে নির্বাচনের প্রাক্কালে সেখানে ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা করার কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। যা ঘিরে এখন তুঙ্গে বিবাদ। সবার প্রথমেই সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলেছিলেন, বাংলায় প্রয়োগের আগেই টেস্ট ড্রাইভ চলছে কিনা? প্রশ্ন তোলেন এই নিবিড় সমীক্ষা ঘুরপথে এনআরসি আনার মাধ্যম কিনা? মমতা সরব হতেই, সরব হয় বিহারের বিরোধী শিবিরও। একই সুরে অভিযোগ তোলে তারা। তারপরই সোমবার তাদের জারি করা নির্দেশিকায় একগুচ্ছ বদল আনল নির্বাচন কমিশন। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, (১) বিহারের ২০০৩ সালে ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে মোট ৪.৯৬ কোটি ভোটারের নথি-বিবরণ রয়েছে। (২) ২০০৩ সালের এই ভোটার তালিকা প্রকাশের ফলে নিবিড় সমীক্ষার কাজ আরও সহজ হবে। আগে যেখানে ৮ কোটি ভোটারের তথ্য যাচাই করতে হত, এখন তা প্রায় ৬০ শতাংশ কমে গিয়েছে। (৩) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৪.৯ কোটি ভোটারকে আরও কোনও রকম পরিচয়পত্র বা নথি জমা দিতে হবে না। (৪) তবে যে সকল ভোটারের নাম সেই তালিকায় নেই। তারা তাদের বাবা কিংবা মায়ের পরিচয়পত্র অন্য কোনও নথির পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারবেন। বিহারের বর্তমানে মোট ভোটারের সংখ্যা ৮ কোটি। শেষবার কমিশনের দ্বারা এই নিবিড় সমীক্ষা হওয়ার সময় ভোটার সংখ্যা ছিল মোট ৪.৯৬ কোটি। যা বর্তমানে এসে ঠেকেছে প্রায় দ্বিগুণ। এদিন কমিশন সাফ জানিয়েছে, ২০০৩ সালের তালিকায় ৪.৯৬ কোটি ভোটারের নথি-বিবরণ মিলেছে। তাই তাদের আর কোনও আলাদা ভাবে নথি জমা দিতে হবে না। এমনকি, এই ৪.৯৬ কোটি ভোটারের সন্তানদের তাদের বাবা-মা সংক্রান্ত নথি ছাড়া আর কোনও কিছু জমা না দিলেও চলবে। উল্লেখ্য, প্রথম দিতে কমিশনের পদক্ষেপ নিয়ে আপত্তি তোলেন মমতা। স্পষ্ট বলেন, কীভাবে সকলের পক্ষে তাদের বাবা-মায়ের জন্ম তারিখের শংসাপত্র জমা দেওয়া সম্ভব? কয়েক দশক আগেও জন্মের শংসাপত্র করানোর জন্য বাড়ি বাড়ি আবেদন করতে হত প্রশাসককে। এই পরিস্থিতিতে এত পুরনো শংসাপত্র পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এবার সেই নথির জট অবশেষে কাটাল কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সাফ করল, ১৯৮৭ সালের পর যাদের জন্ম, তাদের বাবা-মায়ের নাম ২০০৩ সালের তালিকায় থাকলে, আলাদা কোনও নথির প্রয়োজন হবে না।

রাজ্যের মুখ্যসচিবের পদে বহাল মনোজ পন্থ, মেয়াদ বাড়ল ছয় মাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ মুখ্যসচিব পদে আজই (৩০ জুন) তাঁর মেয়াদ হওয়ার কথা ছিল। তাঁর জায়গায় কে মুখ্যসচিব হবেন, তা নিয়ে আমলা মহলে আলোচনাও শুরু হয়। তারই মধ্যে এদিন কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থের মেয়াদ ৬ মাস বাড়ানো হল। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ও কর্মিবর্গ দফতরের তরফে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, মুখ্যসচিব হিসেবে মনোজ পন্থের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য গত ২৮ জুন রাজ্যের তরফে আবেদন করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে মনোজ পন্থের মেয়াদ ৬ মাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুখ্যসচিব পদে থাকবেন মনোজ পন্থ। ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার জায়গায় মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন মনোজ পন্থ। মুখ্যসচিব হিসেবে গোপালিকার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু, দিল্লি তাতে সায় দেয়নি। তারপরই মনোজ পন্থের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। মনোজ পন্থ ১৯৯১ ব্যাচের আইএএস অফিসার। তিন দশকের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই আমলা নানা দায়িত্ব সামলেছেন। একসময় মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনারও জেলাশাসকের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্বও সামলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তিন বছর বিশ্ব ব্যাঙ্কের সিনিয়র অ্যাডভাইজার ছিলেন মনোজ পন্থ। গতবছর মুখ্যসচিবের দায়িত্ব নেওয়ার আগে অর্থসচিব থেকে তাঁকে সেচ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার গোপালিকার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর না করায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেচ দফতর থেকে মুখ্যসচিব করা হয় মনোজ পন্থকে। এবার মুখ্যসচিব পদে আরও ৬ মাস মেয়াদ বাড়ানো হল তাঁর।

৭ দিন ধরে চরম দুর্যোগ এই জেলাগুলোতে, সতর্ক করল দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ আগামী সাত দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গে চলবে টানা বৃষ্টি। জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ উপকূল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থান করছে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। খুব ধীরগতিতে আগামী দুদিনে এটি উত্তর ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের দিকে চলে যাবে। তার জেরে বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ। আগামী সাত দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ ও কাল দিনভর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হালকা ঝড়ো হাওয়া। উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টি বেশি হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টি বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাতে। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির প্রভাব কমবে। শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বুধবার পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকেও পাঁচ জেলাতে বৃষ্টি চলবে। আজ সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে সব জেলাতেই। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।

কসবাকাণ্ডে বিজেপির অনুসন্ধান টিমের প্রশ্ন

২০১৩ থেকে অভিযোগ, গ্রেফতার হয়েছে! সে ল কলেজের পদে কীভাবে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ কসবা ল কলেজের গণধর্ষণের ঘটনায় তথ্য সংগ্রহ করতে শহরে এসেছে বিজেপির অনুসন্ধান কমিটি। সোমবার কলকাতায় এসে প্রথমে লালবাজার এবং পরে ঘটনাস্থলে যায় ওই দল। পরে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কড়া আক্রমণ করে বড় প্রশ্ন তোলে এই দল। কী বক্তব্য তাঁদের? বিজেপি সাংসদ সত্যপাল সিংয়ের নেতৃত্বে এই দলে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, মীনাক্ষী লেখী এবং রাজ্যসভার সাংসদ মননকুমার মিশ্র। সাংবাদিক বৈঠক থেকে তাঁদের প্রশ্ন, এই ঘটনার যে মূল অভিযুক্ত তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৩ সাল থেকে লাগাতার অভিযোগ উঠে এসেছে। ৪-৫টি মামলা হয়েছে, গ্রেফতারও করা হয়েছিল তাঁকে। তাহলে সেই ব্যক্তি কীভাবে ল কলেজের কোনও পদে আসে? কে তাঁকে আনল, সেই প্রশ্নও তুলেছে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। বিপ্লব দেব সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, ‘‘এই রাজ্যে কোনও নারী সুরক্ষিত নয়। এমন অনেক ঘটনা ঘটে তাদের তো এফআইআর-ই দায়ের হয় না। আর যেগুলি হয়, তাতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।’’ লালবাজারে সিপি মনোজ ভার্মার সঙ্গে কী কথা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে দ্রুত তদন্ত শেষ করে বিচার দেওয়া হবে। যদি ফাঁসি দিতে হয়, তার জন্যও আবেদন করা হবে।’’ কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকেও ইতিমধ্যে জানান হয়েছে, ঘটনার পর মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই এফআইআরে নাম থাকা তিনজন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ফরেনসিক নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা শেষ হয়েছে। স্পষ্ট জানান হয়েছে, দোষীরা যাতে কঠোরতম আইনি শাস্তি পায় তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর তাঁরা। একই সঙ্গে যাতে নির্যাতিতা দ্রুত বিচার পান, সেটাও নিশ্চিত করতে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এদিকে আবার বিজেপির দল কসবার কলেজে গেলে সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ‘রাত দখল মঞ্চ’র কয়েকজন পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে কলেজের পাশে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁদের দাবি ছিল, ‘বিজেপির নৈতিক অধিকার নেই ধর্ষণের প্রতিবাদ করার।’ হাথরাস থেকে উন্নাও, ওঠে একাধিক ধর্ষণের ঘটনার প্রসঙ্গও। যা উল্লেখ করে বিজেপির কেন ধর্ষণের প্রতিবাদ করার অধিকার নেই, তা বুঝিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। পরে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে রাত দখল কর্মসূচির উল্লেখ করে একাংশ দাবি করেন, আন্দোলন থিতিয়ে যাওয়ার পিছনে গেরুয়া শিবিরের হাত রয়েছে। এরপরই মেজাজ হারান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের সঙ্গে তর্ক শুরু হয়। যা পৌঁছয় হাতাহাতিতে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় ল’কলেজ চত্বরে।

কানে কম শুনছেন
Estd.1985
"SRAVANI"
HEARING AID CLINIC
the ultimate solution of hearing
DUNLOP
25/1. RISHI ARABINDO SARANI
NEAR NIOH CAMPUS, KOLKATA - 700 090
(033) 6500 3688
9748899959
কানে শুনতে অসুবিধা হচ্ছে?
BUY International Brand HEARING AID
8 to 9 Easy Instalment...
WIDEX
Shyambazar (H.O), Dhakuria, Barrackpore, Srerampore, Chinsurah, Tarakeshwar, Uluberia, Basirhat, Nabwadip, Katwa, Tamluk
033-25433688, 9748899957, 9831401852
SREERAMPUR
61, G T ROAD, KALITALA, NEAR SREERAMPUR FLYOVER, SREERAMPUR, HOOGHLY- 712201
033-6535-3156
9748898770
Estd.1985
"SRAVANI"
HEARING AID CLINIC
the ultimate solution of hearing
কানে কম শুনছেন
SHYAMBAZAR
32, Bhupen Bose Avenue, Near Shyambazar Metro Station 1st Floor, Kolkata- 700 004
Phone- 033-2543-3688
DHAKURA
32/1, Gariahat Road (South) Near Andrews High School, Inside Medihelp Doctors Chamber Kolkata- 700 031
Phone- 033-6500-0933
SREERAMPORE
61, G T Road, Kalitala, Sreerampore Flyover, Hooghly Pin- 712 201
Phone- 033-6535-3156
BARRACKPORE
7/5, S N Banerjee Road, Barrackpore Chiriamore, Beside Champa Cinema Hall, Kolkata- 700 120
Phone- 033-6008-2088
We are also provide services here:
Bashirhat, Guma, Uluberia
Mecheda, Nabadwip,
Badreswar
Chinsura, Ranaghat

জুন মাসেই রাঁচিতে বৃষ্টির রেকর্ড, আবহাওয়ার সতর্কবার্তা জারি

রাঁচি, ৩০ জুনঃজুন মাস শেষ হতেই প্রাকৃতিক ঘড়ির কাঁটা যেন আচমকা দিক পাল্টে দিল ঝাড়খণ্ডে। একের পর এক বর্ষণ আর টানা বৃষ্টির মধ্যে নতুন রেকর্ড গড়ল রাজ্যের রাজধানী রাঁচি। আবহাওয়া দফতরের পরিসংখ্যান বলছে, এই মাসে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তা স্বাভাবিকের তুলনায় ১৯৮ শতাংশ বেশি! অর্থাৎ, জুনে যেখানে সাধারণত প্রায় ১৯০.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে এই বছর রাঁচিতে বৃষ্টি হয়েছে ৫৬৮.৪ মিলিমিটার। এই অস্বাভাবিক পরিমাণ বর্ষণের ফলে রাজ্যের পরিবেশে একদিকে যেমন সজীবতার স্পর্শ, অন্যদিকে তেমনই উদ্বেগও বাড়ছে জনজীবনে। অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের একাধিক জেলা-বিশেষ করে লাতেহার, সারাইকেলা-খরসাওয়া, রামগড়, পূর্ব সিংভূম, লোহরদগা, সিমডেগা, পশ্চিম সিংভূম ও খুঁটি-এই অতিবৃষ্টির দাপটে কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে ৮০ থেকে ১৯০ শতাংশ বেশি। নদী, খাল-বিল উপচে উঠছে, নিচু এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে জল জমে যাওয়ার সমস্যাও।এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে আগাম সতর্ক করতে এগিয়ে এসেছে আবহাওয়া দফতর। ১ জুলাইয়ের জন্য ইতিমধ্যেই কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে রাজ্যজুড়ে। অর্থাৎ, ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার জেরে জনজীবন ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা। পরের দিন, ২ জুলাইয়ের জন্য জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা- যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও, পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যেতে পারে, সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।ঙ্ক্ষ্ঞএই বৃষ্টির জেরে ধস, জলাবদ্ধতা, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই রাঁচির বিভিন্ন এলাকায় খোলা ড্রেন, জল জমে থাকা রাস্তায় যান চলাচলে সমস্যা এবং দোকানপাটে জল ঢুকে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। অনেক জেলাতেই কৃষিজমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকায় নতুন করে শঙ্কায় পড়েছেন কৃষকরা। বর্ষা যেমন ধানচাষের জন্য আশীর্বাদ, অতিবৃষ্টি তেমনই ক্ষেতখামার ডুবিয়ে দিয়ে ক্ষতির কারণও হয়ে উঠতে পারে।তবে এমন এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির পেছনে প্রকৃতির অনিয়মিত আচরণকে দায়ী করছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের ফলেই ভারতের মতো দেশগুলিতে মৌসুমি বৃষ্টির আচরণ অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠছে। কখনও দীর্ঘ খরার পর হঠাৎ অতিবৃষ্টি, কখনও আবার নির্ধারিত সময়ে বর্ষা না আসার মতো ঘটনা, জলবায়ুর ভারসাম্য যে নষ্ট হচ্ছে, তারই প্রতিফলন।অন্যদিকে, রাজ্য সরকার এই পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে প্রশাসনিক তপরতা বাড়াতে শুরু করেছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে, জরুরি পরিষেবার কর্মীদের স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্লকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেকোনও রকম বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে তক্ষণা ব্যবস্থা নিতে। রাজ্যবাসীর কাছে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে না বেরোনো, জল জমে থাকা এলাকায় না যাওয়া এবং সরকারি নির্দেশাবলীর উপর নজর রাখার জন্য। তাছাড়া, দুর্বল কাঠামোর ঘরবাড়ি থেকে সরে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে।অতএব, ঝাড়খণ্ডের আকাশে যখন বর্ষার কালো মেঘ জমেছে

উএস ওপেন ২০২৫ঃ আয়ুশ শেঠি প্রথম শিরোপা জিতেছেন

কলকাতা, ৩০ জুন ঃ আইওয়ার কাউন্সিল ব্লাফসে ইউএস ওপেনের ফাইনালে রবিবার কানাডার ব্রায়ান ইয়াংকে ২১-১৮, ২১-১৩ গেমে পরাজিত করে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুরে তাঁর প্রথম শিরোপা জিতেছেন ভারতের আয়ুশ শেঠি। তবে, ১৬ বছর বয়সী তানভি শর্মা মহিলাদের ফাইনালে শীর্ষ বাছাই এবং ঘরের ফেভারিট বেইওয়েন ঝাংয়ের কাছে ২১-১১, ১৬-২১, ২১-১০ ব্যবধানে হেরে গিয়ে রানারআপ হয়েছেন। ২০ বছর বয়সী আয়ুশ, বর্তমানে বিশ্বে ৩৪তম স্থানে রয়েছেন। আয়ুশ এই মরশুমে শিরোপা জয়ী প্রথম ভারতীয় শাটলার।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে কানাডা ওপেনে লক্ষ্য সেনের জয়ের পর থেকে আয়ুশ দেশের বাইরে পুরুষদের একক শিরোপার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছেন।

তীর্থযাত্রা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত এ নিজের চিন্তাভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। এটি ছিল তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৩-তম পর্ব।এদিন তিনি বলেন, যখন কেউ তীর্থযাত্রায় বেরোন, তখন একটাই ভাবনা আসে মনের মধ্যে, চলো, ডাক এসেছে। এই ভাবনাই আমাদের ধার্মিক যাত্রার আত্মাস্বরূপ। এইসব যাত্রা শরীরের অনুশাসনের, মনের শুদ্ধির, পারস্পরিক প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যম। এগুলো ছাড়া, এইসব যাত্রার আরও একটা ব। দিক আছে। এইসব ধার্মিক যাত্রা সেবার সুযোগের এক মহা-অনুষ্ঠানও বটে। যখন কোনও একটা যাত্রা হয় তখন যত মানুষ যাত্রায় বেরোন তখন তার থেকে বেশি মানুষ তীর্থযাত্রীদের সেবার কাজে যুক্ত হন। বিভিন্ন জায়গায় ভাণ্ডারা আর লঙ্গর স্থাপিত হয়। মানুষ রাস্তার পাশে জলসত্র খোলেন। সেবার ভাবনা থেকেই মেডিকেল ক্যাম্প এবং নানারকম সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কত মানুষ নিজের খরচে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা আর থাকার ব্যবস্থা করেন।দীর্ঘ সময়ের পর আবার কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার শুভারম্ভ হয়েছে। কৈলাস মানস সরোবর, অর্থাৎ ভগবান শিবের ভূমি। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন প্রতিটি পরম্পরাতেই কৈলাসকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির কেন্দ্র রূপে মনে করা হয়েছে। ৩ জুলাই থেকে পবিত্র অমরনাথ যাত্রা শুরু হতে চলেছে এবং শ্রাবণের পবিত্র মাস আসতেও আর অল্প

কিছুদিনই বাকি। কয়েকদিন আগে আমরা ভগবান জগন্নাথজীর রথযাত্রাও দেখেছি। ওড়িশা, গুজরাত হোক কিংবা দেশের যে কোনও প্রান্ত - লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই যাত্রায় শামিল হন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম - এই যাত্রাগুলি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত ভাবনার প্রতিবিম্ব। আমরা যখন শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে এবং সকল অনুশাসন মেনে আমাদের ধর্মীয় যাত্রা সম্পন্ন করি তখন তার ফলও পাওয়া যায়। আমি যাত্রায় অংশ নেওয়া সকল সৌভাগ্যশালী ভক্তদের আমার শুভকামনা জানাই। যে সকল মানুষ সেবার ভাবনা থেকে এই যাত্রাগুলিকে সফল ও সুরক্ষিত করায় যুক্ত আছেন তাদেরও আমি অভিনন্দন জানাই।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত এ নিজের চিন্তাভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। এটি ছিল তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৩-তম পর্ব।এদিন তিনি বলেন, আপনাদের মধ্যে অনেকেই চোখের একটি অসুখের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন - ট্রাকোমা। এই রোগটি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়। একটা সময় দেশের বহু অংশে এই রোগের যথেষ্ট প্রকোপ ছিল। গুরুত্ব না দিলে এই রোগে ধীরে ধীরে দৃষ্টিও চলে যেতে পারত। আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম যে ট্রাকোমাকে নির্মূল করব। আপনাদের এ কথা জানাতে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতকে ট্রাকোমা ফ্রি ঘোষণা করেছে। ভারত এখন ট্রাকোমা মুক্ত দেশ হয়ে উঠেছে। এটা সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিশ্রমের ফল যারা নিরন্তর, ক্লান্তিবিহীনভাবে এই রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এই সাফল্য আমাদের হেলথ ওয়ার্কার্সদের। এই রোগ দূর করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভারত অভিযানও বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। জল জীবন মিশনেরও এই সাফল্যে বড় অবদান রয়েছে। আজ ঘরে ঘরে নল বাহিত পরিষ্কার জল পৌঁছে যাওয়ায় এ ধরনের রোগগুলির বিপদ কমেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-ও এই বিষয়টির প্রশংসা করেছে যে ভারত রোগ নির্মূল করার পাশাপাশি তার মূল কারণগুলিকেও দূর করেছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত এ নিজের চিন্তাভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। এটি ছিল তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৩-তম পর্ব।অন্যদিকে এদিন তিনি বলেন, এখন ভারতের বেশিরভাগ মানুষই কোনো না কোনো সোশ্যাল প্রটেকশন বেনিফিটস থেকে লাভবান হচ্ছেন এবং সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রিপোর্ট সামনে এসেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতের ৬৪ শতাংশ-এর বেশি মানুষ এখন কোনও না কোনও সোশ্যাল প্রটেকশন বেনিফিটস অবশ্যই পাচ্ছেন। সামাজিক সুরক্ষা- এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় কভারেজ গুলোর মধ্যে একটি। এখন দেশের প্রায় ৯৫ কোটি মানুষ কোনও না কোনও সোশ্যাল সিকিউরিটি যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন, যেখানে ২০১৫ পর্যন্ত ২৫ কোটিরও কম মানুষের কাছে সরকারি যোজনা গুলো পৌঁছতো। ভারতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেশ সম্পৃক্তকরণ-এর ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এটা সামাজিক ন্যায়ের একটা সুন্দর চিত্রও বটে। এই সাফল্য একটা বিশ্বাস জাগিয়েছে যে সামনে যে সময় আসছে তা আরো সুন্দর হবে, প্রতি পদে ভারত আরো শক্তিশালী হবে বলে মনে করেন।

স্পেন, পর্তুগাল ও ব্রাজিল সফরে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুনঃআন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে ছয় দিনের বিদেশ সফরে বেরিয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ৩০ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ- স্পেন, পর্তুগাল এবং ব্রাজিল-সফর করবেন। এই সফরে তিনি ভারত সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতরের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। অর্থমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই সফরের মূল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা, বৈশ্বিক বিনিয়োগের সুযোগ প্রসারিত করা এবং উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ভারতীয় অবস্থান তুলে ধরা।সফরের প্রথম গন্তব্য স্পেন। সেখানে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থের যোগান' সংক্রান্ত চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেবেন সীতারমন। এই সম্মেলনটি বিশ্ব অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়ন এবং অর্থের প্রবাহ কীভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করে, সেই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মঞ্চ।ঙ্ক্ষ্ঞএই শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে নির্মলা সীতারমন বৈঠক করবেন জার্মানি, পেরু এবং নিউজিল্যান্ডের অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে। তাছাড়াও ইউরোপীয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে, যেখানে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হবে।এরপর সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থমন্ত্রী পৌঁছাবেন পর্তুগালের লিসবনে। সেখানকার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে হবে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। ভারত ও পর্তুগালের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রসার নিয়ে আলোচনাই হবে এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি তিনি ভারতীয় প্রবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।সফরের শেষ পর্বে তিনি রিও ডি জেনিরো পৌঁছে অংশ নেবেন নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি)-এর দশম বার্ষিক সম্মেলনে। ভারতের তরফে গভর্নর হিসেবে এই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার বার্ষিক সভায় ভাষণ দেবেন তিনি।এই সফর শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার দিক থেকেই নয়, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এই সফরের মাধ্যমে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শতাব্দীর সেরা অলিম্পিয়ান কার্ল লুইসঃএক কিংবদন্তির জন্মদিনে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদনঃবিশ্ব ক্রীড়ার ইতিহাসে এমন কিছু নাম চিরস্থায়ী হয়ে থাকে, যাদের কৃতিত্ব শুধুই সোনার পদক বা রেকর্ড ভাঙার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-তাদের অস্তিত্ব এক একটি প্রজন্মের অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়। ঠিক তেমনই এক নাম, কার্ল লুইস। ১ জুলাই, তার জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানায় ক্রীড়ামোদী বিশ্ব।১৯৬১ সালের এই দিনে আমেরিকার আলাবামা অঙ্গরাজ্যের বার্নিংহামে জন্ম নিয়েছিলেন ফ্রেডরিক কার্লটন কার্ল লুইস। শৈশব থেকেই দৌ।ঝাঁপে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল, কিন্তু কে জানত যে এই ছেলেটি একদিন বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের আকাশে এক উজ্জ্বলতম তারা হয়ে উঠবে!অলিম্পিক মঞ্চে অবিস্মরণীয় আধিপত্যঙ্কার্ল লুইস চারটি আলাদা অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়ে মোট ৯টি স্বর্ণপদক জিতেছেন। ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে তো তিনি একাই চারটি স্বর্ণ জিতে রীতিমতো ক্রীড়াজগতে ঝড় তুলে দেন-১০০ মিটার, ২০০ মিটার, লং জাম্প এবং ৪খ১০০ মিটার রিলেতে স্বর্ণ জিতে তিনি প্রমাণ করেন, একাধিক ডিসিপ্লিনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করাও সম্ভব।এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য লুইসকে অনেকেই জেসি ওয়েন্সের যোগ্য উত্তরসূরি বলে মনে করেন। একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC) তাঁকে শতাব্দীর সেরা অলিম্পিয়ানদের একজন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্ব চ্যাম্পিযনশিপেও উজ্জ্বল অলিম্পিক ছাড়াও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ১০টি পদক, যার মধ্যে ৮টিই স্বর্ণ, অর্জন করেছেন লুইস। প্রতিযোগিতার মান এবং চাপ-এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রেখে ধারাবাহিকভাবে সফল হওয়া সহজ কথা নয়। তবে লুইস সেটাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।মানবশরীর ও মানসিকতার চূড়ান্ত সংমিশ্রণ লুইসের গতি ছিল বিস্ময়কর, কিন্তু শুধু পেশিশক্তিই নয়-তাঁর মধ্যে ছিল এক অবিচল মনঃসংযোগ, ম্যাচ রিডিংয়ের অসাধারণ ক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতায় নিজের সেরাটা দেওয়ার অদম্য জেদ। তাঁর লং জাম্পের ফর্ম ছিল বইয়ের পাতায় পড়ানোর মতো নিখুঁত। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত যে ধারা তিনি বজায় রেখেছিলেন, তা কেবল অধ্যবসায়েই সম্ভব।উত্তরাধিকার ও প্রেরণাকার্ল লুইস শুধু নিজেই একজন কিংবদন্তি হয়ে থাকেননি, পরবর্তী প্রজন্মের অ্যাথলেটদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই প্রেরণার স্ফুলিঙ্গ। আমেরিকান স্প্রিন্টার এবং লং জাম্পারদের মধ্যে আজও যাঁরা বিশ্ব মঞ্চে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেন, তাঁদের অনেকেই লুইসকে নিজের আদর্শ বলে মনে করেন।ঙ্ক্ষ্ঞএক মহান ক্রীড়াবিদের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলিএই ১ জুলাই, কার্ল লুইস তাঁর জন্মদিনে পা রাখলেন আরেকটি বছরে। তাঁর অলিম্পিক পদক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি বা রেকর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা-এসবই ইতিহাসের সম্পদ। তবে আরও বড়ো কথা, তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, ক্রীড়া কেবল প্রতিযোগিতা নয়, এটা এক চিরন্তন অনুপ্রেরণার বাতিঘর। শতাব্দীর অন্যতম সেরা অলিম্পিয়ান, কার্ল লুইস-আপনার কৃতিত্ব, পরিশ্রম, এবং অধ্যবসায়ের প্রতি কুর্নিশ। জন্মদিনে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা।

জণ্ডিস নয় মহামারী, মাস্টার পাড়ায় আতঙ্ক নিরসনে আশ্বাস প্রশাসনের

ত্রিপুরাঃত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার মাস্টার পাড়ায় সম্প্রতি জণ্ডিসে আক্রান্ত একাধিক ব্যক্তির খবরে জনমনে তৈরি হওয়া আতঙ্কের জবাবে জেলা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে-এটি মহামারীর আকার ধারণ করেনি। রবিবার সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনের পর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, মাস্টার পাড়ায় জণ্ডিসের প্রাদুর্ভাব মহামারী নয়। জনসাধারণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।গত ২২ জুন থেকে আগরতলার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার পাড়া এবং সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু বাসিন্দার মধ্যে জ্বর, প্রস্রাবের রঙ হলুদ হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে একের পর এক বাড়িতে জণ্ডিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায.উদ্বেগ এবং জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র এলাকায়। জনমনে প্রশ্ন ওঠে, এই রোগ কি বৃহ সংক্রমণে পরিণত হচ্ছে?এই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গত রবিবার মাস্টার পাড়া সফরে যান ডঃ বিশাল কুমার। তিনি আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। নলবাহিত পানীয় জল থেকেই জণ্ডিস সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই জেলাশাসক নিজে বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে জল সংগ্রহ করে নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানোর নির্দেশ দেন।পরবর্তীতে একটি জরুরি বৈঠকে বসেন জেলা প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিডাব্লিউএস (DWS), আগরতলা পুর নিগম, জেলা স্বাস্থ্য দফতর সহ একাধিক সংশ্লিষ্ট শাখার আধিকারিকরা। বৈঠকের শেষে ডঃ কুমার জানান, আমরা জল পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছি। পুর নিগমকে বলা হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি বাড়ির পানীয় জল পরীক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে যে পাইপ লাইনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলিও দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানান, পানীয় জলের পাইপ লাইনের উপর যেন নর্দমা নির্মাণের সময় কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে স্মার্ট সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে। সেইসঙ্গে, স্মারক নির্দেশ জারি করে প্রতিটি পরিবারকে আগামী ১৫ দিন জল ফুটিয়ে পান করতে বলা হয়েছে।সংক্রমণের মাত্রা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জেলাশাসক বলেন, এখন পর্যন্ত ৫০ থেকে ৫২ জনের শরীরে জণ্ডিসের প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রেখেছি এবং যেভাবে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তাতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।স্বাস্থ্য বিভাগের তরফেও ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরের তরফে আক্রান্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, যাতে নতুন করে কেউ সংক্রমিত না হন, তার জন্য জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে এলাকায়। প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছেন কীভাবে জণ্ডিস থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কীভাবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে।মাস্টার পাড়ার বাসিন্দারা শুরুতে এই প্রাদুর্ভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ঠিকই, তবে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ ও স্পষ্ট আশ্বাসের পর স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এলাকার একজন প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ জেলাশাসক নিজে এসে দেখে গেছেন, কথা বলেছেন। প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে শুনে এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত।তবে সাধারণ মানুষের আস্থার পরীক্ষা এখানেই শেষ নয়। সামনে রয়েছে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের বাস্তবিক পদক্ষেপ ও দ্রুততার পরীক্ষা। আগামী এক-দু'সপ্তাহ এই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রশাসনের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ, জণ্ডিস সাধারণত দূষিত জল বা খাদ্য থেকে ছড়ায় এবং একবার সংক্রমণ ছড়ালে তা নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যাপকতা লাভ করতে পারে।পরিবেশ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এরকম কোনও অঞ্চলে যদি পাইপলাইনে ফুটো থেকে পয়ন্দ ঃবর্জ্য মিশে যায়, তাহলে সেখান থেকে জলবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে। কাজেই শুধু পরিদর্শন নয়, দ্রুত পাইপ লাইন মেরামতি এবং নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য-পরীক্ষা অত্যাবশ্যক।আপাতত প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। তবে নাগরিকদেরও দায়িত্ব আছে, তাঁরা যেন প্রশাসনের নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলেন। জল ফুটিয়ে খাওয়া, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং শরীরে জণ্ডিসের উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা-এই তিনটি বিষয়েই সচেতন থাকা জরুরি।শেষ পর্যন্ত বলা যায়, এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, শহরের পরিকাঠামো যত উন্নতই হোক না কেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পানীয় জলের পরিকাঠামোয় সামান্য খামতি তৈরি করতেই বড়সড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রশাসনের তৎপরতাই এখন এই সংক্রমণের সীমাবদ্ধতাকেসুনিশ্চিতকরবে। আর সেই লক্ষ্যেই চলছে পুরোদমে কাজ।

হুল দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাজ্যপাল বোসের

কলকাতা, ৩০ জুনঃ সাঁওতাল হুলের গৌরবময় উত্তরাধিকারের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং জাতীয় চেতনায় তার সঞ্চার ঘটানোই হুল দিবস উদ্যাপনের মূল সার্থকতা। সোমবার রাজভবন থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এ কথা জানান।পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণ, বৈষম্য, নিপীড়ন ও দমননীতির বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালের মহ সাঁওতাল হুলে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী বীর বিপ্লবী সিধো ও কানহো-র প্রতি রাজ্যপাল বোস গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।এক্সবার্তায় রাজ্যপালের বিশেষ দাযিত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক লিখেছেন, প্রতি বছর ৩০শে জুন পালিত হয় হুল দিবস, যা সাঁওতাল জাতির ঐতিহাসিক আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে। এই দিনটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে আমরা সাঁওতাল জনজাতির বলিষ্ঠ প্রতিরোধ ও আদর্শের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মু বেস ক্যাম্পে ট্রায়াল রান

জম্মু, ৩০ জুন ঃ আসন্ন অমরনাথ তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে সোমবার পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জম্মু বেস ক্যাম্প যাত্রী নিবাসে (বেস ক্যাম্প) একটি ট্রায়াল রান করানো হয়। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার সঙ্গে বাস পাঠানো হয়েছিল। জম্মুর ডেপুটি কমিশনার অচিন কুমার বৈশ্য এই খবর জানিয়েছেন।তিনি তীর্থযাত্রীদের বিপুল সংখ্যক আসার জন্য আবেদন করেন। বৈশ্য জানিয়েছেন, বেস ক্যাম্পে যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৮ দিনের এই তীর্থযাত্রা ৩ জুলাই বালতাল এবং পহেলগাম থেকে শুরু হবে। আর এজন্য আজ সরস্বতী ধামে টোকেন বিতরণ করা হবে।এর আগে রবিবার নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে ভারতীয় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী একটি যৌথ দল ভূমিধসের মহড়া সংগঠিত করে। এই মহড়া জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের সামরোলি, টলডি নালায় হয়েছিল।প্রসঙ্গত, তীর্থযাত্রার আগে সারা দেশ থেকে সাধুরা জম্মু আসছেন। তীর্থযাত্রীরা ১২,৭০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত পবিত্র অমরনাথ গুহা মন্দির দর্শন করতে আসছেন। রাম মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা, খাবার, জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে মনে করা হয় খবরসূত্র জানা।

সোমবার সোনা ও রুপোর দামে পতন

কলকাতা, ৩০ জুন ঃ এ বছরই সোনার দাম লক্ষ টাকার গণ্ডি পার করেছিল। তার পর থেকে সোনার দামে উত্থান ও পতন বজায় রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে সংঘাত শুরু হতেই সোনার দাম লাফিয়ে বাড়তে শুরু করেছিল। এর জেরে পাকা সোনার দাম ফের এক বার পৌঁছেছিল লক্ষ টাকার দোরগোড়ায়। যদিও ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির পর দেশের শেয়ার বাজার যেমন চাঙ্গা হয়েছে, তেমনই সোনার দামও অনেকটা কমেছে। গত এক সপ্তাহে ২৪ ক্যারাট ও ২২ ক্যারাট সোনার দাম কর বাদে কমেছে প্রায় তিন হাজার টাকা। তবে রুপোর দাম এক সপ্তাহ কমেছে সামান্যই।সোমবার, ভারতীয় বাজারে সোনার এবং রুপোর দাম অব্যাহতভাবে পতন হয়েছে। বিশেষত, মুম্বইয়ে সোনার দাম ২২ ক্যারেটের জন্য প্রতি ১০ গ্রাম ৮৯,২৯০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেটের জন্য ৯৭,৪১০ টাকা প্রতি ১০ গ্রাম হয়েছে। অন্যদিকে, রৌপ্য প্রতি কেজি ১,০৭,৭০০ টাকায় ট্রেড করছে।সোমবার কলকাতার বাজারে সোনার দরঃ (কর বাদে)পাকা সোনা বার (২৪ ক্যারাট)ঃ৯৫ হাজার ৯০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)পাকা সোনা বার (খুচরো)ঃ৯৬ হাজার ৪০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)হলমার্কযুক্ত গয়না সোনা (২২ ক্যারাট)ঃ৯১ হাজার ৬০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)রুপো (খুচরো)ঃ১ লক্ষ ৬ হাজার ২৫০ টাকা (প্রতি কেজি)

তেলেঙ্গানার রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ সোমবার সকালে রাসায়নিক-ভরা ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের খবর মিলেছে তেলেঙ্গানায়। রাসায়নিক ট্যাঙ্কার ফেটে কমপক্ষে ৬ জন মারা গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।রাষ্ট্রপতি জানান, তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডিতে একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত, বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।উল্লেখ্য, সোমবার হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলার শিল্পাঞ্চল এলাকায় একটি রাসায়নিক কারখানায় রাসায়নিক ট্যাঙ্কারে ওই বিস্ফোরণ ঘটে। সঙ্গারেড্ডি জেলার পাশামাইলারাম শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ওই কারখানা। বিস্ফোরণের জেরে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। অতি দ্রুত আগুন ছায়িয়ে পড়ে। আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দমকলের ইঞ্জিন দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে

গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। সেখানে অ্যাম্বুল্যান্সও পৌঁছে গিয়েছে। উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানান, বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি। বিস্ফোরণে কারখানার শেডটি পুরোপুরি উড়ে গিয়েছে। তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কয়েকজন বিস্ফোরণের জেরে উড়ে গিয়ে প্রায় শখানেক মিটার দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েন। কারখানার বিস্ফোরণে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে এবং সংলগ্ন একটি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে। আজকে আপনার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে এবং আপনাকে আপনার বিশেষ গুণগুলো ভুলে গেলে চলবে না।
বৃষঃআজকে, আপনি জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়ার দিকে মন দেবেন। সবকিছু ঠিক করার চেষ্টায় আপনি মানসিকভাবে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলবেন। নিকট কোনও ব্যক্তির সঙ্গে একসঙ্গে বসে মাথা ঘামানো বা যে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আপনার মতপার্থক্য আছে তাদের সঙ্গে কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মিথুনঃ কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিন আপনাকে আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য করতে পারে। আপনি আপনার আবেগকে অবাধে প্রকাশ করার মেজাজে থাকতে পারেন যা একটি রোমান্টিক সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করতে পারে।।
কর্কটঃ প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলুন। প্রেমের যাদু ফিরে পেতে কিছু মজাদার বাড়ির ভিতরে খেলা যায় এমন খেলার আশ্রয় নিন।
সিংহঃঅহংকারকে আলাদা করে রাখলে সফল জীবনে প্রেমে সাফল্য পাবেন। আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে আপনার প্রিয়জনের সমর্থন জিতে নেবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আপনার বড় বিনিয়োগগুলিতে সতর্ক থাকুন।। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা দেখানোর দিন আজ।
কন্যাঃ আজ আপনার সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের থেকে বরং এটি শিখে নিন।।
তুলাঃকিছু আকর্ষণীয় ভাবের আদানপ্রদান আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মধুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু উৎপাদনশীল সময় কাটানোর মেজাজ থাকতে পারে আজ।
বৃশ্চিকঃ এই সপ্তাহটি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নতির জন্য আশাব্যঞ্জক হতে পারে।
ধনুঃ আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। ।।
মকরঃ কর্মক্ষেত্রে একটি ক্লান্তিকর দিন পরে, আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে মালিশ পাওয়া আপনাকে সজীব করে তুলবে। আপনার সঙ্গী আপনার যত্ন নেবেন এবং তার উপস্থিতিতে আপনি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠবেন। আর্থিকভাবে সন্দেহ এড়াতে আপনার যৌথ অ্যাকাউন্ট করা উচি নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাজের জায়গায় আপনার দিনটি নষ্ট করবে। সময় এবং দক্ষতার ব্যবস্থাপনা করা বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।
কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন আজ। তাদের উপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার থেকে বরং একসঙ্গে উপভোগ করুন। ভালো সংগীত এবং বইগুলি আপনার সন্ধ্যাকে আলোকিত করে তুলবে। অনুমানমূলক বিনিযোগের জন্য এটি ভালো দিন না। ভাগ্য অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে শিখুন। কাজের জায়গায় সিনিয়রদের দায়িত্ব নিতে দিন।
। **মীনঃ**আপনার সঙ্গীকে উপেক্ষা করা দৃঢ় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কারণ আপনার প্রিয়জন আপনার উদ্দেশ্য এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংঃদহ করতে পারে। আপনার প্রেমের বন্ধনকে শক্তিশালী করতে ঝগড়াগুলি এড়িয়ে চলুন। অর্থনৈতিক দিকে, আপনি যুক্তিযুক্ত হতে পারেন। এটি কার্যকর হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে কারণ আপনি আপনার মস্তিষ্ক দিয়ে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন এবং হৃদয় দিয়ে নয়! কাজের জায়গায়, আপনি স্থির থাকবেন এবং মনঃসংযোগ বজায়

আবহাওয়া

বর্ষা সক্রিয়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র সারা সপ্তাহ ধরেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের উপরে সক্রিয় হয়েছে অক্ষরেখা। নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপরে। ফলে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্রও। শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্ব নিম্ন-২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রদা ৯৭ শতাংশ এবং ৭৮ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে-২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত।
জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হবেই।

ইসকন টাকীর আয়োজনে নয় দিন ব্যাপী রথযাত্রা মহোৎসব

সৌরভ দাশ,টাকী, ৩০ জুন ঃ নামহট্ট সংঘ ও ইসকন টাকীর আয়োজনে নয় দিন ব্যাপী রথযাত্রা মহোৎসব চলছে টাকীতে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবের মেজাজ টাকীর ইসকন সেন্টার সহ সন্নিহিত এলাকায়। সোজা রথের দিন বর্ণাঢ্য রথযাত্রার মধ্য দিয়ে টাকী খুবা সংলগ্ন মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব, বলদেব ও দেবী সুভদ্রার রথ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই নয়দিন ব্যাপী রথযাত্রা মহোৎসবের সূচনা হয় টাকী খুবা স্টেশন সংলগ্ন মাসির বাড়িতে ইসকন সেন্টারে। রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে, হাসনাবাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন বাজার থেকে রথের ঘুরতে শুরু করে রথের চাকা। সেই রথ ই হাসনাবাদ বনবিবি সেতু পার হয়ে পৌঁছায় জগন্নাথ দেব, বল দেব ও দেবী সুভদ্রার মন্দিরে। রীতি নীতি মেনে নিষ্ঠা সহযোগে তাদের নিয়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রথ। বনবিবি সেতু হয়ে,টাকী রোড ধরে সন্ধ্যা নাগাদ সেই রথই পৌঁছায় টাকী খুবা সংলগ্ন ইসকন সেন্টারে। এই রথযাত্রা ও পরিক্রমায় পা মেলান অসংখ্য পুণ্যার্থী। সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেতে রথের রশি টানতে ও রথ দর্শন করতে রাস্তার দুপাশে পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিলো চোখে প্যার মতো। পরিক্রমন শেষে রথ মাসির বাড়িতে পৌঁছানো মাত্র ই নয় দিন ব্যাপী মহোৎসবের সূচনা হয়। হাসনাবাদ, টাকী, অন্যান্য নামহট্ট সংঘ ও ইসকন টাকীর আয়োজনে,ইসকন শ্রী শ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট, মায়াপুরের পরিচালনায় শুরু হয় নয়দিন ব্যাপী রথযাত্রা মহোৎসব। আগামী চার তারিখ পর্যন্ত চলবে এই মহোৎসব। দৈনিক পূজার্চনা, সন্ধ্যারতী,দীপদানের পাশাপাশি থাকছে ভজন,কীর্ত্তন, বৈদিক যাত্রাপালা, জগন্নাথ লীলাকথা,সহ বিভিন্ন আয়োজনও। সান্ধ্যারতি, দীপদান সহ ধর্মীয় আচার -অনুষ্ঠানে প্রতি সন্ধ্যায় দুর দুরান্ত থেকে ভক্ত সমাগম হচ্ছে নয় দিনের এই রথযাত্রা মহোৎসবে।

দক্ষিন কলকাতার গোলপার্কে একটি বাড়িতে আচমকা ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে গোলপার্কে একটি বাড়িতে সোমবার আচমকা আগুন লাগে। অটো স্ট্যান্ড থেকে মাত্র ১ মিনিট দূরত্বে থাকা একটি ফ্ল্যাটের নীচের তলায় মিটার বক্সে এই ঘটনা হয়। সকাল সাড়ে সাতটার এই আগুন লেগে যায় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। ওই ফ্ল্যাটের নীচে থাকা ফুটপাতের এক দোকানদার দমকলে খবর দেয়। তড়িঘড়ি দমকল আসে ঘটনাস্থলে। দমকলকর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মূলত শর্ট সার্কিট থেকে মিটার বক্সে এই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান দমকল কর্মীদের। এক প্রত্যক্ষদর্শী দীনবন্ধু মাল জানান ' আগুন দেখতে পাই, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। আমি বাকিদের ডেকে আনি। পুলিশকে জানাতে বলি, কেউ যাচ্ছিল না। আমি তড়িঘড়ি নিজেই ১০১ ডায়াল করি। কোনওভাবেই ফোন লাগছিল না। তবে পরে আমি নিজেই দমকলের অফিসে যাই। দমকল কর্মীদের জানাতেই তড়িঘড়ি তারা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তারপর কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কালো ধোঁয়া বেরচ্ছিল। সকাল থেকেই বৃষ্টি হওয়ার কারণে সব গলিতে জল জমে ছিল। এর মধ্যে কাজ করতে দমকল বাহিনীদের বেশ বেগ পেতে হয়। বিদ্যুৎ দফতর থেকে বিদ্যুৎ কর্মীরা এসে পরে মূল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। আগুন নিভলেও, জল জমে থাকার কারণে সরু গলিতে শর্ট সার্কিটের আশঙ্কা করে এগোতে পারছে না দমকল কর্মীরা। তবে এখন আগুন নেই, শুধু ধোঁয়া বেরচ্ছে। দমকল আধিকারিক জাভেদ খান জানান, ' দমকলের কাছে খবর গিয়েছিল তখনই আমরা এসে পড়েছিলাম। নইলে আরও বড় বিপদ হতে পারত। তবে এখানে কোনও বিপদ হয়নি'।

পরিষেবা শুরু হতে না হতেই মেট্রোর সামনে ঝাঁপ, যান চলাচলে বিভ্রাট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ ঘণ্টা দুই পর পরিষেবা চালু হতে না হতেই ফের বিপত্তি। বেলগাছিয়া স্টেশনে ডাউন লাইনে এক ব্যক্তি মেট্রো রেলের সামনে ঝাঁপ দেন। তার ফলে আংশিক বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো চলাচল। চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হন যাতায়াতকারীরা। এই লেখা পর্যন্ত অবশ্য ওই ঝাঁপ দেওয়া ব্যক্তির নাম-পরিচয় বা অবস্থা জানা যায়নি। তবে তাঁকে নিয়ে এবং পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টায় তৎপর হয়েছে মেট্রোর কর্মীরা। এদিকে, রাতভর লাগাতার বৃষ্টির জেরে পাতালপথে এ দিন চরম ভোগান্তি হয়। চাঁদনি ও সেন্ট্রাল স্টেশনের মাঝে লাইনের উপর জল জমে। তার ফলে আংশিক বন্ধ ছিল মেট্রো চলাচল। সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনে চরম ভোগান্তির শিকার হন মেট্রো যাতায়াতকারীরা। বাধ্য হয়ে ভিন্ন পথে গন্তব্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন তাঁরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল সরিয়ে ফের মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিকে সপ্তাহের প্রথম দিনেই পাতালপথে চূড়ান্ত ভোগান্তি। সাতসকালে গিরিশ পার্কে এসে দাঁড়িয়ে গেল কবি সুভাষগামী মেট্রো। সূত্রের খবর, সেন্ট্রাল থেকে চাঁদনি চকের মধ্যে মেট্রোর লাইনে বিপত্তি ধরা পড়ে। দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরীশ পার্ক পর্যন্ত চলে মেট্রো। অন্যদিকে, ময়দান থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত চলে ট্রেন। সপ্তাহের প্রথম দিনে অফিসে বেরিয়ে বেজায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। অনেকেই মেট্রোর সুড়ঙ্গ থেকে ওপরে উঠে আসেন। কিন্তু পর্যাপ্ত বাসের অভাবে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে যেতে সমস্যায়

সন্দেশখালি দুই নং ব্লকে পালিত হলো হুল দিবস। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বীণা মন্ডল, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, বসিরহাটের মহকুমা শাসক, অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ বিভাগ জেলা আধিকারিক সহ অন্যান্নরা।

মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জুন ঃ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে। অংশ নিল বিভিন্ন স্কুলের কয়েক'শ ছাত্র-ছাত্রীও। ডেঙ্গু বিজয় অভিযানের উদ্দেশ্যে সোমবার সকালে ওই বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয় হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে। হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামের সামনে থেকে শুরু করে এদিনের পদযাত্রা গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ওই বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস, পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল, যুগ্ম কমিশনার তাপস ভট্টাচার্য, পুর প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য অনুপ চক্রবর্তী, রিওয়াজ আহমেদ, পৌরনিগমের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ডাঃ আশুতোষ কুন্ডু, ডাঃ বিশাখা হালদার প্রমুখ। এই সচেতনতা পদযাত্রায় পৌরনিগমের কর্মচারীদের সাথে বিভিন্ন স্কুলের শিশুরাও অংশগ্রহণ করে। এদিনের ডেঙ্গু বিজয় অভিযান কর্মসূচি সম্পর্কে হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ডেঙ্গু এই সময়টায় বৃদ্ধি পায়। ডেঙ্গু বৃদ্ধি পাবার সময় এটাই। ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইতিমধ্যেই আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীরা এবং কনজারভেন্সির কর্মীরা কাজ করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করতে আজকে আমরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পথে নেমেছি, যাতে মানুষ সজাগ এবং সচেতন হন। মূলত মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই আজকের এই কর্মসূচি।

হুগলির হরিপালে ঐতিহাসিক হুল দিবস পালন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল,৩০ জুনঃ হরিপাল ব্লক সিধু কানু মুর্মু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৭১তম ঐতিহাসিক হুল দিবস পালন উপলক্ষে হরিপাল ডাকবাংলো থেকে বাসুদেবপুরে সিধু কানুর্ মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত কয়েক হাজার আদিবাসী মা-ভাই-বোনেদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না সহ সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। এদিন বাসুদেবপুরে সিধু- কানুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বিধায়ীকা ডাক্তার করবি মান্না সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর সিধু কানু মুর্মুর অবদানের কথা সমগ্র আদিবাসী সমাজ প্রতিবছর এই দিনটিতে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। তিনি বলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে সিধু কানুর অবদানের কথা আদিবাসী সমাজের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।তিনি জানান আজকের অনুষ্ঠানে শহীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সাথে সাথে আদিবাসী সমাজের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাধনা দেয়া হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পালন করা হয়। উল্লেখ্য হরিপাল বিধানসভার ৩১টি আদিবাসী পাড়ায় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে ৪টি করে আদিবাসী সমাজের প্রিয় ও অতি পবিত্র শাল গাছ বপন এবং আদিবাসী মাঝি ও মোড়লদের মাথায় আদিবাসী সমাজের পাগড়ি পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে হরিপালের সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বারুইপুর মুখ্য ডাকঘরে একাধিক সমস্যায় আঁধার কার্ডের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ায় সমস্যায় গ্রাহকেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৩০ জুন ঃ এবার ডাকঘরে আধার কার্ড করাতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচছে বারুইপুরে গ্রাহকদের। ডাকঘরে আধার কার্ড করাতে গিয়ে জেরবার হচ্ছেন গ্রাহকরা।

অভিযোগ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন। এমনকী কম্পিউটারে লিঙ্ক না থাকায় প্রায় রোজই মানুষজনকে ফিরে যেতে হচ্ছে।বাধ্য হয়ে বাইরে গজিয়ে ওঠা দোকান ও সাইবার কাফে থেকে আধার কার্ড করাতে গিয়ে গুনতে হচ্ছে ৩৫০ থেকে শুরু করে ৫০০, এমনকী ১ হাজার টাকাও। সেখানে লিঙ্ক, মেশিন সব ঠিকই থাকছে।এর জেরে ক্ষুব্ধ গ্রাহক। কবে লিংক আসবে?কবে মেশিন ঠিক হবে ? এসব প্রশ্ন করলে ডাকঘরের কর্মীরা উল্টে গ্রাহকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন বলে ও অভিযোগ। আর এভাবেই চলছে দক্ষিন ২৪ পরগনার মুখ্য ডাকঘর বারুইপুর ডাকঘর। যদিও বারুইপুর মুখ্য ডাকঘরের পোস্টমাস্টার এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি।নতুন আধার কার্ড তৈরি থেকে আধার কার্ড আপডেট,কোনও কাজই হচ্ছে না বারুইপুরের মুখ্য ডাকঘরে। বারুইপুর মুখ্য ডাকঘরে ১৫ দিন আগে নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মেশিন বিকল।ফলে দূরদূরান্তের মানুষ এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। সু ন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠ থেকে শুরু করে জয়নগর, রায়দিঘি, মথুরাপুর ও বারুইপুর এলাকার মানুষজন ভিড় করেন এই ডাকঘরে। গ্রাহকদের অভিযোগ, কবে মেশিন ঠিক হবে, কেউ বলতে পারছেন না। উল্টে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। বাইরে বিভিন্ন সাইবার কাফে, গজিয়ে ওঠা দোকানে কালোবাজারি চলছে। আধার কার্ডের কাজ করতে যে যাঁর মতো টাকা নিচ্ছেন। কেউ নিচ্ছেন ৩৫০ টাকা কেউ বা ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা। এমন হলে গরিব মানুষ কোথায় যাবে বলুন তো।কুলতলির বাসিন্দা স্বপন হালদার ও জয়নগরের নিমাই পাল বলেন, বারুইপুরের মুখ্য ডাকঘরের যদি এই অবস্থা হয়,তাহলে অন্য জায়গার হাল কী? একটা মেশিন ১৫ দিন ধরে ঠিক করতে পারছে না।আটঘরার বাসিন্দা কাজল ঘোষ বলেন, নতুন তারিখ দিয়ে বলে দেওয়া হচ্ছে, ওইদিন কাজ হবে। আবার সেদিন ডাকঘরে এলে বলা হচ্ছে, লিঙ্ক নেই। আজ হবে না। কীভাবে জানবো লিঙ্ক কবে আসবে? ডাকঘরের কর্মীরা বলছেন, ল্যান্ড ফোন খারাপ। এসে ঘুরে যাবেন, যদি ঠিক হয়। আমাদের সঙ্গে মজা চলছে ডাকঘরে। গ্রাহকরা বলেন, এদিকে, বাইরের সাইবার কাফেতে কম্পিউটারে লিঙ্ক ঠিকই থাকছে। মোটা টাকা দিয়ে সেখানে কাজ করা হচ্ছে। এদিকে, সরকারি জায়গায় লিঙ্ক থাকছে না। কেউ বলারও নেই। সরকারি কাজে এত গরিমসি কেন হচ্ছে তার জবাব চায় সাধারন মানুষ।

ইলেকট্রিক ভেহিকল সার্ভিস ট্রেনিং ওয়ার্কশপ হয়ে গেল বারুইপুরে এস ভি আই এস টির ক্যাম্পাসে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৩০ জুন ঃ পড়ুয়াদের কাছে শিল্প ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থানের পথকে সুনিশ্চিত করতে সোমবার এক দিনের কর্মশালা হয়ে গেল স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (এস ভি আই এস টির) বারুইপুর ক্যাম্পাসে। স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সম্ভব ফাউন্ডেশন ও অ্যাঞ্জেল ওয়ান-এর সহযোগিতায় এবং AIMTECH LAB-এর যৌথ অংশীদারিত্বে একদিনের এই ইলেকট্রিক ভেহিকল সার্ভিস ট্রেনিং ওয়ার্কশপ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের ইভি প্রযুক্তির উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং শিল্পভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত করে তোলা।এদিনের এই কর্মশালায় সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, যাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আশে পাশের পলিটেকনিক কলেজের শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।এদিনের এই প্রশিক্ষন কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ কুমার, টেরিটরি ম্যানেজার,সম্ভব ফাউন্ডেশন. এস ভি আই এস টির রেজিস্ট্রার প্রফেসর সোমনাথ দাস, সন্দীপ দত্ত, ডিন - ইনোভেশন ও এনট্রেপ্রেনারশিপ এবং প্রধান, AIMTECH LAB.আতাউর সাফি রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, SVIST সহ আরো অনেকে।এব্যাপারে আতাউর সাফি রহমান বলেন,এই ওয়ার্কশপটি ছিল এক বিশাল সাফল্য, যা প্রমাণ করে যে এস ভি আই এস টি ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত খাতে দক্ষতা উন্নয়ন, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া সহযোগিতা এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ তৈরিতে একনিষ্ঠভাবে কাজ

নিখোঁজ বিড়াল খুঁজে দিলে ৫ হাজার টাকা পুরস্কারের পোস্টার প।লো বারুইপুরে

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর,৩০ জুন ঃ আদরের পুচু নিখোঁজ, সন্ধান দিতে পারলে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার,এমনই পোস্টারে ছেয়ে গেল বারুইপুর শহর।আদরের পুচু হুলো বিড়াল।বয়স মাত্র ১ বছর। নিখোঁজ একমাস। পুচুর সন্ধান দিতে পারলে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, এমনই পোস্টার পড়ল বারুইপুরের বিভিন্ন এলাকায়। তাতে পুচুর বর্ণনাও দেওয়া আছে।পুচুর না দেখা মেলায় বাড়ির আর এক বিড়াল পুচুলির মন খারাপ। খাওয়া দাওয়া লাটে। হতাশায় তাই কাতর গৃহকর্তি শোভাদেবী। বারুইপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শাহাজান রোডের বাসিন্দা গৃহবধূ শোভা মিত্র। বিড়াল পোষা তাঁর ও তার পরিবারের খুব শখ। আর সেই শখ থেকেই বিড়াল পোষা শুরু করেন শোভাদেবী।সোমবার তিনি বলেন,এক বছর বয়স আমাদের পুচু বিড়ালের। আমার বাড়িতে দুটি বিড়াল। পুচু নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই পুচুলির মন খারাপ। পুচু আমার জীবন। প্রতিদিন চিংড়ি মাছ ভাত ওর পছন্দ ছিল। আমার কোলে সারাদিন শুয়ে থাকত। পুচু ও পুচলি ছাড়াও বাড়িতে পাড়ার আরো ৫ টি বিড়ালও আসে। তাদেরও দেখাশোনা করি।তিনি এও বলেন,আমরা দার্জিলিং গিয়েছিলাম বেড়াতে। বানি ফিরে দেখি পুচু নেই। হতাশ হয়ে পড়ি। এক বছরের বিড়াল কে কী করলো ভেবে পাচ্ছি না। ওর খোঁজ করতেই পোস্টার মেরেছি তাই এলাকায়। তাতে আমার ফোন নম্বরও দিয়েছি। এতেও যদি কাজ না হয় মাইকিং করব বারুইপুরে।আমরা চাই পুচুকে খুঁজে পেতে।আর বিড়াল নিখোঁজের এই পোস্টার রীতিমতো আলচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে এখন বারুইপুর।

দুই বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ বঙ্গোপসাগরের উপর আবার নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে। তার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন সমুদ্র উত্তাল থাকতে পারে। টানা দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। মুষলধারে বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায়। এছাড়া, বীরভূম, দুই বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলিতেও বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে সোমবার পর্যন্ত। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হবে সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত। এ ছাড়া, কালিম্পঙে বুধবার এবং কোচবিহারে সোমবার ও বুধবার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের বাকি জেলাগুলিতেও সারা সপ্তাহ ধরে ঝড়বৃষ্টি চলবে।

গার্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসনে কর্মরত কর্মীদের ই -পেনশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ রাজ্য সরকার গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসনে কর্মরত কর্মীদের ই - পেনশন এর সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামীকাল থেকে এই সুবিধা কার্যকর হবে বলে রাজ্য পেনশন প্রভিডেন্ট ফান্ড এর ডিরেক্টরেট থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এইজন্যে আগামীকাল থেকে বর্তমানে কর্মরত সব কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন সংক্রান্ত ফাইল একমাত্র ই পেনশন পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মহিলা সহায়ক পিঙ্ক পুলিশ বুথের

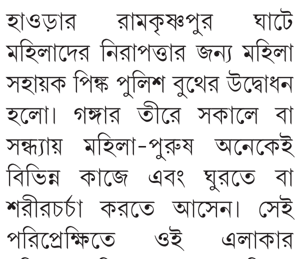

হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মহিলা সহায়ক পিঙ্ক পুলিশ বুথের উদ্বোধন হলো। গঙ্গার তীরে সকালে বা সন্ধ্যায় মহিলা-পুরুষ অনেকেই বিভিন্ন কাজে এবং ঘুরতে বা শরীরচর্চা করতে আসেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওই এলাকার মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য রবিবার পিঙ্ক পুলিশ বুথের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল বিশ্বজিৎ মাহাতো, ডিসি ট্রাফিক সুজাতা কুমারী বীণাপানি, হাওড়া থানার ওসি সন্দীপ পাখিরা, হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের আইসি সুকান্ত অধিকারী প্রমুখ। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি সেন্ট্রাল বিশ্বজি মাহাতো বলেন, এটা আমাদের পুলিশ কমিশনারের একটি বিশেষ উদ্যোগ। মহিলারা অনেক সময় অভিযোগ জানাতে থানায় যেতে পারেন না অথবা থানায় যেতে চান না। এটা থানার এক্সটেনশন হিসেবে থানার বাইরে করা হয়েছে। বিশেষত যেসব অঞ্চলে মহিলারা বেশি যাতায়াত করেন সেখানে এই পিঙ্ক বুথ তৈরি করা হয়েছে। ওনাদের যেটা সমস্যা সেটা শোনার জন্য মহিলা পুলিশ দিয়েই (ফ্রি অ্যাক্সেস দেবার জন্যই) এই পিঙ্ক বুথ করা হয়েছে। এটার জন্য নির্দিষ্ট কোনও ফোন নম্বর থাকছে না। কন্ট্রোল রুমের যেটা নম্বর সেটাই সকলে ব্যবহার করতে পারবেন।

বাড়ীর তিন সদস্য পুলিশ আর সেই বাড়িতেই চুরি

দুরন্ত বার্তা, জগতবল্লভপুর,৩০ জুন ঃ বাড়ীর তিন সদস্য পুলিশ আর সেই বাড়িতেই চুরি, চুরি করে পালানোর সময় বাড়িতে আগুন লাগিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। হাওড়া জগতবল্লভপুর মুন্সিরহাট ধসা জেলেপাড়া এলাকার ঘটনা।গতকাল জগবল্লভপুর এলাকার পুলিশ কর্মীর বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে রাতের অন্ধকারে বেশ কয়েকজন বাড়িতে ঢোকে বলে অভিযোগ। এবং বাড়ির আলমারির ভিতরে থাকা যাবতীয় সোনার গহনা ও নগদ টাকা আনুমানিক দুই থেকে তিন লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি করে পালানোর সময় বাড়িতে রাখা কেরোসিন তেল দিয়ে ঘরের ভিতরে আগুন লাগিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।পাশাপাশি পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিরিশ হাজারের বেশি নগদ টাকা এবং লক্ষাধিক টাকার গহনা চুরি করে পালানোর সময় কেরোসিন তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এবং সেই আগুনে পুড়ে যায় একাধিক দরকারি কাগজপত্র। একই বাড়ির তিন জন ব্যক্তি বর্তমানে পুলিশে কর্মরত। পুলিশের বাড়িতে এই চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে জগবল্লভপুর থানার পুলিশ।

সাত বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার রায় দিল হাওড়া আদালত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জুন ঃ প্রায় সাত বছর আগে ঘটে যাওয়া এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার রায় দিল হাওড়া আদালত, আসামীর যাবজ্জীবন সবশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ। ঘটনার দিন রাতের লোকাল ট্রেনে ঘটেছিল ছিনতাইয়ের ঘটনা। তাতে বাধা দেওয়ায় মহিলা যাত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়। প্রায় বছর সাতেক আগে ঘটে যাওয়া ওই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আসামীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে হাওড়া আদালত। এর পাশাপাশি দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ২০১৮ সালের ২৩ নভেম্বর। রাত ১০.২০ নাগাদ হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল তিন নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছেড়েছিল। ওই ট্রেনে মহিলা কামরায় চেপে বাড়ি ফিরছিলেন এক মহিলা যাত্রী। আচমকাই চলন্ত ট্রেনে উঠে পএড় সবর আলি ওরফে গুড্ডু নামখ এক দুস্কৃতী। ওই মহিলা যাত্রীর থেকে সোনার আংটি ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয় অভিযুক্ত। বাধা দিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বারবার আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যাত্রী ও কামরার অন্য যাত্রীদের চিকারে ট্রেন দাঁড়িয়ে যায় হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার কাছে।ওই দুস্কৃতী এরপর পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কর্তব্যরত আরপিএফ তাকে ধরে ফেলে। গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় বিচার। সরকারি পক্ষের আইনজীবী অশোক সাহা জানান, যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ মোতাবেক গত ২৬শে জুন তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন পঞ্চম অতিরিক্ত দায়রা বিচারক। সোমবার ওই মামলায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করা হয়।

বাড়িতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত এক ব্যক্তি

গোপাল শীল,পাথর প্রতিমা, ৩০ জুন ঃ পাথর প্রতিমার গোপালনগর অঞ্চলের মহেন্দ্রনগর গ্রামে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত ১ আহত ১। মৃত ব্যাক্তির নাম গোবর্ধন মাইতি(৬৮), দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত নারায়ণ মাইতির(৫৮)অবস্থা আশঙ্কজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় আজ সকালে বিদ্যুতের লাইনের সমস্যা হওয়ায় বাড়ির মধ্যে তার নিয়ে কাজ করতে গিয়েই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গোবর্ধন মাইতি ৬৮ বছর বয়স। দাদাকে বিদ্যুৎপৃষ্ট হতে দেখে ছাড়াতে গিয়ে গুরুতর আহত হয় ভাই নারায়ণ মাইতি, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়।

LEGAL NOTICE

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল এ) পিঙ্গু ধুঁয়া, স্বামী শ্রী তাপস ধুঁয়া সাকিম বাগডাঙ্গরা, জপারডাঙ্গা, গোয়ালতো।, পশ্চিম মেদিনীপুর বি) উত্তম কুমার পরামানিক, পিতা কমলাকান্ত পরামানিক সাকিম বিক্রমপুর, সিমলাপাল, বাঁকুড়া। গত ২১।০৮।২০১৪ বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ২১১০ / ১৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) স্বপন কুমার শীট, পিতা শক্তিপদ শীট ২) যমুনা পাল, স্বামী মথুর চন্দ্র পাল ৩) তপন কুমার শীট, পিতা শক্তিপদ শীট ৪) মীরা নন্দী, স্বামী নাড়ু গোপাল নন্দী ৫) সন্ধ্যা শীট, স্বামী মদন চন্দ্র শীট ৬) গৌরাঙ্গ শীট, পিতা মদন চন্দ্র শীট ৭) শ্রীমত্যা রাণু শীট, স্বামী 'মানিক চন্দ্র শীট সর্ব্ব সাকিম বাঁশি, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া। উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার তরুন কুমার নায়ক, পিতা রাজীব লোচন নায়ক সাকিম তালডাংরা, বাঁকু।। এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ১০৮ / ২০১৪ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, দধিমুখা মৌজায় (জে.এল-১৮৯) ৮২২,৮২৭, ৮২৮ ও ৮২৯ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৩৭৮ নং দাগে মোট ০.০৪৯৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sd- Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judges Court, Bankura
Enrol. No.-F4236522017

LEGAL NOTICE

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন ১) শ্রীমতী পম্মি ড্রোলিয়া, স্বামী শ্রী জিতেশ ড্রোলিয়া, ২) শ্রী জিতেশ ড্রোলিয়া, পিতা 'যুগল কিশোর ড্রোলিয়া, উভয়ের সাকিম কুচকুচিয়া, রোড, বাঁকুড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ৩৯৯৬ / ২১ ও ৩৯৯৫ / ২১ নং কোবালা দলিল মূলে তুলসী বাঙ্গাল, স্বামী প্রবোধ বাঙ্গাল, সাকিম আগোয়া, পোঃ ধবনী, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপ্রী, পিতা শ্রী জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, জাতি হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা ব্যবসা, সাকিম জগন্নাথবাটী, পোঃ কেশিয়াকোল, থানা ও জেলা বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OF-FICE ১২০৫ / ২১ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জগন্নাথবাটী মৌজায় (জে.এল-২৩৭) ৬৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১৩৯৭, ১৩৯৯, ১৪০৯, ১৫০১ নং দাগে মোট ০.২৬ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L L.R.O-২ অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sd- Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judges Court, Bankura
Enrol. No.-F4236522017

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata, West Bengal - 700016;
Corporate Office: A-301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S.V. Road, Malad (West), Mumbai - 400 064;
Tel. No.: +91-22-6894-8500/08/09; **Fax:** +91-22-2889-2527;
E-mail: info@comfortfincap.com; **Website**: www.comfortfincap.com.

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING TRANSFER OF EQUITY SHARES OF COMFORT FINCAP LIMITED TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

&

REMINDER TO CLAIM THE DIVIDEND AMOUNTS REMAINING UNPAID/UNCLAIMED.

NOTICE is hereby given pursuant to section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") (as amended from time to time), that the Company is required to transfer the dividend amounts remaining unclaimed and unpaid for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). Further, section 124(6) of the Act read with the Rules requires that all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to the IEPF along with statement containing such details as prescribed.

NOTICE is hereby given to the eligible equity shareholders to en-cash their unpaid/unclaimed dividend amounts for the financial year 2017-18 and onwards, so that the equity shares are not transferred to IEPF. In compliance with the Rules, individual correspondence to all the shareholders whose shares are liable for transfer to IEPF Authority will be sent by the Company. In case, no communication is received from such shareholders **on or before November 02, 2025** in respect of unclaimed and unpaid dividend amounts for the financial year 2017-18, the Company will have to transfer such unclaimed and unpaid dividend amounts and underlying equity shares, if any, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, to the IEPF by following the procedures stipulated in the Rules in this regards, without any further notice. The details of eligible equity shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF will be uploaded on the website of the Company at https://www.comfortfincap.com/.

Please note that **no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed/ unpaid dividend amounts and the underlying equity shares transferred to the IEPF and all benefits accruing on such shares, if any**.

Further, the shareholder can claim the dividend amounts and shares which are transferred to IEPF from the IEPF Authority by complying with the provisions of Rule 7 of the Rules by making a separate application to the IEPF Authority in e-Form IEPF-5 which is available on the website www.mca.gov.in.

For further information on the above matter and the details of the claim of unpaid/unclaimed dividend amounts, the concerned shareholders may contact our Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Bigshare Services Private Limited at Office No S6-2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai- 400093, Contact: +91-22-62638200; Email Id: investor@bigshareonline.com or may also write to Company at the Corporate office of the Company situated at A-301, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai-400064 or send an email to - info@comfortfincap.com.

For Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Director
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: July 01, 2025

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৬ আষাঢ় ১৪৩২

বিপ্লবের নামে বন্দিঃ কার লড়াই, কার পরাজয়?

ভারতের অভ্যন্তরে বহু দশক ধরে চলা এক অপ্রকাশিত লড়াইয়ের নাম মাওবাদী সমস্যা। এটি শুধু সন্ত্রাস বা রাষ্ট্রবিরোধিতার সাধারণ বিবরণে বাঁধা যায় না। এই সংঘাতের পেছনে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন বঞ্চনার ইতিহাস, এক অস্পষ্ট শত্রু, রাষ্ট্রের নিস্পৃহতা এবং যে জনগণ আজও ‘ নামেই পরিচিত-অর্থা যে তারা নীরব, অনামা, অনাথ।এই গল্প শুধু গুলির নয়, পেট্রোল বোমার নয়-এ এক দীর্ঘমেয়াদী নীরব সংঘর্ষ, যা কখনও নদীর ধারে, কখনও গহিন জঙ্গলে, আবার কখনও স্কুলঘরে রাত্রি বাস করা নিরাপত্তা বাহিনীর পায়ের আওয়াজে প্রতিফলিত হয়। এখানে একদিকে অস্ত্রধারী মাওবাদী, যারা ‘ নামে আদিবাসীদের রক্ত ও জীবনকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র, যার হাতে ক্ষমতা, অস্ত্র, এবং আইন-কিন্তু প্রায়শই যার দৃষ্টি অধরা হয়ে যায় উলুখাগড়াদের দিকে।এই উলুখাগড়ারা কারা? এরা সেইসব আদিবাসী, দলিত, বনবাসী মানুষ, যারা বনের ছায়ায় বেঁচে থেকেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, যারা জানে না নাগরিকত্বের সংজ্ঞা, জানে না শহরের নীতিনির্ধারণ। তাদের জমি, জঙ্গল, জল-সব কিছুর ওপর চলছে রাষ্ট্রীয় প্রকল্প, খনি, বাঁধ, রেললাইন। যেখানেই উন্নয়নের বুলডোজার গেছে, সেখানেই কেউ তাদের জিজ্ঞেস করেনি, তারা থাকতে চায় কি না।এই নিরবিচ্ছিন্ন বঞ্চনার জমিতে সহজেই জন্ম নেয় ‘ প্রলোভন। মাওবাদীরা রাষ্ট্রের শত্রু হলেও, এই উলুখাগড়াদের কাছে তারা প্রায়শই 'রক্ষক'-কারণ তারা পুলিশকে তাড়ায়, দুর্নীতিপরায়ণ ঠিকাদারদের শাস্তি দেয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানদের চোখে চোখ রেখে কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে এই ছায়াসংগঠনের সঙ্গে জীবন মানে শৃঙ্খল। স্কুলে পড়া যায় না, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়া যায় না, কেননা ‘ মুখ’ এখানে শত্রু।রাষ্ট্রের চোখে এই অঞ্চলগুলি ‘ করিডর’। বিশেষ সুরক্ষা আইন, ড্রোন, কম্যান্ডো অপারেশন, এবং দিনরাত টহলদারি-সব কিছুর মধ্যেও সমস্যা সমাধানের বদলে বহুক্ষেত্রে তা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কেননা এই যুদ্ধের বাস্তবতা হল, উভয় পক্ষই একে অপরের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝখানে পড়ে আছে উলুখাগড়ারা-যাদের জন্যই এই যুদ্ধ, অথচ যাদের কথা কেউই জিজ্ঞেস করে না।রাষ্ট্র যেমন উন্নয়নের নামে জোর করে অধিগ্রহণ করে, তেমনই মাওবাদীরাও ‘ সরকার’ গড়ে তোলার নামে তাদের উপর চাপিয়ে দেয় নতুন আদেশ, কর ও নিয়ম। একটি শিশু, একটি গর্ভবতী মহিলা, বা একটি বৃদ্ধার চোখে এই যুদ্ধ শুধুই যন্ত্রণা। রেশন নেই, স্কুল বন্ধ, পথ অবরুদ্ধ-তাদের জীবনের মানে এখন শুধু বেঁচে থাকা।তবু, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে যখন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শহিদ হন, রাষ্ট্র কাঁদে, সংবাদমাধ্যম প্রতিবাদে মুখর হয়। কিন্তু যখন কোনও গ্রামে গিয়ে কয়েকজন নিরীহ মানুষকে ‘ মাওবাদী বলে গুলি করা হয়, তখন সেই খবর পাতার প্রান্তেই থেকে যায়। অথচ এই মানবিক ক্ষয়রোগই এই সমস্যার মূল গভীরতা।রাষ্ট্র যে ভাবে মাওবাদী সমস্যাকে শুধু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তাতে সমাধান আসবে না। কারণ এটা মূলত একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট। যারা বঞ্চনার সুযোগ নিয়ে গুলি হাতে তুলে নিচ্ছে, তারা যদি প্রতিদিনের ক্ষুধা, অসহায়তা ও বেকারত্বের শিকার না হতো, তবে তাদের হাতে ‘ লাল বই উঠত না। আবার যারা রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল তৈরি করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ে, তারাও এই অরণ্যঘেরা অঞ্চলের বাস্তবতাকে বুঝতে ব্যর্থ।আজ প্রয়োজন, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়। একদিকে রাষ্ট্রের উচিত মাওবাদী সন্ত্রাস দমন করা, কিন্তু অপরদিকে সেই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্বশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া, যারা আজও তাদের প্রকৃত নাগরিক অধিকারের স্বাদ পায়নি। উন্নয়ন হতে হবে সেই উলুখাগড়াদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের চাহিদা বুঝে-ঢাত তাদের মাথার ওপর দিয়ে।মাওবাদী সমস্যা আজ শুধু দণ্ডকারণ্যের গহিনে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি ব্যর্থতার আয়না, যেখানে আমরা দেখতে পাই একটি রাষ্ট্র কিভাবে তার কিছু নাগরিককে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করেছে, আর তারা শেষ পর্যন্ত অস্ত্রে ভরসা করেছে। এই যুদ্ধ শেষ হবে না কেবল গুলির শব্দে, বা কম্যান্ডো হেলিকপ্টার নামিয়ে। এটা শেষ হবে যখন রাষ্ট্র শিখবে উলুখাগড়াদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে, আর যখন উলুখাগড়ারাও বুঝবে-আলোর পথ গুলি বা বোমার ভিতর দিয়ে নয়।এই গল্প তাই একটি গভীর প্রশ্ন তোলে-কে আসলে দায়ী এই রক্তাক্ত লড়াইয়ের জন্য? রাষ্ট্র, মাওবাদী, না আমাদের সমষ্টিগত নির্বিকারতা? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই হবে, যদি সত্যি চাওয়া হয় শান্তি, স্থায়িত্ব ও সম্মানজনক সহাবস্থান।

‘ ইংরেজির নাক কাটা ’,

ভারতের প্রশাসনিক, শিক্ষা এবং সমাজব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। স্বাধীনতার আট দশক পার হলেও দেশের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এখনও সেই ঔপনিবেশিক ভাষার দখলে। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাম্প্রতিক মন্তব্য আবারও নতুন করে আলোচনার ঝড় তুলেছে-এবং অনেকের মতে, এ এক প্রয়োজনীয় ঝাঁকুনি।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাফ বলেছেন, ইংরেজি ভাষা ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর পথ আটকে রেখেছে। একে সরিয়ে না ফেললে ভারতের আত্মপরিচয়ের বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইংরেজি এক প্রকার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে,-এই বক্তব্য শুধু একটি ভাষার বিপক্ষে নয়, বরং ভারতীয় ভাষাগুলির সম্মান পুনরুদ্ধারের পক্ষে এক প্রস্তাবনা। এই বক্তব্যকে কেঃদ্র করে একদিকে যেমন ভাষাপ্রীতির আবেগ ছড়িয়েছে, অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক আলোড়নও কম হয়নি।স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের সংবিধানও ভারতীয় ভাষার বিকাশের অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, আজও কেন্দ্রীয় পরীক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা, এমনকি আইন ও প্রযুক্তির চর্চাতেও ইংরেজিই আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। এর ফলে কোটি কোটি শিক্ষার্থী তাদের মাতৃভাষায় স্বপ্ন দেখলেও, ইংরেজিতে দক্ষ না হলে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এটা নিছক ভাষাগত বৈষম্য নয়, বরং এক ধরনের সাংস্কৃতিক বৈষম্য।অমিত শাহের বার্তায় সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন-যদি ভারতীয় ভাষাগুলির মর্যাদা না বাড়ানো হয়, তবে দেশীয় প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ সম্ভব নয়। ইংরেজি জানা না থাকলেই যদি কাউকে 'কম যোগ্য' ধরা হয়, তাহলে তা সিস্টেমের ত্রুটি। এই ভাষাগত শ্রেণিবিভাজনই দেশের বহু প্রতিভাকে পিছনে ঠেলে দেয়।এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে-এবার কি সত্যিই ইংরেজির আধিপত্যের অবসান ঘটবে? কেন্দ্র কি কোনও স্পষ্ট ভাষানীতি গ্রহণ করতে চলেছে? যদিও এর আগেও বহুবার ভারতীয় ভাষা প্রসারে নীতি ঘোষণার কথা শোনা গিয়েছে, বাস্তবে খুব বেশি বদল হয়নি। অমিত শাহের মন্তব্য এই নীতিগত স্থবিরতার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ স্বরূপ এসেছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।তবে এই ভাষিক আত্মমর্যাদার দাবিতে আবারও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করেছে। তাঁর মতে, ভারতীয় ভাষাগুলির আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এগুলিকে ভবিষ্যতের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হবে। শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে নয়, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাতৃভাষাকে শিক্ষার, বিজ্ঞানের ও প্রশাসনের ভাষা বানাতে হবে। তাহলেই ভাষার প্রকৃত সম্মান রক্ষা সম্ভব।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিঃসংেদহে ভারতীয় ভাষাগুলির পুনরুত্থানের পক্ষে এক বড় কণ্ঠস্বর। তবে বাস্তবে এই উচ্চারণ কতদূর কার্যকর হবে, সেটাই এখন দেখার।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে। শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর আয়ুটি ক্ষয়েই যায়। শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ। কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

শুল্কের ছায়া কাটিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে

দীর্ঘ টানাপোড়েন, নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা শুল্ক ও কূটনৈতিক চাপের আবহে এক নতুন দ্বিপাক্ষিক যুগের সূচনা হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু প্রতীক্ষিত বাণিজ্যচুক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে, যা আগামী সপ্তাহেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হতে পারে। এই চুক্তি শুধু অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়, বরং বিশ্বরাজনীতির এক নতুন সমীকরণের পরিচয়ও বহন করছে।বিগত কয়েক বছর ধরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে শুল্কনীতি নিয়ে এক অনমনীয় অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বিশেষত ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে, ‘ ফার্স্ট’ নীতির ছায়ায় ভারতীয় পণ্যের উপর একের পর এক শুল্ক আরোপ এবং প্রতিক্রিয়ায় ভারতের তরফেও পাল্টা শুল্ক চাপানো-এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেকটাই ধাক্কা খায়। যদিও বাইডেন প্রশাসন সেই সংকট মোচনের ক্ষেত্রে কিছুটা নরম মনোভাব দেখিয়েছে, তা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ চুক্তির সম্ভাবনা এতদিন অধরাই ছিল।তবে হালে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষত চিন-আমেরিকা ঠান্ডা যুদ্ধ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার কৌশলগত আগ্রহ, ভারতের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে বহু গুণ। ‘ অঞ্চলে ভারতের ভূমিকা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রযুক্তি বিনিময় এবং স্থিতিশীল বাণিজ্যিক করিডোর গঠনের লক্ষ্যে এই দুই দেশের সমঝোতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন বাণিজ্যচুক্তি শুধু শুল্ক হ্রাস বা রফতানি-আমদানির সীমারেখা নির্ধারণেই আবদ্ধ নয় বরং এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গভীরতর প্রতিফলন। এই চুক্তিতে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষিপণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, পরিষেবা খাত এবং প্রতিরক্ষা উপকরণ সহ একাধিক খাতে সহযোগিতার সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের জন্য এই চুক্তি এক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে। কারণ এটি একদিকে যেমন ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন বাজারের দরজা খুলে দেবে, অন্যদিকে তেমনি আমেরিকার উচ্চপ্রযুক্তির অংশীদারিত্বে দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্র এক নতুন উত্তরণে পৌঁছাবে।তবে এখানেই শেষ নয়। এই চুক্তি ভারতের আত্মনির্ভরতা অভিযানে এক পরোক্ষ সহায়ক শক্তি হিসেবেও কাজ করবে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ও বৃহত্তম অর্থনীতির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এই পুনরুত্থান একদিকে যেমন বহু বহুজাতিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে, অন্যদিকে তেমনি বিশ্ব অর্থনীতির অস্থির পরিপ্রেক্ষিতে এক নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বাণিজ্য অংশীদারিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।তবে সকল সম্ভাবনার মধ্যেও কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। ভারতের কৃষিপণ্য ও ওষুধ রপ্তানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর নীতিমালার কতটা শিথিলতা আসবে, তা নিয়েই এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে। অন্যদিকে, মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির তথ্য সুরক্ষা ও দেশীয় নিয়মনীতি নিয়ে ভারতের আপত্তির বিষয়গুলিও আলোচনায় আসবে। তাই চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া ও নির্দিষ্ট শর্তাবলি সামনে না এলে, সমগ্র পরিস্থিতির বিচার এককথায় করা যায় না।তবুও এটুকু বলা যায়, বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই চুক্তি শুধু দুটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নয়, বরং বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের প্রতিফলন। ব্রিকস বনাম জি-৭, চিনা প্রভাবের মোকাবিলা, রাশিয়ার সঙ্গে দূরত্ব ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নেতৃত্বের প্রশ্নে ভারতকে পাশে চাওয়া-এই সমস্ত দিক মিলিয়ে এই চুক্তি এক বহুমাত্রিক গুরুত্ব বহন করছে।চুক্তি যদি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয়, তবে ভারতীয় শিল্প, প্রযুক্তি, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক যুগের সূচনা হতে চলেছে। আর আমেরিকার পক্ষে এটি হবে এশিয়ার বাজারে নিজের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের কৌশলগত পদক্ষেপ।এই চুক্তি শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হয়, তা ভবিষ্যতের হাতে। তবে বর্তমানে এই বাণিজ্য সমঝোতার সম্ভাবনাই বলে দেয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক দীর্ঘ ছায়া কাটিয়ে এবার বাস্তব উন্নয়নের পথে পা বাড়াচ্ছে বলে মনে করা হয়েছে।

সুর হারাচ্ছে প্রকৃতি, নিঃশব্দে কাঁদে গীতবিতান

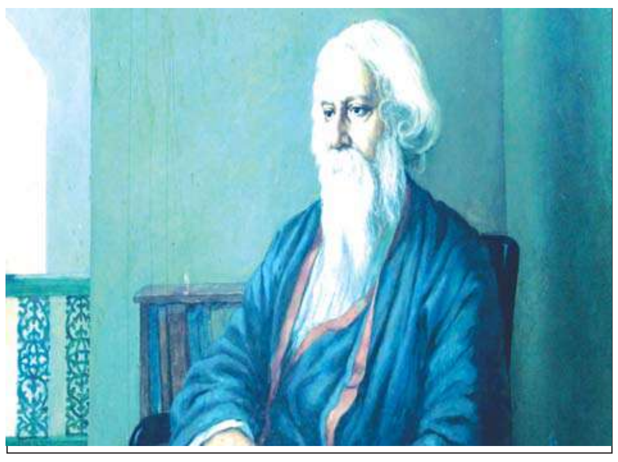

একদিন যে আকাশ ছিল মেঘমেদুর, আজ তা ধুলোর পর্দায় ঢাকা। যে মাঠে শিশির ভেজা কুসুম ছিল, সেখানে এখন কংক্রিটের ভার। যে বনে ছিল কোকিলের ডাক, সেখানে এখন বাজে মোবাইল টাওয়ারের কম্পন। প্রকৃতি বদলেছে-নিঃশব্দে, ক্রমশ, অথচ নির্মমভাবে। আর সেই বদলের অন্যতম মৌন সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে এক মহাকাব্যিক সৃষ্টি-গীতবিতান।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি প্রকৃতিকে কেবল পর্যবেক্ষণ করেননি, তাকে অনুভব করেছেন আত্মার গভীরে। তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত, বিশেষ করে গীতবিতানের প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন এক-একটি ঋতুচক্র, এক-একটি প্রকৃতির খণ্ডচিত্র। যেখানে বসন্ত মানে কেবল একটা ঋতু নয়, প্রেমের উদ্বোধন বর্ষা মানে কেবল বৃষ্টি নয়, অন্তরের গভীর থেকে জেগে ওঠা ব্যাকুলতা।

আজকের বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। শহরের কোলাহল, যান্ত্রিক জীবন, জলবায়ুর অসাম্য, বৃক্ষচ্ছেদন, নদীকে ড্রেন বানিয়ে দেওয়ার এই প্রবণতা-সব মিলিয়ে আমরা ধ্বংস করছি সেই প্রকৃতিকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ এক অপার সঙ্গীতের মাধ্যমে বন্দনা করেছিলেন। আর এই ধ্বংসের ফলে আমরা শুধু পরিবেশ হারাচ্ছি না, হারাচ্ছি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে।আজ যদি কেউ আমার পরাণ যাহা চায় গানটি গাইতে চায়, সে কোথায় খুঁজবে সে পল্লীর রুক্ষ মেঠো রাস্তা, কুয়াশার ভোর, কিংবা নদী পারের পলিমাটির গন্ধ? এসো হে বৈশাখ বলে ডাক দিলে বৈশাখ আসে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে আর নেই সেই উন্মাদ বেলিফুলের গন্ধ, ঝড়ের নেশা, ধুলোর সংগীত।এই পরিবর্তন শুধু আবহাওয়ার নয়, এটি আমাদের চেতনার এক রূপান্তর। আগেকার দিনে মানুষ ঋতুর সঙ্গে বাঁচত-বসন্ত মানেই কৃষিকাজের আশাবাদ, বর্ষা মানেই ধান রোপনের ছন্দ, শীত মানেই সঞ্চয়ের সময়। আজ ঋতু এসেছে ক্যালেন্ডারে, জীবনে নয়। এই ছিন্ন সংযোগই গীতবিতানের অনুভূতির সঙ্গে আমাদের দুরত্ব তৈরি করেছে।গীতবিতানের গানগুলো রচিত হয়েছিল প্রকৃতির ছায়ায়, প্রকৃতির স্তবগান হিসেবে। সেখানে কোকিলের ডাক, পাখির ডানা, পাতার দোলা, নদীর বয়ে চলা জল-সবই ছিল গানের শরীর। আজ সেই শরীর যেন মরে গেছে-বাঁশবন কেটে হয়েছে আবাসন, পুকুর বুজিয়ে উঠেছে শপিং মল। আর তাই এখনকার প্রজন্ম গীতবিতানের ভাষা বুঝলেও তার হৃস্পন্দন অনুভব করতে পারে না।এই পরিবর্তন শুধু প্রকৃতিকে ভাঙেনি, ভেঙেছে সংস্কৃতির মেরুদণ্ডও। কারণ রবীন্দ্রনাথের গান কেবল সুরের বিষয় নয়, তা অনুভবের বিষয়, যা তৈরি হয়েছিল প্রকৃতি ও মননের মিলনে। গীতবিতানের এই বিচ্ছিন্নতা একেবারে নিরীহ নয়-এটি আমাদের চিন্তা, জীবনদর্শন ও মূল্যবোধকেও নিঃশেষ করছে।শুধু দেখা না দেখার মাঝে নয়, এখন যেন ‘ জায়গাটাও হারিয়ে ফেলেছি আমরা। আজ আর কেউ নদীর নাম সুনীতি বলে ভালোবাসে না, কারণ নদীকে আমরা নামেই চিনি না-জলাধার, প্রকল্প, কিংবা আবর্জনার স্তূপ হিসেবেই দেখি। এই রূপান্তরের কষ্টটা যখন গীতবিতানের পৃষ্ঠায় ছায়ার মতো ঝরে পড়ে, তখন বোঝা যায়, কী হারিয়েছি আমরা।তবু, রবীন্দ্রনাথ আজও মিথ, কারণ তাঁর গান সেই প্রকৃতিকে মনে করিয়ে দেয়, যা আজ আর চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মনে পড়ে। তার মানে এই নয় যে, তিনি কেবল অতীতের বন্দি-বরং তিনি এক প্রতিবাদ, এক সম্ভাবনা। গীতবিতান যেন এক নীলপদ্ম, যা এখনও বলে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে শিল্পও থাকবে না, সুরও থাকবে না, এমনকি মনুষ্যত্বও টিকবে না।প্রকৃতি তাই শুধু ল্যান্ডস্কেপ নয়, সে এক জীবন্ত সংগীত। তাকে ধ্বংস করা মানে শুধু জলবায়ু বিপর্যয় ডাকা নয়, তা হলো আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মহত্যাও। যেদিন আকাশে মেঘ থাকবে না, গ্রীষ্মে তালফোটা গন্ধ থাকবে না, বর্ষায় প্রথম বৃষ্টির জল ধরা পড়বে না তালের পাতায়-সেদিন গীতবিতানও থাকবে কেবল স্মৃতি হয়ে।যেখানে প্রকৃতিকে শুধু সম্পদ হিসেবে দেখা হয়, তার রস, সুর আর আত্মাকে আর বোঝা হয় না-সেখানে গীতবিতান হয়ে ওঠে প্রতিরোধের ভাষা। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে ওঠে প্রার্থনার মতো-একটি বিকল্প পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখানে মানুষ আবার প্রকৃতিকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, এবং গান গাইবে হৃদয় থেকে।

স্মৃতির জলে ডুবে যায় সম্পর্কের নৌকো

ভেঙে যায় নৌকো, আর তার সঙ্গে তলিয়ে যায় এক গাঁটছড়া, যাকে কেউ কেউ বলেছিল ভালোবাসা, কেউ বলেছিলার, কেউ বলেছিল সমাজে বেঁচে থাকার শেষ ঠিকানা। এই ‘ ঠিক কাঠ বা পলিথিনের নয়-এটা দু'জন মানুষে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের, আত্মীয়তার, দায়বদ্ধতার এক ক্ষীণ কিন্তু স্পর্শযোগ্য কাঠামো। সেই কাঠামো যখন ফাটল ধরে, তখন শুধু দুটি জীবন নয়, টালমাটাল হয়ে ওঠে চারপাশের সামাজিক মানচিত্রটাও।আজকের সমাজে সম্পর্কের ভাঙন আর বিচ্ছেদ যেন দৈনন্দিন ঘটনার পর্যায়ে দাঁ।য়ে গেছে। এক সময়ে যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াকে সামাজিকভাবে দেখা হত ‘ হিসেবে, আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকীকরণ পেয়ে যাচ্ছে। অথচ এর নীচে চাপা পড়ে থাকে অনেক অপ্রকাশ্য বিষাদ, ভেতরের চিড়, আর একক নীরবতায় ডুবে যাওয়া বহু ‘ দিক’।‘ যায় আদরের নৌকো’-এই বাক্যটা যেন বহমান জলরেখার ওপরে ভেসে থাকা এক ছোট্ট বেদনার কাব্য। এই ‘ কিন্তু কেবল প্রেমিকপ্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে আছে বাবা-মায়ের সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, দাম্পত্য, সহকর্মী, এমনকি রাজনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও। কারণ সম্পর্কের মূল যে ‘ আর ‘ ভেঙে গেলে যত ব। কাঠামোই গড়ে তোলা হোক না কেন, তা টেকে না।সমাজে এই ভাঙন নতুন কিছু নয়, কিন্তু এখন যেন তার হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। একদিকে রয়েছে জীবনের দ্রুততা, অন্যদিকে রয়েছে আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি। সম্পর্কগুলিতে সময় দেওয়া, বোঝ চেষ্টার অভাব, অহংকার, সন্দেহ, প্রতিযোগিতা-সব মিলিয়ে এক বিষাক্ততা গড়ে উঠছে। যার ফলে সম্পর্ক আজ ভঙ্গুর, এবং খুব সহজেই সেই আদরের নৌকো ডুবে যায় আত্মপ্রবঞ্চনার ঢেউয়ে।তবে এই ভাঙনের দায় কেবল ব্যক্তিগত নয়। আজকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোও দায়ী, যেখানে মানুষ ক্রমাগত চাপে আছে-চাকরি, বাজার, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, ডিজিটাল জীবনধারা, সামাজিক প্রত্যাশা। এই চাপে মানুষ আর নিজেকে সময় দিতে পারছে না, অপরকে তো অনেক পরের কথা। আমরা কেবল বাহ্যিক জীবন দেখছি-ছবির মতো পারফেক্ট, কিন্তু ভিতরে জমে উঠছে অভিমান, অবহেলা আর অসহায়তা। আর সেই জমাট কুয়াশার মধ্যে ভেসে যায় আদরের নৌকো।এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে-তবে কি সম্পর্ক মানেই ভাঙন? না, সম্পর্ক মানেই সংগ্রাম। যদি সেই সংগ্রামকে দু'জন মিলে গ্রহণ করা যায়, যদি বোঝার ইচ্ছা থাকে, দোষ দেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করার মানসিকতা থাকে-তবে সম্পর্কের সেই নৌকো নদীর দুকূল ছুঁয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা না হলে, সে নৌকা হয়তো মাঝ নদীতেই ডুবে যাবে।আমরা এখন এক সমাজে বাস করছি যেখানে 'ডিলিট', 'ব্লক', 'ব্রেক-আপ' শব্দগুলি যত দ্রুত উচ্চারিত হয়, তত দ্রুত হারিয়ে যায় ‘ ‘ ‘ মানুষ এখন ভুলতে শিখেছে-কিন্তু ক্ষমা করতে শেখেনি। আর সম্পর্কের সবচেয়ে ব। ভিত্তিই হল ক্ষমা।ভেঙে যাওয়া নৌকার আরেকটি বড় ট্র্যাজেডি হল তার নীরবতা। বেশিরভাগ ভাঙনের গল্পই মুখে আসে না। বহু মানুষ চুপ করে থাকে-কারণ তারা জানে, সমাজ হয়তো তাদের প্রশ্ন করবে, সমর্থন নয়। এই নীরবতা আরও বিপজ্জনক, কারণ তা দীর্ঘমেয়াদী মানসিক অবসাদ, একাকীত্ব আর আত্মবিনাশের পথে ঠেলে দেয়।ভাঙনের দায় যেমন দু'পক্ষের, তেমনই দায় সমাজেরও। কারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সামাজিক কাঠামোর ভিতরে। যেখানে 'কে কী বলবে' এই ভয়ই মানুষকে সম্পর্ক বাঁচানোর থেকে বেশি টানে, সেখানে সম্পর্ক নিজের শিকড় হারিয়ে ফেলে। তাই আজ জরুরি, সমাজের মনোভাবও বদলানো। মানুষ যাতে ভুল করতে পারে, এবং সেই ভুল থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায়-এই জায়গাটা তৈরি করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।একটি ভেঙে যাওয়া নৌকার গল্প কখনও কেবল দুজন মানুষের বিচ্ছেদের গল্প নয়। সেটা এক বিশ্বস্ততার ক্ষয়, এক সম্ভাবনার অপচয়, এক ভালোবাসার মৃত্যুর দিনলিপি। আমরা যদি এই ভাঙনের ভিতরেও কিছু শিখতে পারি-তবে হয়তো ভবিষ্যতে কোনো নৌকা ভাঙার আগেই তাকে বাঁচানোর চেষ্টাটা করা সম্ভব হবে।এই সমাজ, এই যুগ, এই প্রতিযোগিতার চাপে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন-মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সম্পর্ক শুধুই দুই ব্যক্তির নয়, সমাজের প্রতিচ্ছবিও বটে। তাই যখনই শুনি ‘ গেল আদরের নৌকো’, তখন কেবল করুণায় নয়-উপায় খোঁজার প্রয়াসে মন দিই, যাতে সেই নৌকা একদিন ভেসে ওঠে, আবারও।

খামখেয়াল প্রকৃতির ফাঁদে সভ্যতার নিঃশব্দ পতন

একদিকে প্রকৃতির অনিযন্ত্রিত খামখেয়ালিপনা, অন্যদিকে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী নিষ্ক্রিয়তা-এই দুইয়ের যুগলবন্দিতেই তৈরি হচ্ছে এক চক্রব কাহিনি, যেটা প্রতিনিয়ত মানবসভ্যতাকে ঠেলে দিচ্ছে এক অজানা অথচ অবধারিত বিপর্যয়ের দিকে। বৃষ্টির অনিয়ম, খরার বাড়বাড়ন্ত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বরফ গলার গতি বৃদ্ধি, উষ্ণতম গ্রীষ্ম বা সর্বনিম্ন শীতলতা-এসব যেন দৈনন্দিন সংবাদে পরিণত হয়েছে। অথচ মানুষের দায়বদ্ধতাহীন অবস্থান, নীতিনির্ধারকদের অলস পদক্ষেপ, আর সমাজের উদাসীনতা এই সমস্যাকে প্রতিনিয়ত আরও গভীর করে তুলছে।প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা যেন আর শুধু ‘ বৈচিত্র্য’ নয়-এখন তা ‘ পূর্বাভাস’। একসময় যেখানে বর্ষা আসত ছন্দ মেনে, এখন তা আসে হঠা বন্যা নিয়ে। গ্রীষ্ম আর শুধুই দাবদাহ নয়, মৃত্যুঘণ্টাও বয়ে আনে। বাতাসে ঘনিয়ে ওঠে গ্যাস, মাটিতে সরে যায় উপকূল, বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে অসহায়ভাবে, নদী হারাচ্ছে আপন প্রবাহ। কিন্তু এই পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি প্রকৃতির খেয়াল নয়, মানুষের নির্লজ্জ ব্যবহার। আর এর পিছনে যা কাজ করছে, তা হল এক দীর্ঘস্থায়ী নিষ্ক্রিয়তা-যা কখনও নীতিতে, কখনও প্রশাসনে, কখনও আমাদের নিজস্ব অভ্যাসে গেঁথে আছে।এই নিষ্ক্রিযতা কিন্তু নিরীহ নয়-এ এক আত্মঘাতী ঘুম। যেদিন গ্রাম হারাবে তার কৃষিজমি, শহর হারাবে তার বাতাস, পাহাড় হারাবে তার হিমবাহ, সেদিন আমরা শুধুই সংবাদ পড়ব, তক্ষণা প্রতিবাদ করব, আবার পরদিন ভুলে যাব। এই চক্রের মধ্যেই প্রতিনিযত ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। আর সেই ভবিষ্যতের রঙ ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে।প্রশ্ন হচ্ছে-এই চক্র কিভাবে গড়ে উঠল? এর পিছনে আছে আমাদের আর্থিক কাঠামো, যেখানে লাভই একমাত্র মূল্য। পরিবেশ এখানে ‘ কাঁচামাল’, সংরক্ষণের উৎপাদান নয়। শহরায়ণের নামে নির্বিচারে গাছ কাটা, শিল্পায়নের নামে নদী দখল, পর্বত কেটে রাস্তাঘাট বানানো-এই সবকিছুই হচ্ছে পরিবেশকে উপেক্ষা করে। ফলে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়েছে। আর যখনই সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, তখন আমরা বলছি ‘ খামখেয়ালি হয়েছে’। কিন্তু আসলে, আমরা নিজেরাই তার খেয়ালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।এখন বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ একদিকে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, অন্যদিকে তার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এই দ্বৈত অবস্থান আমাদের ‘ ভবিষ্যতের’ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দু ঃখের বিষয়, এটি বোঝার মতো রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা সামাজিক চেতনা-দুটোই সীমিত।বড় বড় জলবায়ু সম্মেলন, কাগুজে নীতিমালা, আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি-সবই যেন এক ‘ প্রতিজ্ঞার’ তালিকা। বাস্তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টাকা, অথচ মাটির গায়ে পড়ছে না একফোঁটা বদল। বরং গাছ কাটা, নদী শুকিয়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদে কর্পোরেট অনুপ্রবেশ আরও বেড়েই চলেছে।আর সাধারণ মানুষ? তাদের বেশিরভাগই এই বিপর্যয়কে দেখছে চোখের সামনে, তবু অসহায়। কেউ ঘর হারাচ্ছে নদীগর্ভে, কেউ শ্বাস নিতে পারছে না দূষিত বাতাসে, কেউ খরা-আক্রান্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ হচ্ছে ফসল তুলতে। কিন্তু এই লড়াই তারা লড়ছে একা-কারণ রাষ্ট্র, প্রশাসন ও পুঁজির জোটবদ্ধ নিষ্ক্রিয়তা তাদের পাশে নেই। এমনকী নাগরিক সমাজের একাংশও বিষয়টিকে কেবল শহুরে আলোচনার বিষয় করে তুলেছে, বাস্তব পদক্ষেপ নয়।এই অবস্থার পরিবর্তন একদিনে হবে না-তবে শুরুটা জরুরি। প্রকৃতির প্রতি সদ্ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন, জনমুখী নীতি, এবং সর্বোপরি সচেতন নাগরিক মনোভাব-এই চারটিই পারে নিষ্ক্রিযতার চক্রকে ভাঙতে। আমাদের বুঝতে হবে, এই চক্র যতদিন চলবে, ততদিন প্রকৃতিও নিজের খামখেয়াল আরও বেপরোয়াভাবে প্রকাশ করবে।তাই আজ প্রশ্ন শুধু আবহাওয়ার নয়-প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের। আমরা কি এই চক্র থেকে মুক্ত হতে পারব? আমরা

ইরানের ছায়ায় ভারতের ‘ বাঙ্কার বাস্টার’ প্রস্তুতি

যুদ্ধের প্রকৃত রূপ সময়ের সঙ্গে বদলায়, কিন্তু তার ভয়াবহতা এক মুহূর্তের জন্যও ম্লান হয় না। আজকের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধ আর কেবল খোলা আকাশের নিচে গোলাগুলির সংঘর্ষ নয়, বরং এক নিঃশব্দ, অথচ বিধ্বংসী প্রতিযোগিতা-কে কত উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে শত্রুর সুরক্ষা বলয় ভেদ করতে পারে। সেই ছকেই এবার ভারত।আমেরিকা সম্প্রতি ইরানের বিরুদ্ধে যে ‘ বাঙ্গার বাস্টার’ প্রয়োগের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছে, সেটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা মহলের কানে যথেষ্ট স্পষ্ট ভাবে পৌঁছেছে। আর এই অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিচ্ছে দিল্লি। কেবল চুপচাপ শুনে থাকছে না নয়াদিল্লি, বরং শুরু করেছে নিজস্ব ‘ বাঙ্গার বাস্টার’ বোমার উন্নয়ন প্রকল্প। এই পদক্ষেপ ভারতের ভবিষ্য সামরিক ক্ষমতার দিগন্তে এক নতুন সম্ভাবনার দিকচিহ্ন।‘ বাস্টার’ নামটি শুনলেই গা ছমছমে লাগে। এই বোমা একেবারে মাটির গভীরে ঢুকে আঘাত হানতে সক্ষম। সাধারণ বোমা যেখানে ভূমির উপরেই বিস্ফোরণ ঘটায়, সেখানে এই ধরনের অস্ত্র শত্রুর শক্তপোক্ত বাঙ্কার বা ভূগর্ভস্থ ঘাঁটি চুরমার করতে ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান, ইরাক ও ইরানের বিভিন্ন অভিযানে এই বোমার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রদর্শন করেছে। সেই সাফল্যের রূপরেখা বিশ্লেষণ করেই এবার নিজস্ব ‘ বিধ্বংসী’ অস্ত্র তৈরিতে এগোচ্ছে ভারত।এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন ভারতীয় প্রতিরক্ষা নীতির আত্মনির্ভরতার প্রমাণ, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে এক নিঃশব্দ বার্তাও। বার্তা এই যে, ভারত শুধু প্রতিরক্ষা নয়, প্রয়োজনে প্রতিআক্রমণ বা প্রি-এম্পটিভ স্ট্রাইকেও সমান দক্ষ। ভারত বুঝে গিয়েছে, শুধু কূটনীতি নয়, পাশে চাই ভয়ংকর রকম শক্তিশালী প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি। আর সেই কারণেই আমেরিকার সাম্প্রতিক ইরান-কেন্দ্রিক অভিযানের ছায়াতেই নিজের ঘর সামলাচ্ছে নয়াদিল্লি।ভারতের এই প্রকল্পে প্রথম সারিতে রয়েছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ত্তুজ্ঞ)। দীর্ঘদিন ধরেই তারা গাইডেড বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে কাজ করে চলেছে, কিন্তু এবার বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ‘ বাঙ্গার বাস্টার’ বানানোর কাজে মন দিয়েছে। সূত্রের খবর, প্রায় এক টনের বেশি ওজনের এই বিশেষ ধরনের বোমা কংক্রিট, লোহা ও পাথরের বহু স্তর ভেদ করে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে।কেন এই অস্ত্র প্রয়োজন ভারতের? উত্তর লুকিয়ে রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির কৌশলে। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই গোপনে পরমাণু অস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ঘাঁটি ভূগর্ভে তৈরি করেছে। চিনও লাদাখ সীমান্ত ঘেঁষে গোপন ভূগর্ভস্থ সামরিক বাঙ্কার গড়ে তুলেছে, যা সহজে দেখা যায় না উপগ্রহ চিত্রেও। এমন পরিস্থিতিতে শত্রুর ‘ স্ট্রাইক’ এর ক্ষমতাকে নস্যা করতে চাই এমন অস্ত্র, যা জলের গভীর ঢেউয়ের মতো ভিতরে গিয়ে এক ঘা-এ সব ধ্বংস করতে সক্ষম।ভারতীয় বায়ুসেনা ইতিমধ্যেই নিজেদের আধুনিকীকরণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। রাফাল যুদ্ধবিমান, SU-৩০ MKI-এর আধুনিকীকরণ, প্রাচীন বোমার বদলে স্মার্ট বোমার সংযোজন-সব মিলিয়ে এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বহর। কিন্তু ‘ বাঙ্গার বাস্টার’ সংযোজনের মধ্যে দিয়ে এই শক্তির পরিধি বহুগুণ বাড়বে। কারণ, শুধু যুদ্ধবিমান নয়, আগামী দিনে এই অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে ‘ বা অন্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রেও।বিশ্বে এই মুহূর্তে যারা সফলভাবে ‘ বাঙ্কার বাস্টার’ বোমা ব্যবহার করতে পারে, তাদের মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া, ইজরায়েল ও চিন আছে। এই অস্ত্র এতটাই শক্তিশালী যে একে ‘ নিউক্লিয়ার ডিভাইস’ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের এই পথে যাত্রা শুধু এক প্রতিযোগিতার অংশ নয়, বরং দেশীয় নিরাপত্তার অঙ্গীকার। ‘ ভারত’ প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় প্রযুক্তিতেই তৈরি হবে এই অস্ত্র। এতে যেমন বিদেশের উপর নির্ভরতা কমবে, তেমনই দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে তৈরি হবে কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা।কিন্তু এই প্রবণতা কি গোটা অঞ্চলের যুদ্ধসজ্জাকে আরও উস্কে দেবে? আশঙ্কা একেবারেই অমূলক নয়। কারণ, প্রতিটি দেশের নিরাপত্তার চিন্তাভাবনা মূলত প্রতিদ্বন্দ্বীদেশের ওপর নির্ভর করে। ভারত যদি ‘ বাঙ্কার বাস্টার’ তৈরি করে, পাকিস্তান বা চিনও পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার দিকে ঝুঁকবে। শুরু হবে অস্ত্র প্রতিযোগিতার নতুন এক অধ্যায়।তবে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই প্রতিরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের মতে, এই উদ্যোগ কোনও দেশের বিরুদ্ধে নয়, বরং জাতীয় স্বার্থে আত্মরক্ষার অধিকারকে মজবুত করা। বর্তমানে ভারত যেমন সাইবার নিরাপত্তা, মহাকাশ প্রতিরক্ষা ও বায়ু প্রতিরক্ষায় একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে, তেমনি মাটির গভীরেও প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হুল দিবস পালিত হলো জামালপুরে, সম্মান জানানো হলো সিধু-কানুকে

সুজিত দত্ত, জামালপুর, ৩০ জুন ঃ জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মহাসমারোহে পালিত হলো হুল দিবস। জামালপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক

কুমার মাঝি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক। দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন এবং ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জিবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সূচনায় সিধু ও কানুর মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বক্তৃতায় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের বীরত্ব ও বলিদানের কথা স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ব্লকের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবিন মান্ডি, শ্যামচাঁদ হেমব্রম সহ এলাকার বিশিষ্ট মাজিবাবারা। সামগ্রিকভাবে, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সচেতনতার মেলবন্ধনে এই দিনের অনুষ্ঠান ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এসির পাইপ চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ১, উদ্ধার বহু চুরি যাওয়া সামগ্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন ঃ শিলিগুড়িতে লাগাতার এসির তামা ও পিতলের পাইপ চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, একটি সংঘবদ্ধ চক্র শহরের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও আবাসিক স্থানে লাগানো এসি যন্ত্রাংশ চুরি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মাত্র দু'দিন আগেই হিলকার্ট রোডের একটি নামী মার্কেট কমপ্লেক্স থেকে চুরি যায় ১৫ টি এসির পাইপ ও যন্ত্রপাতি। এই ঘটনার পরেই শিলিগুড়ি থানায় ও পানিট্যাংকি আউটপোস্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের পরিচয় জানতে পারে। গতকাল রাতে বিধান মার্কেট এলাকায় সন্দেহভাজন মোঃ আজমাতকে ঘোরাফেরা করতে দেখে ফাঁড়ির পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত জানায়, বিধান মার্কেটের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় সে বেশ কিছু চুরি করা এসির তামার ও পিতলের পাইপ লুকিয়ে রেখেছিল। পুলিশ সেখান থেকে বহু চুরি যাওয়া যন্ত্রাংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃত মোঃ আজমাত শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা এলাকার তুলসিনগরের বাসিন্দা। সোমবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, এই চুরির সঙ্গে একটি বড় চক্র যুক্ত রয়েছে। পুরো ঘটনার পেছনে কারা রয়েছে তা জানতেই এখন আরও তদন্ত চালানো হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির করাল গ্রাসে গ্রামীণ শিক্ষা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির করাল গ্রাসে গ্রামীণ শিক্ষা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিরঞ্জন রায়ের হাতেই ভরসা নিরঞ্জন পাট জুনিয়র হাই স্কুলের আগামী প্রজন্মের পরিকাঠামোয় কোন শান্তি নেই। যা চকচকে বিল্ডিং, শ্রেণিকক্ষের ভেতরে চেয়ার- টেবিল বেঞ্চ ফ্যান আলোর সমস্ত কিছুই রয়েছে। রয়েছে সু বিশাল খেলার প্রাঙ্গণ। শান্তি নেই মিড ডে মিলের ডাইনিং হলেও। রয়েছে পরিস্রুত পানীয় জলেরও ব্যবস্থা। আজ আমরা কথা বলছি একটি জুনিয়র হাই স্কুলের কথা। যা হয়তো কালের নিয়মে সময়ের স্রোতে আমাদের এই প্রতিবেদনে স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। জানেন কেন এ কথা বলছি ? জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসাইহাট লেবুতলা এলাকায় ২০১১ সালে স্থাপিত হয়েছিল পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়াদের জন্য নিরঞ্জন পাঠ জুনিয়র হাই স্কুল। যা বর্তমানে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। আস্ত এই জুনিয়র হাই স্কুলের কাগজে-কলমে মাত্র ১৪ জন ছাত্র রয়েছে। তবুও আবার পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। অষ্টম শ্রেণীতে কোন পড়ুয়াই নেই। আরো অবাক করা বিষয় এই এত বড় স্কুলের দায়িত্বে রয়েছে মাত্র একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। যিনি একা হাতে কখনো স্কুলের সাফাই কর্মী, কখনো লাইবেরিয়ান, কখনো দপ্তরি তো কখনো আবার পড়ুয়াদের জন্য হয়ে উঠছে শিক্ষাগুরু। তার ওপর বাড়তি স্কুলের কাগজে-কলমের একাধিক কাজ এই গেস্ট টিচারকেই সামলাতে হয়। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ১৪ জন ছাত্রর হিসেবটা সরকারি খাতায় থাকলেও উপস্থিতির হার মাত্র হাতে গোনা তিন থেকে পাঁচজন। এভাবেই একটি জুনিয়র হাইস্কুল চলছে। কোন হেলদোল নেই স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন এমনকি শিক্ষা বোর্ডের। না এই অভিযোগগুলো আমরা করছি না, অভিযোগগুলো ঝরে দিচ্ছে স্থানীয় অভিভাবক থেকে শুরু করে এই স্কুলের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্তমানের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন রায়ও। গ্রামবাসী অভিভাবকদের দাবি, স্কুলের শিক্ষক না থাকায় পড়ুয়া সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। হয়তো একটা সময় গিয়ে স্কুলটাই বন্ধ হয়ে যাবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অবশ্য জানিয়েছেন গোটা বিষয়টি সকলে জানা থাকলেও সরকার কোন ভ্রুক্ষেপ নিচ্ছে না। বর্তমানে একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে গোটা স্কুলটি। তিনিও আগামী বসর অবসর নেবেন। তার আগে স্কুলের হাল ফেরাতে শিক্ষক নিয়োগ করবে কি না , তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা! পড়ুয়ারাও চাইছে স্কুলে আরো শিক্ষক নিয়োগ হোক নয়তো স্কুলটাই বন্ধ হবে, পড়াশোনায় একেবারে লাটে উঠে গেছে। স্কুলের এই বর্তমান পরিস্থিতি দেখে স্থানীয় মানুষ তাদের বাচ্চাদের পার্শ্ববর্তী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে পড়ুয়া ভর্তি করাচ্ছেন। এদিকে সু বিশাল এই স্কুলটি সকলের অজান্তেই বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি সহ শিক্ষার যে অবস্থা সে জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি সরকারি জুনিয়র হাই স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যত সমাজের ক্ষতি।

ডেঙ্গু ও ডাইরিয়া সচেতনতায় বিবেকজ্যোতি কলেজের অভিনব উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ৩০ জুন ঃ বিবেকজ্যোতি কলেজের উদ্যোগে পাঁশকুড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাঁচটি গ্রামে - উত্তর মেচোগ্রাম, দক্ষিণ মেচগ্রাম, পূর্ব পীতপুর, পলসা ও মহপুর - ডেঙ্গু ও ডাইরিয়া নিয়ে

এক সচেতনতামূলক র‍্যালি ও প্রচার অভিযান চালানো হয়। কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মাইকের মাধ্যমে এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে ডেঙ্গু ও ডাইরিয়া সংক্রান্ত সচেতনতা বার্তা প্রচার করা হয়। তারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, ঘর ও বাজার এলাকায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ান এবং ব্লিচিং পাউডার প্যাকেট বিতরণ করেন। এই কর্মসূচিতে একটি বিশেষ লিফলেটও বিতরণ করা হয়, যাতে ডেঙ্গু ও ডাইরিয়ার লক্ষণ, করণীয় ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুমন্ত কুমার খাঁড়া বলেন, এই সময়টাতে চারপাশে ডেঙ্গু ও ডাইরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। তাই আমাদের কলেজের NSS ইউনিটের উদ্যোগে এই সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শুধু পড়াশোনাই নয়, সমাজকল্যাণমূলক কাজেও যুক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচি 'উন্নত ভারত অভিযান'-এর অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এলাকাবাসীর মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বহু গ্রামবাসী জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের এমন সমাজ সচেতন ভূমিকা ভবিষ্যতের জন্য এক আশার আলো।

যে কোনও দিন গিলে ফেলবে গঙ্গা, তার থেকে এই ভাল চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুন ঃ দুয়ারে ফুঁসছে গঙ্গা। ভাঙনের আতঙ্ক আর চরম দারিদ্র্যে কতদিন কাটানো যায়! দিনের পর দিন অনাহারে, অর্ধাহারে কাটাতে হচ্ছিল। সোমবার বৃদ্ধা আত্মঘাতী হওয়ায় ফের প্রশ্ন উঠল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গঙ্গার ভাঙন রোধ করা নিয়ে টাকার খেলা চলছে। আর প্রতি বছর জমি বাড়ি গ্রাস করছে গঙ্গা, আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শতাধিক পরিবার। তাঁরা জানাচ্ছেন, একা অসহায় বৃদ্ধার পাশে ছিলেন না কেউ। পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা বলছেন এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যও। মালদহের রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তটোলা গ্রামের ঘটনা। বৃদ্ধার মৃত্যুতে শোরগোল রাজনৈতিক মহলেও। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। মৃত বৃদ্ধার নাম বেবি মণ্ডল (৬০)। রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তটোলা গ্রামে বসবাস করতেন তিনি। স্বামী মারা গেছেন প্রায় ১৫ বছর আগে। বছর ১২ আগে একমাত্র ছেলেরও মৃত্যু হয়। ছয় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। গঙ্গার পাড়ে স্বামী -শ্বশুরের ভিটেয় চারপাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে, খড়ের চালার নীচে একাই দিন কাটাতেন কোনওরকমে। একসময় তাঁদের কিছু জমি থাকলেও, সে সবই গঙ্গায় চলে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, কোনও কাজ করতে পারতেন না বেবি। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে গ্রামের অদূরে বিহারের দিনারামটোলায়। মাঝেমধ্যে সেই মেয়ে আর জামাই তাঁকে রান্না করা এবং শুকনো খাবার দিয়ে যেতেন। সে সব খেয়েই দিন কাটত তাঁর। অনেকদিন হল তাঁরাও নিয়মিত আসতেন না। ফলে একরকম অনাহারেই দিন কাটত বৃদ্ধার। এদিকে, ভাঙনের ধাক্কায় সরতে সরতে গঙ্গা এখন বৃদ্ধার ভিটে থেকে মাত্র ৩০ ফুট দূরে। যে কোনও সময় তাঁর মাথা গোঁজায় আশ্রয়টাও নদীতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। সে কথা তিনি অনেককেই বলেছেন। পঞ্চায়েত সদস্যকেও জানিয়েছিলেন বলে জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। পরিস্থিতি বুঝে সময় থাকতে তাঁর বাড়ির পাশে থাকা সবাই ঘর ভেঙে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। অনেকে এখনও ঘর ভাঙছেন। এতে আতঙ্ক আরও বেড়ে গিয়েছিল বৃদ্ধার। শনিবার সকালে মহানন্দটোলা ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা ঘর থেকে বেবির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন। রতুয়া থানার

পুলিশ তাঁর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করিয়েছে। পুলিশের দাবি অস্বাভাবিক মৃত্যু। আত্মহত্যা করেছেন বলেই প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। বেবির প্রতিবেশী পুষ্প মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁরা চলে যেতেই বৃদ্ধা আরও ভয় পেয়ে গেছিলেন। তিনি আরও জানান, বৃদ্ধার বাড়ি থেকে গঙ্গা এখন মাত্র ১০ মিটার দূরে। ভাঙনের আতঙ্কেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি তাঁর। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কিরণকুমার মণ্ডল বলেন, আগে বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এবার নদী বাঁধার কাজ হবে কি না জানতে চাইছিলেন। বলছিলেন, তাঁর ঘরের কিনারায় নদী চলে এসেছে। যে কোনও সময় সেই ঘর গঙ্গায় তলিয়ে যাবে। তাঁকে বলেছিলাম, কান্তটোলায় কাজ শুরু হয়েছে, এখানেও হবে। কিন্তু আমার কথায় তিনি খুব একটা ভরসা পাননি। এমনকী ওই পঞ্চায়েত সদস্যের আরও দাবি, বেবি মণ্ডল কেন এলাকার অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই বার্ধক্য ভাতা সহ সরকারি অনেক ভাতাই পায় না। দুয়ারে সরকারে গিয়ে বারবার আবেদন জানিয়েও লাভ হয় না। এলাকায় ভাঙন রোধের নামে দুর্নীতি চলছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

হুগলির ৪টি সমবায় নির্বাচনে সবুজ ঝড়, বড় জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ জুন ঃ হুগলির পাণ্ডুয়া ব্লকে চারটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে দাপট দেখাল তৃণমূল। সমবায় নির্বাচনে ফের সবুজ ঝড়। হুগলির পাণ্ডুয়ায় একসঙ্গে চারটি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দেখা গেছে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দেয়। সবুজ আবির মেখে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। এই জয়ের পর পাণ্ডুয়া ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, পাণ্ডুয়া এখন তৃণমূলের দুর্গে পরিণত হয়েছে। এই জয় ভবিষ্যতের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যজুড়ে চলছে একের পর এক সমবায় সমিতির নির্বাচন। বেশিরভাগ জায়গায়ই জয় পাচ্ছে শাসক দল। এবার পাণ্ডুয়াতেও তার ব্যতিক্রম হল না। চারটি সমবায়ের মধ্যে দেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সমস্ত ১২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। মাগুরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৯ টি আসনের সবকটিতেই সিপিএমকে হারিয়ে জয় পায় তৃণমূল। বিজেপি এখানে কোনও প্রার্থী দেয়নি। সবচেয়ে বড় লড়াই হয় পাকরি রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। ৭৭টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয় পায় ৪৭ টিতে। বিজেপি ১৩ টি ও সিপিএম ১৪টি আসন দখল করে। ৩টি আসনে কেউ প্রার্থী দেয়নি। নান্দিন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৫০ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়লাভ করে ৩৪ টিতে, বিজেপি ১৫ টি এবং সিপিএম মাত্র একটি আসন পায়। এই ফলাফলের পর তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছে, মানুষের আস্থা এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন মডেলের দিকেই রয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, চাষিরা উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন বলেই বিরোধীরা অনেক জায়গায় প্রার্থী দিতেই পারেনি। অন্যদিকে, বিজেপির নেতৃত্বের বক্তব্য, নান্দিন সমবায়ে ১৯টি আসনে লড়েছিল বিজেপি। সেখানে ১৫ টিতে জয় এসেছে। বিধানসভায় তার থেকেও ভালো ফল হবে। বামফ্রন্টের পাণ্ডুয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আমজাদ হোসেন জানান, তৃণমূল মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় থেকেই হুমকি, ভয় দেখানো শুরু করেছিল। যেখানে সত্যিকারের ভোট হয়েছে, সেখানে ব্যবধান খুব কম। মানুষ সুযোগ পেলে তৃণমূলকে উৎখাত করবে। সব মিলিয়ে পাণ্ডুয়ার এই ফল নতুন করে উজ্জীবিত করেছে তৃণমূল শিবিরকে। একই সঙ্গে বিরোধীরা ভোটের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

গরীব নওয়াজ এক্সপ্রেসকে আধুনিক এলএইচবি কোচ এর সাথে আপগ্রেড উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

দুরন্ত বার্তা, মালিগাঁও, ৩০ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন নং. ১৫৭১৫ / ১৫৭১৬ (কিষাণগঞ্জ-আজমের-কিষাণগঞ্জ) গরীব নওয়াজ এক্সপ্রেসকে প্রচলিত

আইসিএফ কোচ থেকে আধুনিক এলএইচবি (লিংক হফম্যান বুশ) কোচে রূপান্তর করার কথা আনন্দের সাথে ঘোষণা করেছে, যা ২৯ জুন ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য বিকাশ ভারতীয় রেলওয়ের যাত্রী পরিবহন পরিষেবার প্রতি নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ। সপ্তাহে তিনবার চলাচলকারী এই আপগ্রেডেড ট্রেনটি উন্নত যাত্রার মান, উন্নত সুরক্ষা মান এবং বর্ধিত ক্ষমতা প্রদান করবে, যার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য এবং মনোরম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। ট্রেন নং. ১৫৭১৫ গরীব নওয়াজ এক্সপ্রেস প্রতি মঙ্গলবার, শুক্রবার এবং রবিবার কিষাণগঞ্জ থেকে আজমেরের জন্য রওনা হয়। ট্রেনটি কিষাণগঞ্জ থেকে সকাল ০৫.৫০ টায় যাত্রা আরম্ভ করে এবং যাত্রার দ্বিতীয় দিন রাত ০৯.৩০ টায় আজমের পৌঁছায়। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ১৫৭১৬ গরীব নওয়াজ এক্সপ্রেস প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার আজমের থেকে রাত ১২০৫ টায় কিষাণগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভর করে এবং যাত্রার তৃতীয় দিনে ভোর ০৩.০০ টায় কিষাণগঞ্জ পৌঁছায়। ট্রেনটি বিহারের পূর্বাঞ্চল এবং রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে, যা উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থল হয়ে চলাচল করে। এই দীর্ঘ দূরত্বের রুটে এলএইচবি রেক চালু করার ফলে কেবল উন্নত সুবিধাই পাওয়া যাবে না বরং এলএইচবি কোচগুলির উন্নতমানের ডিজাইনের জন্য এটি সুরিক্ষত পরিচালনেও অবদান থাকবে, যা পুরানো আইসিএফ কোচ থেকে উন্নত। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, রূপান্তরটির প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং এই আপগ্রেড করা ট্রেন পরিষেবার বর্ধিত সুযোগ-সুবিধাগুলির লাভ উঠান।

এবার কি দুষ্কৃতীদের নিশানায় তামান্নার বাবা-মা? বিমান বসুকে কি জানালেন সাবিনা

দুরন্ত বার্তা, কালীগঞ্জ, ৩০ জুন ঃ একমাত্র মেয়েকে হারিয়েছেন। এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দিনের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার ছবি। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলও যেন শুকিয়ে গিয়েছে। এখন তাঁর একটাই দাবি, মেয়ের খুনিদের যেন ফাঁসি হয়। সোমবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর কাছেও সেই দাবি জানালেন কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে মৃত তামান্না খাতুনের মা সাবিনা বিবি। এখন তাঁদেরও খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সাবিনার সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিমান বসু। গত ২৩ জুন কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের বিজয়োল্লাসের সময় বোমা ছোঁড়া হয়। সেই বোমার আঘাতেই মৃত্যু হয় ক্লাস ফোরের তামান্নার। এই নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে তোপ দেগে চলেছে বিরোধীরা। তামান্নার মায়ের দাবি, তাঁরা সিপিএম করেন। তৃণমূলকে ভোট দেননি বলেই বোমা ছোঁড়া হয়। এদিন তামান্নার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কালীগঞ্জের বড়

চাঁদঘর গ্রামপঞ্চায়েতের মোলান্দি গ্রামে যান বিমান বসু। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের কাছে সেদিনের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ভেঙে পড়েন সাবিনা বিবি। মেয়ের খুনিদের ফাঁসির দাবি জানালেন। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, এবার তাঁদের খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ছোট মেয়েটাকে মারতে একবারও ভাবল না। এখন হুমকি আসছে, এবার তোকে মারব। আমার বরকে মারব বলছে। ফোনে লিখে পাঠাচ্ছে। আমাদের আর হারানোর ভয় নেই। আমাদের মেয়েকে মেরেছে। আমরা বেঁচে থেকে আর কী করব। প্রশাসনকে জানিয়েছি। আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছি। তামান্নার মায়ের সঙ্গে দেখা করার পর বিমান বসু বলেন, তামান্নার মায়ের কাছ থেকে সব শুনলাম। ওঁরা বিচার চাইছেন। কিন্তু, বিচার কী করে হবে? ওঁরা ২৪ জনের নাম দিয়েছেন। তার মধ্যে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সবাইকে গ্রেফতার করা না হলেও জিজ্ঞাসাবাদ তো করা যেতে পারত। তার ভিত্তিতে আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা যেত। মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশ বলছে, সে নেই। কালীগঞ্জ থেকে বোমা উদ্ধার নিয়ে পুলিশকে নিশানা করে বিমান বলেন, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পাঠ জমিতে শয়ে শয়ে বোমা মজুত রেখেছিল। সেই বোমাগুলি উদ্ধার করছে সাধারণ মানুষ। অথচ পুলিশ কিছুই জানে না। আবার কেন সাধারণ মানুষ সেই বোমাগুলো উদ্ধার করল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ভুয়ো চিকিৎসক, তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন ঃ চিকিৎসক পরিচয়ে গ্রামের মানুষদের চিকিৎসা চালানো হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। ক্যাম্পের নামে রোগী দেখার অছিলায় তোলা হত টাকা। শেষপর্যন্ত পুলিশের জালে গ্রেপ্তার ওই ভুয়ো চিকিৎসক। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ ওষুধ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি এলাকায়। ধৃতের নাম নিত্যানন্দ রায়। তিনি নদীয়ার রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ির পানবাড়ি বাজার এলাকায় নিত্যানন্দ রায় চিকিৎসক নামে পরিচিত। নিজেকে বরাবর চিকিৎসক বলে পরিচয় দেন তিনি। একটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এনজিও সংস্থার ডিরেক্টর পদেও নাকি তিনি রয়েছেন। একটি স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করে রোগী দেখার নামে টাকা তোলা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এলাকায় ওই শিবির চলার সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। নিত্যানন্দ রায়কে ঘিরে ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু তাঁর কথায় একাধিক অসঙ্গতি দেখা যায়। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানায়। পুলিশ গিয়ে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জানা যায়, ভুয়ো চিকিৎসক হিসেবেই তিনি এই কাজ করছিলেন। তল্লাশি চালানোর পর প্রচুর পরিমাণে ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে ওই ব্যক্তির থেকে। ওষুধগুলি পরীক্ষার জন্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়েছে। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **সঞ্জয় সরকার**
আমমোক্তারনাম দাতাঃ **শেলী শর্মা রায়**
ঠিকানাঃ পুরাতন পান্ডাপাড়া, পোঃ- পান্ডাপাড়া কালিবাড়ী, থানা- কোতয়ালী ও জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন নং-৭৩৫১৩২
গ্রহীতাঃ **সঞ্জয় সরকার**
আমমোক্তারনামা ও সনঃ ৮৩১/২০২৪ নং বহি ১ নং বহি
আমমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ ১৪৮৭/২৮.০৪.২৫
নামজারি কেস নংঃ MN/২০২৫/০৭০২/৭০৬৭
উক্ত আমমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিদের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমান এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা-শ্রী সঞ্জয় সরকার, পিতা শ্রী দীপক সরকার, ঝাকুয়া পাড়া, পোঃ- বড় হলদিবাড়ী, থানা-হলদিবাড়ী ও জেলা-কোচবিহার, পিন নং-৭৩৫১২২ ও (১) বিক্রেতা- শ্রী শুভব্রত চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় বরেন চৌধুরী সাকিন জলপাইগুড়ি টাউন অঙ্গিরা এ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ীপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৬, থানা- কোতয়ালী, পোঃ ও জেলা- জলপাইগুড়ি, পিং কোড নং-৭৩৫১০১ (২) শ্রী অভিনব মন্ডল, জলপাইগুড়ি টাউন পান্ডাপাড়া ৮ নং গলি, থানা- কোতয়ালী, পোঃ ও জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১০১ (৩) সুকল্যান ঘোষ, পুরাতন পান্ডাপাড়া, থানা- কোতয়ালী, পোঃ- পান্ডাপাড়া কালিবাড়ী, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন নং- ৭৩৫১৩২
বিজ্ঞপ্তিদাতার নামঃ সঞ্জয় সরকার
পিতাঃ দীপক সরকার
ঠিকানাঃ সাকিন ঝাকুয়াপাড়া, পোঃ- বড় হলদিবাড়ী, থানা- হলদিবাড়ী ও জেলা- কোচবিহার, পিন কোড নং-৭৩৫১২২

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **eNIT-11/JARAGRAM/25-26 & eNIT- 12/JARAGRAM/25- 26**. Last date of apply **08.07.2025 at 09:00** am. For more details contact Jaragram GP
Sd/-
Prodhan
Jaragram GP

OFFICE OF THE PRADHAN
GOLAMARA GRAM PANCHAYAT
Inviting E-Tender
E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. **NIT No. 002/ GGP/2025-26 & NIT No.003/GGP/ 2025-26,** dated 26/06/2025 . For further details see the E-Tender Portal i.e. **http://wbtender.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 1169/WS/SRD **Dated-30/06/2025**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT10/6e/25 and Tender Id No-2025_MAD_871681_1** for Laying of D.I. pipe at w-23 under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **14/07/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-(1) 559(1)/HGP/2025, NIeT NO.-05/HGP/(25-26),
(2) No.-560(1)/HGP/2025, NIeT NO.-06/HGP/(25-26), Date- 26/06/25
Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of Artho-o-parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XVCFC TIED & UNTIED. Work Completion Period: **30 Days.** From the issue of work order. Date of uploading e-NIT (online) on **30/06/2025 at 10:00 AM.** E- Tender document download starting from **30/06/2025 at 11:30 AM.** Last date of submission of Technical bid on **07/07/2025 at 1:30 PM.** And Opening on **09/07/2025 at 2:00 PM.** For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION *e*-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/02/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Repairing of Uttaran Privies at 166, 170, 238 Kalighat Road, 34/1 Mahim Halder Street etc. in Ward-083.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.3,49,551.74.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/03/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Repairing of Uttaran passages at 114, 144, 146, 166 Kalighat Road etc. in Ward-083.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,49,272.54.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/04/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Maintenance of Uttaran Sewer Line at 114/3C Tollygunge Road, 2,4 Hume Road etc. in Ward-083.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.3,49,890.27.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 11.07.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** Date of opening of tender : **14.07.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **02.07.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/XIII/115/17/25-26 (1st Call)
Name of work **: Maint. at Bye Lane of Panchanantala Road by providing C.Conc. works near Pre.No-17/2A, 17, 17/5, 17/7 in Ward No-115.** Work Value **: Rs.2,99,349.14.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 40 Days.**
2. NIT No. : KMC/XIII/115/18/25-26/BS (1st Call)
Name of work **: Extension of U/G sewer line at Bye Lane of B.P. Road near Pre.No.42/9 & Diversion of U/G sewer line at Raja Rammohan Roy Road near Pre.No.56/311 (Slum Area) in Ward No-115.** Work Value : **Rs.2,63,242.82.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date of Submission of Bid **: 09.07.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on : **11.07.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/019/25-26
Name of work **: Improvement of Asphaltum Road at Sarada Park near Pre.No.P-608 in Ward No-125.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,55,886.06.** Earnest Money : **Rs.7,500.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **09.07.2025 - 12 noon.** The Tender will be opened on **11.07.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2025 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/EEC/XI/111/037/2025-26/R
Name of work **: Desilting of U.G Drain at Kalachand Para, Govt. Colony and surrounding area in Ward No-111.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.2,79,724.99.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 180 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 10.07.2025 - 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **12.07.2025 - 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **02.07.2025 from 5 p.m.** from **https://etender.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the followig works :-
1. NIT No. : IX/071/032/2025-2026/R
Name of work **: Improvement of footpath by dismantling unused brick structures and laying New Block at Ashutosh Mukherjee Road and different areas in Ward No-071.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,49,160.26.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
2. NIT No. : IX/071/041/2025-2026/R
Name of work **: Urgent repairing of collapsed sewer line at crossing of 23 Harish Mukherjee Road, 25 School Row in Ward-71.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,67,484.96.** Earnest Money : **Rs.3,400.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
3. NIT No. : IX/071/044/2025-2026/R
Name of work **: Repair of road side guard railings by supplying new iron bars and fitting at Harish Mukherjee Road and different areas in Ward No-071.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,55,563.20.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last date and time of submission of bid **: 07.07.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** Tender will be opened on **: 09.07.2025 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 - 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/041/ 2025-2026/R
Name of work **: Renovation of Hot Mix Road with allied works at Haribabu Pally Lane in Ward No-133, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,70,504.38.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/039/ 2025-2026/R
Name of work **: Restoration of Paver Block Footpath with allied works at both side of Paharpur Road (Disturbed by S&D Department) in Ward No-133, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,54,919.63.** Earnest Money **: Rs.9,200.00.** Period of Completion **: 90 Days (for Sl.No. 1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid **: 15.07.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date of opening of tender **: 17.07.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT No. : KMC/XV/139/012/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work **: Construction of surface drain with near H/No.Q-605/1/B, Q-489, Jakariya Molla Lane under Uttaran Service in Ward No.139, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,95,633.35.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 75 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) **: 04.07.2025 - 12 noon.** Documents download/sell start date (online) **: 04.07.2025- 4 p.m.** Documents download/sell end date (online) **: 14.07.2025 - 4 p.m.** Bid submission start date (online) **: 04.07.2025 - 4 p.m.** Bid submission closing (online) **: 14.07.2025 - 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (online) **: 16.07.2025 - 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**
545/ 25-26

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

ঘর থেকে কার্বন শুষে নেওয়ার বিশেষ উপাদানের হদিশ দিলেন বিজ্ঞানীরা

সালোকসংশ্লেষ। এই পদ্ধতিতেই আজও পৃথিবী ফুরফুরে, সবুজে ভরা। প্রাণবের শ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত রয়েছে। সালোকসংশ্লেষ বললেই

গাছের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। সবুজ পাতা সূর্যের আলো, মাটির জল আর বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে নিজের খাবার নিজেরা তৈরি করে। তাতে সুবিধা এই যে বায়ু থেকে প্রচুর বিষ অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষিত হয় এবং তাতে প্রাণবায়ু অক্সিজেন পরিবেশে নির্গত হয়। এবার পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষ অর্থাৎ উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। যা আপনার ঘর থেকে সহজেই কার্বন শুষে নিতে সক্ষম, এমনই দাবি একদল সুইস বিজ্ঞানীর। পরিবেশ দূষণ রুখতে কতজন কতই না উপায় হাতড়াচ্ছেন আজকাল। গবেষণাও চলছে জোরকদমে। আর তাতেই নতুন এক ফটোসিন্থেটিক উপাদান বেরিয়েছে বলে দাবি সুইস গবেষকদলের। বলা হচ্ছে, সায়নোব্যাকটেরিয়া যা কিনা পৃথিবীর অন্যতম আদি জীবের তালিকায়, তাকে কাজে লাগিয়েই এভাবে ঘর কিংবা বড় বড় ইমারতের কার্বন শোষণের উপায় বের করেছেন তাঁরা। নীলাভ-সবুজ একধরনের শৈবাল সালোকসংশ্লেষ করতে সক্ষম। বলা হচ্ছে, তেমন পরিবেশ পেলে এই সায়নোব্যাকটেরিয়া দূষণরোধে বড়সড় ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষক দলের অন্যতম বিজ্ঞানী ইফান কুইয়ের কথায়, সায়নোব্যাকটেরিয়া হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এক জীব। সামান্য সূর্যালোক পেলেই তারা সালোকসংশ্লেষ করতে সক্ষম। তাতেই পরিবেশের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ এবং অক্সিজেন নির্গমন হয় অনেকটা পরিমাণে। 'নেচার কমিউনিকেশন' জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, সায়নোব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে একধরনের হাইড্রোজেল তৈরি হচ্ছে। পলিমারের সঙ্গে বিশেষ বিক্রিয়া ঘটিয়ে জলীয় উপাদান সমৃদ্ধ সেই জেল যদি কোনও বড় ভবনে রাখা হয়, তাহলে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তা কার্বন শুষে নেবে নিমেষে।

প্রাণের রহস্য হাতের মুঠোয়, ডিএনএ বানাবেন বিজ্ঞানীরা !

কৃত্রিম প্রাণ নয়, প্রাণের বৈশিষ্ট্য যেখানে 'বাক্সবন্দি' সেই ডিএনএ এবার পরীক্ষাগারে তৈরি করতে চাইছেন গবেষকরা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা অনুদান সংস্থা 'দ্য ওয়েলকাম ট্রাস্ট' ১০ মিলিয়ন পাউন্ড তথা ১১৭ কোটি টাকাও বেশি দান করেছে এই প্রকল্পে। যার সঙ্গে যুক্ত অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ইম্পেরিয়াল কলেজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবড় জিন বিশেষজ্ঞ। লক্ষ্য পরীক্ষাগারেই ডিএনএ তৈরি করা।মানুষের জীবনের একক ধরা হয় ডিএনএ-কে। প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার ড. জুলিয়ান সেল বিবিসিকে বলছেন,

আকাশই আমাদের সীমানা। মানুষের যত বয়স বাড়বে তত যেন তার স্বাস্থ্য আরও মজবুত হয়, কম অসুখ হয় সেটা নিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনীয় থেরাপি আবিষ্কার করতে চাই। আর সেই কারণেই তাঁদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ কৃত্রিম মানব ক্রোমোজোম তৈরি করা। যা মানুষের ডিএনএ-র প্রায় .দুই শতাংশ। তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ কৃত্রিম ক্রোমোজোম তৈরি করে ফেলা। ড. জুলিয়ান বলছেন, আমরা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে রোগ-প্রতিরোধী কোষ তৈরি করতে চাইছি যা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যবহার করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, যকৃত, হৃদপিণ্ড, এমনকী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলা যায়।এখনও পর্যন্ত জীবন্ত শরীরের ডিএনএ ব্যবহার করে পরিবর্তিত ডিএনএ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু এই পরীক্ষা সফল হলে ডিএনএ কীভাবে কাজ করে তা সম্পূর্ণ বুঝে ফেলা যাবে। তবে এই পরীক্ষা নিয়ে সকলেই খুশি নন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিল আর্নশ বলছেন, এই প্রযুক্তি নিয়ে বাণিজ্য শুরু করতে পারে চিকিৎসা সংক্রান্ত সংস্থাগুলি। তাঁর আশঙ্কা, বোতল থেকে দৈত্য বেরিয়ে পড়েছে।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে শুভাংশুর পা পড়ল আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে

অবশেষে অপেক্ষার অবসান। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছলেন শুভাংশুরা। বুধবার ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ১ মিনিটে রওনা দেন তাঁরা। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল অপেক্ষা। ২৮ ঘণ্টা শেষে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটেয় 'ডকিং প্রক্রিয়া' সম্পূর্ণ হতেই তৈরি হল ইতিহাস।বুধবার বেলা ঠিক বারোটা বেজে এক মিনিটে শুভাংশুকে নিয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দেয় অ্যাক্সিয়ম-৪। এই অভিযান ঘিরে ভারতীয়দের আগ্রহ তুঙ্গে। সকলেরই নজর শুভাংশুদের মহাকাশের দিনরাত্রি কেমন কাটবে তা নিয়ে। রওনা হওয়ার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় নভোচর জানিয়েছেন, মহাকাশ অভিযানে তাঁর সঙ্গে থাকছে মুখরোচক ভারতীয় খাবার। রয়েছে প্রিয় গান শাহরুখ খানের স্বদেশ ছবির 'ইউ হি চলা চল রাহি'। আগামী ১৪ দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকবেন শুভাংশরা।

স্পেসএক্স-এর তৈরি ড্রাগন মহাকাশযানে চেপেই আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেন শুভাংশু-সহ চার মহাকাশচারী। প্রথমে ঠিক ছিল ২৫ মে অভিযান শুরু হবে। কিন্তু তা পিছিয়ে ৮ জুন হয়। এরপর থেকে বারবার পিছিয়েছে যাত্রার তারিখ। শেষবার দিন ধার্য হয়েছিল ২২ জুন। তাও পিছিয়ে যায়। অবশেষে বুধবার আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রসঙ্গত, আজকের দিনটা অনেককেই মনে করিয়ে দিচ্ছে রাকেশ শর্মার মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা। সেটা ছিল ১৯৮৪ সাল। দীর্ঘ ৪১ বছরের ব্যবধানে ফের মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি জমানোই কেবল নয়, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রাখলেন আরেক ভারতীয়। রাকেশকে নিজের মেন্টর মনে করেন শুভাংশু। ইতিহাস মিলিয়ে দিল দুই ভারতীয়কে।

বড়সড় ছিদ্র সূর্যে

সৌরমণ্ডলীর এতদিনকার চিরাচরিত সমস্ত কার্যকারণ, নিয়মশৃঙ্খলা একলহমায় ভেঙে পড়ছে যেন! পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের আরও তপ্ত হতে চলেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। কী এমন ঘটল হঠাৎ? আমেরিকার ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, সূর্যে বড়সড় ছিদ্র তৈরি হয়েছে, যার অবস্থান একেবারে পৃথিবীর মুখোমুখি। সেই ছিদ্রপথে অবিরল নির্গত হচ্ছে এক্স রে, অতিবেগুনি রশ্মি। সরাসরি তা পৃথিবীতে প্রভাব ফেলতে চলেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীর তাপবৃদ্ধির গ্রাফ বদলে যেতে পারে। এমনই অশনি সংকেত শোনালেন NOAA-র বিজ্ঞানীমহল।

আসলে 'করোনাল হোল' বা সূর্যের ছিদ্র সৌরমণ্ডলের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। উচ্চতাপ, উচ্চশক্তিসমৃদ্ধ এক নক্ষত্রের শুধু কেন্দ্রই নয়, তার পরিধি থেকেও সর্বদা আগুনের হলকা নির্গত হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ে গোটা সৌরমণ্ডলে। পৃথিবী যেহেতু সূর্যের আলোকশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তাই তার ভিতরকার পরিবর্তনের প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে নজর থাকে বিজ্ঞানীদের।

আমেরিকায় ইডাহোতে হামলা, দমকলকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি, মৃত ২

৩০ জুন ঃ আমেরিকার ইডাহোতে বন্দুকবাজের হামলা। দমকলকর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। তবে এখনও পর্যন্ত হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার ইডাহোর কুটিনাই কাউন্টি অঞ্চলে অবস্থিত একটি পার্কে আচমকা আগুল লেগে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। ঠিক সেই সময়ে হঠাই দমকলকর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন এক যুবক। এরপরই সেখানে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হামলাকারীর ছোড়া গুলিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জন দমকলকর্মীর। গুলি চলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই সেখান থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। ওডাহোর এক পুলিশকর্তা রবার্ট নরিস বলেন, এখনও পর্যন্ত আমরা দু'জন দমকলকর্মীর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। এলাকায় সেই সময়ে অনেক পর্যটকও ছিলেন। তবে তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই পর্যটক এবং সাধারণ মানুষদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকাও। হামলাকারীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকর সিসিটিভি ফুটেজ।

রেলওয়ে ১ জুলাই ২০২৫ থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার জন্য মূল ভাড়া যুক্তিসঙ্গত করেছে

৩০ জুন ঃ ভাড়া কাঠামো সহজীকরণ এবং যাত্রী পরিষেবার আর্থিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেল মন্ত্রণালয় যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার মূল ভাড়া যুক্তিসঙ্গত করেছে, যা ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর। সংশোধিত ভাড়াগুলি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনফারেন্স অ্যাসোসিয়েশন (আইআরসিএ) দ্বারা জারি করা আপডেট করা যাত্রী ভাড়ার তালিকার উপর ভিত্তি করে। ভাড়া যুক্তিসঙ্গতকরণের মূল বিষয়গুলি (১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর) শহরতলির একক ভ্রমণের ভাড়া এবং সিজন টিকিটের কোনও পরিবর্তন হয়নি (শহরতলির এবং অ-শহরতলির উভয় রুটের জন্য)।সাধারণ নন-এসি ক্লাসের জন্য (শহরতলির বাইরের ট্রেন)দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ প্রতি কিলোমিটারে আধা পয়সা বৃদ্ধি শর্ত সাপেক্ষেণ ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত কোন বৃদ্ধি নেই। ৫০১ থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ৫ টাকা বৃদ্ধি ১৫০১ থেকে ২৫০০ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ১০ টাকা বৃদ্ধি। ২৫০১ থেকে ৩০০০ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ১৫ টাকা বৃদ্ধি। স্লিপার ক্লাসঃ প্রতি কিলোমিটারে ০.৫ পয়সা বৃদ্ধিপ্রথম শ্রেণী ঃ প্রতি কিলোমিটারে ০.৫ পয়সা বৃদ্ধিমেলএক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য (নন-এসি)ঃ দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ প্রতি কিলোমিটারে ০১ পয়সা বৃদ্ধি। স্লিপার ক্লাসঃ প্রতি কিলোমিটারে ০১ পয়সা বৃদ্ধি। প্রথম শ্রেণী ঃ প্রতি কিলোমিটারে ০১ পয়সা বৃদ্ধিএসি ক্লাসের জন্য (মেলএক্সপ্রেস ট্রেন) এসি চেয়ার কার, এসি ৩-স্তর৩-অর্থনৈতিক, এসি ২-স্তর, এবং এসি প্রথমকার্যনির্বাহী শ্রেণীকার্যনির্বাহী অনুভূতি ঃ প্রতি কিলোমিটারে ০২ পয়সা বৃদ্ধিসংশোধিত ভাড়া কাঠামো অনুসারে রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত, বন্দে ভারত, তেজস, হামসফর, অমৃত ভারত, মহামানা, গতিমান, অন্ত্যোদয়, জন শতাব্দী, যুব এক্সপ্রেস, এসি ভিস্তাডোম কোচ, অনুভূতি কোচ এবং সাধারণ অ-শহরতলির পরিষেবাগুলির মতো প্রিমিয়ার এবং বিশেষ ট্রেন পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।আনুষঙ্গিক চার্জে কোনও পরিবর্তন নেই ঃ রিজার্ভেশন ফি, সুপারফাস্ট সারচার্জ এবং অন্যান্য চার্জ অপরিবর্তিত রয়েছে।প্রযোজ্য নিয়ম অনুসারে জিএসটি আরোপ করা হবে। ভাড়া রাউন্ডিং নীতি বিদ্যমান নিয়ম অনুসারেই থাকবে।বাস্তবায়নসংশোধিত ভাড়া ০১.০৭.২০২৫ তারিখে বা তার পরে বুক করা টিকিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই তারিখের আগে ইস্যু করা টিকিটগুলি কোনও ভাড়া সমন্বয় ছাড়াই বিদ্যমান ভাড়াতেই বৈধ থাকবে। সেই অনুযায়ী পিআরএস, ইউটিএস এবং ম্যানুয়াল টিকিটিং সিস্টেম আপডেট করা হচ্ছে।রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশোধিত ভাড়া কাঠামোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত জোনাল রেলওয়েকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করেছে। জোনাল রেলওয়েকে সমস্ত স্টেশনে ভাড়া প্রদর্শন আপডেট করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চমৎকার মানুষ', সংঘাতের মাঝেই মাস্কের প্রশংসায় ট্রাম্প

৩০ জুন ঃ বিবাদের মাঝেই এবার টেসলা কর্তা এলন মাস্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মতে, মাস্ক একজন চমৎকার মানুষ। সমাজে ভালো কাজের জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রবিবার আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, মাস্ক একজন অসাধারণ মানুষ। আমাদের মধ্যে খুব বেশি কথোপকথন হয়নি। কিন্তু তা-ও মাস্ককে আমার চমৎকার লাগে। তিনি সমাজে ভালো কাজের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুধু তাই নয়, তিনি একজন বুদ্ধিমান মানুষও বটে। তবে মাস্ক বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ন হয়েছেন। এটা ঠিক নয়। তাঁর সংযোজন, বৈদ্যুতিক যানবাহনের ট্যাক্স ক্রেডিট বাতিলের বিষয় .নিয়ে টেসলাকর্তা একটু বিরক্ত। তবে ট্রাম্পের এই দাবি নতুন নয়। আগেও তাঁর মুখে এরকম কথা শোনা গিয়েছিল। যদিও মাস্ক মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবি বরাবরই অস্বীকার করে এসেছেন। উল্লেখ্য, ট্রাম্প এবং মাস্কের সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল'কে কেন্দ্র করে। মাস্ক দাবি করেন, এই বিল নিয়ে আমায় কিছু জানানো হয়নি। চুপিচুপি মধ্যরাতে এটি পাশ করা হয়েছে। এরপর ট্রাম্পের বিলের সমালোচনা করে প্রশাসনিক উপদেষ্টার পদ ছাড়েন টেসলা কর্তা। পাশাপাশি শুরু হয় বাদানুবাদ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হতাশার সুরে বলেছিলেন, ' আচরণ হতাশাজনক। পালটা এলন মাস্ক দাবি করেন, তাঁকে ছাড়াই জিততে পারতেন না ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের দখল নিতেন ডেমোক্র্যাটরা। এমনকী রবিবারও ফের একবার বিলটির কড়া সমালোচনা করেন মাস্ক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তার একদিন পরেই টেসলা কর্তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রকাশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং টেসলা কর্তা এলন মাস্কের

বিরোধ। হোয়াইট হাউসের 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' নিয়ে ক্ষোভ আবারও ক্ষোভ উগরে দিলেন টেসলা কর্তা। ট্রাম্পের এই বিলটিকে 'রাজনৈতিক আত্মহত্যা' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এই বিল ধ্বংসাত্মক। কেউ পুরোপুরি উন্মাদ হলেই এই ধরনের বিল আনতে পারে। শনিবার মাস্ক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মার্কিন সেনেটের খসড়া বিলটি আমেরিকার লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান ধ্বংস করে দেবে। আমাদের দেশের বিলটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক।' একইসঙ্গে তিনি বলেন , 'ট্রাম্প আমেরিকার শিল্পকে ধ্বংস করে দেবে। এই বিল রিপাবলিকান পার্টির জন্য একটি রাজনৈতিক আত্মহত্যা। উন্মাদ হলেই এধরনের বিল কেউ আনতে পারে। এই বিল আমেরিকার ঋণের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে। এর জেরে আমেরিকা ক্রমে ঋণ দাসত্বের পথে এগিয়ে যাবে।' মাস্কের এই বিল নিয়ে আপত্তি নতুন নয়। এর আগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, কোনও বিল বিগ হতেই পারে। আবার সেটা বিউটিফুলও হতে পারে। কিন্তু আমার জানা নেই একসঙ্গে দুটোই হতে পারে কিনা। এদিকে সম্প্রতি আরও একটি পোস্টে তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছিল, এই বিল 'ইতিমধ্যেই বিপুল আকার ধারণ করা বাজেট ঘাটতিকে আরও বাড়িয়ে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পরিণত করবে।' কংগ্রেস আমেরিকাকে দেউলিয়া বানিয়ে ছাড়বে বলেও দাবি তাঁর। গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ট্রাম্প তাঁর নতুন প্রশাসনে যুক্ত করেন মাস্ককে। কিন্তু গত ৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট বৈঠকে ট্রাম্প পরিষ্কার করে দিয়েছেন, DOGE-এর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এলন মাস্ক কোনওভাবেই নিয়োগ বা ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। তখন থেকেই ট্রাম্পের সঙ্গে মাস্কের দূরত্ব নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। যদিও মার্কিন প্রশাসনের বিশেষ কর্মকর্তারূপে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৩০ দিনের জন্য। ট্রাম্প সেই মেয়াদ আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে, মাস্কও পদত্যাগ করেছেন। তারপরই দু'জনের মধ্যে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে ফের একবার নিশানা করলেন টেসলা কর্তা।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে ইতিহাস

আহমেদাবাদ,৩০ জুন ঃ মায়ের নামে একটি গাছ ব্যানারে মাত্র এক ঘড়্ঠার মধ্যে ৫,০০,০০০ এরও বেশি গাছ লাগানোর ঐতিহাসিক কৃতিত্বের অর্জনের পর, সেভ আর্থ মিশন বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং একটি বিশ্বব্যাপী জলবায়ু আড়েধালনকে অনুপ্রাণিত করেছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভাঙার এই প্রচারণা, যাতে ভারত জুড়ে বিপুল অংশগ্রহণ ছিল, এটি একটি আন্তর্জাতিক ইভেড়্ঠ ছিল এবং ফোর্বস, ফক্স, বিজনেস ইনসাইডার এবং শীর্ষস্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কগুলির মতো বিশিষ্ট মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছিল।এখন, পৃথিবী বাঁচাও অভিযান সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। সংস্থাটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান - সেভ আর্থ মিশন গ্লোবাল ভিশন আনভেইলিং - ঘোষণা করেছে - এটি একটি বড় সম্মেলন যা ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন গাছ লাগানোর এবং বিশ্বকে কার্বন নিরপেক্ষতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেভ আর্থ মিশনের বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা চালু করবে।এই অনুষ্ঠানটি ৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬.০০ টায়, ভারতের আহমেদাবাদের গিফট সিটি ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্বের মুসলিমদের একজোট হয়ে দুই নেতাকে পরাস্ত করা উচিত, ঃ শীর্ষ ধর্মগুরু

৩০ জুন ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করল ইরান! সেদেশের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই দুই রাষ্ট্রপ্রধান আসলে ঈশ্বরের শত্রু। তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাই গোটা বিশ্বের মুসলিমদের একজোট হয়ে এই দুই নেতাকে পরাস্ত করা উচিত। উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার কঠোর ফতোয়া জারি করেছেন ইরানের ধর্মগুরুরা। তার মধ্যে অন্যতম হল ১৯৮৯ সালে সাহিত্যিক সলমন রুশদির উপর জারি হওয়া ফতোয়া। ইরানের অন্যতম শীর্ষ ধর্মগুরু আয়াতোল্লা নাসের মাকারেম শিরাজি রবিবার এই ফতোয়া জারি করেন। সেখানে লেখা রয়েছে, কোনও ব্যক্তি বা সরকার যদি মারজা (শিয়া ধর্মগুরু)র বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেয় তাহলে সেটা ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা। কোনও মুসলিম ব্যক্তি বা ইসলামিক রাষ্ট্র যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের পাশে দাঁ।ায় তাহলে সেটাও অপরাধ। তাই এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে শিক্ষা দিতে গোটা মুসলিম সমাজের একজোট হওয়া উচিত। সেই সংগ্রামে যদি কোনও মুসলিমের ক্ষতি হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বরের যোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ১৩ জুন ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল। সেই সময় থেকেই প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। একদিন পর সেই আশঙ্কা সত্যি করে ইজরায়েলে পালটা হামলা চালায় ইরান।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েরজোনাল রেলওয়ে অফিসিয়াল ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা

গোরখপুর, ৩০ জুন ঃ জোনাল রেলওয়ে অফিসিয়াল ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজারের অ্যাসেম্বলি রুমে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী দীনেশ কুমার সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা দেওয়া হয়। সভায় প্রধান বিভাগীয় প্রধান, বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান অফিসিয়াল ভাষা কর্মকর্তা, কারখানা ও উপাদন ইউনিটের উপ-প্রধান অফিসিয়াল ভাষা কর্মকর্তা এবং তাদের প্রতিনিধি এবং ঊর্ধ্বতন তত্ত্বাবধায়করা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রেখে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী দীনেশ কুমার সিং রেলমন্ত্রী রাজভাষা রজত পদক লাভের জন্য প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী পরিকল্পনা শ্রী নীলাভ মহেশকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে হিন্দিকে সাংবিধানিকভাবে অফিসিয়াল ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আজ, অফিসিয়াল ভাষা হিন্দি রেলওয়েতে পেশাদার এবং প্রযুক্তিগত স্তরে অনেক অগ্রগতি করেছে। অফিসিয়াল ভাষা বাস্তবায়নের কাজ সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাজ। এতে সকল অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্রিয় সহযোগিতাও বাধ্যতামূলক। তিনি বলেন, ব্যবহারিক স্তরে, কম্পিউটার এবং কারিগরি ক্ষেত্রে হিন্দিতে কাজ করা সময়ের দাবি। সকল কর্মচারীকে অবশ্যই কম্পিউটারে হিন্দিতে কাজ করতে জানতে হবে। ই-অফিস ইত্যাদির মতো তাদের কর্মক্ষেত্রের প্রযুক্তিগত মাধ্যমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হিন্দি উন্নত করতে হবে। ইউনিয়নের দাপ্তরিক কাজ সরকারি ভাষা হিন্দিতে পরিচালনা করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দাপ্তরিক ভাষা বিভাগ কর্তৃক ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক কর্মসূচী জারি করা হয়েছে। পর্যালোচনা প্রতিবেদন অনুসারে, এই রেলওয়েতে প্রায় সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। আমরা হিন্দিতে মূল চিঠিপত্রের ১০০ সম্মতির খুব কাছাকাছি। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক নির্দেশ দিয়েছেন যে ধারা ৩ (৩) এর আওতাধীন নথিগুলি দ্বিভাষিক আকারে বাধ্যতামূলকভাবে জারি করা উচিত। ক এবং খ অঞ্চলে প্রেরিত চিঠিপত্র ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দিতে পাঠানো উচিত। সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের দাপ্তরিক কাজ যতটা সম্ভব হিন্দিতে সম্পাদন করা উচিত। তিনি বলেন, দাপ্তরিক ভাষা সম্পর্কে কর্মকর্তাদের সময়ে সময়ে রেলওয়ে অফিসগুলি পরিদর্শন করা উচিত।

তেলেঙ্গানার রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ সোমবার সকালে রাসায়নিক-ভরা ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের খবর মিলেছে তেলেঙ্গানায়। রাসায়নিক ট্যাঙ্কার ফেটে কমপক্ষে ৬ জন মারা গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। কী ভাবে ওই বিস্ফোরণ ঘটে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, তেলঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডিতে একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুক।

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে এও জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

Name Change

I, Monirul Islam (Old Name) S/O– Faijuddin Hafiz residing at Mangaljan, Ghorsala, Raghunathganj, Jangipur, Murshidabad, 742235 do hereby decrale that I have changed my name from Monirul Islam to Manirul Islam and henceforth I shall be known as Manirul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/06/2025 . My name Manirul Islam & Monirul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Toukir Ahamad (Old Name) S/O– Azizur Rahaman residing at Vill-Mosimpur , Po-Mosimpur, Ps-Kaliachak , Dist-Malda, 732206 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammad Toukir Ahamad to Md Toukir Ahamad and henceforth I shall be known as Md Toukir Ahamad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/06/2025 . My name Md Toukir Ahamad & Mohammad Toukir Ahamad both are same and one identical person.

Name Change

I, Mosammat Resma Bibi (Old Name) W/O– Azizur Rahaman residing at Vill-Mosimpur , Po-Mosimpur, Ps-Kaliachak , Dist-Malda, 732206 do hereby decrale that I have changed my name from Mosammat Resma Bibi to Reshma Iqbal and henceforth I shall be known as Reshma Iqbal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/06/2025 . My name Reshma Iqbal & Mosammat Resma Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Reshma Bibi (Old Name) W/O– Azizur Rahaman residing at Vill-Mosimpur , Po-Mosimpur, Ps-Kaliachak , Dist-Malda, 732206 do hereby decrale that I have changed my name from Reshma Bibi to Reshma Iqbal and henceforth I shall be known as Reshma Iqbal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/06/2025 . My name Reshma Iqbal & Reshma Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Moti Sekh (Old Name) S/O–Kamal Sekh residing at Vill-Durlobpur, Po-Kumansanda , Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742136 do hereby decrale that I have changed my name from Moti Sekh to Matiur Rahaman and henceforth I shall be known as Matiur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/06/2025 . My name Matiur Rahaman & Moti Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Azizur Rahaman (Old Name) S/O– Mujibur Rahaman residing at Vill-Mosimpur , Po-Mosimpur, Ps-Kaliachak , Dist-Malda, 732206 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammad Azizur Rahaman to Azizur Rahaman and henceforth I shall be known as Azizur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/06/2025 . My name Azizur Rahaman & Mohammad Azizur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Prabhas Rong son of Late Netai Rang, residing at Vill & P.O –Keshabpur, P.S – Domjur, Howrah – 711411, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pravas Rang as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/06/2025. Prabhas Rong and Pravas Rang both are same and one identical person.

Name Change

I, Mukul Das son of Shashi Bushan Sarkar, residing at Barunda,Howrah, Pin – 711303, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mukul sarkar as declared before the Notary Public at Kolkata dated 30/06/2025. Mukul Sarkar and Mukul Das both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjoy Agarwal son of Kundal Lal Agarwal, residing at 2A, Menoka Villa, 237, Raja Ram Mohan Roy Road, South 24 Parganas, Kolkata – 700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Agarwal as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/06/2025. Sanjoy Agarwal and Sanjay Agarwal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sulabh Harlalka son of Jagmohan Harlalka, residing at EC-113, Sector-1,Salt Lake City, North 24 Parganas, Kolkata – 700064, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sulav Harlalka as declared before the Notary Public at Kolkata dated 30/06/2025. Sulabh Harlalka and Sulav Harlalka both are same and one identical person.

Name Change

I, CHANDA CHOUDHARY (Old Name) W/O AMIT PODDAR Residing at Urban Green, Block-4, Lobby-1, Flat-7B, Rajarhat Main Road, District - North 24 Parganas, Pin - 700136 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ROSHNI PODDAR (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 30-06-2025. CHANDA CHOUDHARY (Old Name) and ROSHNI PODDAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, RINKU DEVI (Old Name) W/O PAWAN KUMAR SINGH Residing at Kishunpali District - Siwan, Pin - 841234 Bihar, India have changed my name and shall henceforth be known as RINKU SINGH (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 30-06-2025. RINKU DEVI (Old Name) and RINKU SINGH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Abhipshit Dilip Datta alias Datta Abhipshit Dilip (Old Name) S/o Dilip Kumar Datta Residing at 1st Floor, Flat No-1A, 328, Jyotish Roy Road, New Alipore, District - Kolkata, Pin - 700053, West Bengal shall henceforth be known as Abhipshit Datta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-06-2025. Abhipshit Dilip Datta, Datta Abhipshit Dilip (Old Name) and Abhipshit Datta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanghamitra Poddar alias Sangha Mitra Bala (Old Name) W/o Sukarn Poddar Residing at 35/B, Feeder Road Belghoria, Kolkata, Kamarhati (M), District- North 24 Parganas, Pin - 700056, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sanghamitra Poddar (Bala) (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 32/2025 Dated 25-06-2025. Sanghamitra Poddar, Sangha Mitra Bala (Old Name) and Sanghamitra Poddar (Bala) (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Santakshi Poddar (Old Name) D/o Sukarna Poddar Residing at 35/B, Feeder Road Belghoria, Kolkata, Kamarhati (M), District- North 24 Parganas, Pin - 700056, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sataksh Poddar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 33/2025 Dated 25-06-2025. Santakshi Poddar (Old Name) and Satakshi Poddar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pankaj Sarogi alias Pankaj Barjatya (Old Name) S/o Babulal Saraogi Residing at Victoria Vistas, Flat No. 12B, 14A, D.L Khan Road, Bhawanipur, Vtc+P.o - Bhawanipur, District- Kolkata, Pin- 700025 West Bengal shall henceforth be known as Pankaj Kumar Jain (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrateat (1st Class) at Kolkata vide affidavit Dated 25-06-2025. Pankaj Sarogi, Pankaj Barjatya (Old Name) and Pankaj Kumar Jain (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Tufajjal Mondal, Tufajjel Mondal, Tofajal Mandal, Tufajjel Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Shukurali Mandal ঠিকানা Shyamnagar Purbapara Garapota, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-06-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tufajal Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tufajal Mandal (নতুন নাম) ও Tufajjal Mondal, Tufajjel Mondal, Tofajal Mandal, Tufajjel Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

, Anik Basak S/o Late Ratan Kumar Basak residing at Gopinathpur Natun Para, Purbasthali, Purba Bardhaman, Pin - 713519 W.B., the actual name of my deceased father is Ratan Kumar Basak as recorded in his Death Certificate bearing registration no: WB-DR-2016/20057/1/315 and Aadhaar Card vide no: 3137 5542 7810, but inadvertently in my passport it has been recorded as Ratan Basak. That Ratan Basak and Late Ratan Kumar Basak both was same and identical person i.e., my father vide affidavit dated 30.06.2025 before The Notary Public , Calcutta.

Name Change

I, Hirulal Malik (Old Name) S/o Panchanan Malik residing at Vill- Nabina, P.O- Chapadanga, P.S- Tarakeswar, Hooghly Rural - 712401 have change my name and henceforth shall be known as Hirupada Malik (New Name) in all purpose vide affidavit dated 30.06.2025 before The Notary Public, Calcutta. Hirulal Malik and Hirupada Malik both are same and one identical person.

গর্ভপাতে মৃত্যু শিশুর, রোগীকে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের দাবি পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩০ জুন ঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মারার পরিকল্পনা, পাশাপাশি রোগীকে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলার বাচ্চা ধারণ নিয়ে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেছেন। পাশাপাশি রোগীর প্রতি চিকিৎসার গাফিলতি ঘটিয়েছেন। এই অভিযোগে সোমবার উত্তপ্ত হলো বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল। কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সের লাইসেন্স বাতিলের দাবি পরিবার এবং জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের তরফে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নানুর থানার পালিটা গ্রামের বাসিন্দা শামসু নিহার বিবিকে শুক্রবার অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, রোগীকে বাঁচাতে গেলে গর্ভপাত করাতে হবে। সেই সম্মতি দেন রোগীর স্বামী সফিউল্লা। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়,

রোগীকে সুস্থ করতে গেলে যা প্রয়োজন সব ধরনের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক ওষুধের মাধ্যমে গর্ভপাত করান। অভিযোগ গর্ভপাত করানোর সময় রোগীকে অশ্লীল ভাষা গালিগালাজ করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্স। পরিবারকে জানানো হয় পুরো ওয়াশ করা হয়েছে। সূত্র ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে। এর পর থেকে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয় শামসু নিহার বিবির। অসহ্য যন্ত্রণার কথা কর্তব্যরত নার্সদের জানানো হলেও তার কোন কথাই কর্ণপাত করেনি। শামসু নিহার বিবির স্বামী চিকিৎসক সৌমিক মণ্ডলকে অনুরোধ করেন পেটে ছবি করানোর জন্য। কিন্তু চিকিৎসক জানান, পেটের ভেতরে কোন কিছুই নেই। সব ওয়াশ হয়ে গেছে। তারপরও সেই যন্ত্রণা কমেনি। অতিরিক্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন রোগী। সকাল বেলায় বাথরুমে নিয়ে গেলে মৃত সন্তান প্রসব করেন শামসু নিহার বিবির। আর এরপরই ক্ষোভের সৃষ্টি হয় পরিবারের। পরিবারের অভিযোগ বারবার অনুরোধ করার পরেও কেউ কোন কর্ণপাত করেনি এমনকি রোগীর সাথেও দুর্ব্যবহার করেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে রোগীর পরিজনেরা ভিড় জমান হাসপাতালে। বিক্ষোভ শুরু হয় হাসপাতালে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। পরিবারের পক্ষ থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাতে ও কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের শাস্তির দাবিতে হাসপাতালে হাজির হন বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মৌলানা আনিসুর রহমান। কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসকের লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানান তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শান্তিনিকেতন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, এসে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেন। পরিবার ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয় হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে।

নদীয়ায় কালাজ্বর এক বাংলাদেশি নাগরিকের সন্ধান মেলায় উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ জুন ঃ নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে কালাজ্বর এক বাংলাদেশি নাগরিকের সন্ধান মেলায় উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) প্রতিনিধি দল রোগীর সঙ্গে কথা বলতে নদীয়ায় আসে বলে খবর। জানা গেছে, আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তিনি কৃষ্ণগঞ্জে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে রয়েছেন এবং সেখানকার গ্রামীণ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে দু'সপ্তাহ কৃষ্ণগঞ্জে রেখে চিকিৎসা করা হবে। এরপর এক মাসের ওষুধ দিয়ে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওষুধ শেষ হলে তাঁকে আবার ভারতে এসে চিকিৎসা করাতে হবে। নদীয়া জেলার সহ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পরাশর পোদ্দার এই খবরের নিশ্চয়তা স্বীকার করে জানিয়েছেন, হু-র প্রতিনিধি দল এসে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আমরাও রোগীকে নজরদারিতে রেখেছি। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি বিভিন্ন উপসর্গে ভুগছিলেন। ত্বক ছিল আঁশের মতো। একাধিকবার ভারতে এসে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করান। কিন্তু সুস্থ হননি। চলতি মাসে তিনি ফের বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে কৃষ্ণগঞ্জের আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। সেখানকার গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান। চিকিৎসকের নির্দেশে স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফ থেকে তাঁর কালাজ্বর পরীক্ষা করানো হয়। তাতে রিপোর্টে পজিটিভ আসে। পরিস্থিতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে তৎক্ষণাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল নদীয়া জেলায় আসে। কৃষ্ণগঞ্জের ওই রোগীর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখে। স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফ থেকেও ওই রোগীকে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে। বাইরের দেশের রোগীর শরীরে কালাজ্বরের হদিশ মেলায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে নদীয়া জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও পাবলিক হেলথ অ্যান্ড কমিউনিকেবল ডিজিজ বিভাগের আধিকারিক পৌলোমী ঘোষ জানান, কৃষ্ণগঞ্জ নদীয়ার একটি নন-এনডেমিক ব্লক। সেখান থেকে কালাজ্বর রোগী শনাক্ত হওয়া প্রমাণ করে, আমাদের নজরদারি যথেষ্ট কার্যকর। এনডেমিক ব্লকের বাইরেও কালাজ্বর নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। নদীয়া জেলায় দীর্ঘদিন পর ফের কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জেলায় নতুন করে কোনও কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মেলেনি। কিন্তু ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে একাধিক ব্লকে বিচ্ছিন্নভাবে এই রোগের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি বছর স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে কালাজ্বর রোগী চিহ্নিত করতে জেলায় বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

আম খাওয়ানোর কথা বলে নাবালিকাকে ধর্ষণ, আদালতে তোলা হল অভিযুক্তকে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ জুন ঃ আম খাওয়ানোর কথা বলে পুকুরপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এলাকারই এক যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার সোনামুখী শহরে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সপ্তর্ষি নাগ ওরফে পিন্টু নামে এক যুবককে। পকসো ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। জানা গেছে,

গতকাল, রবিবার সোনামুখী এলাকার এক কালীমন্দিরের সামনে খেলা করছিল বছর দশেকের ওই নাবালিকা। ওই নাবালিকার প্রতিবেশী বছর ৩৫-এর পিন্টু। তাকে ওই নাবালিকা কাকু বলেই ডাকে বলে খবর। খেলার সময় ওই মন্দিরের আশপাশেই ছিল অভিযুক্ত যুবক। আম খাওয়ানোর নাম করে চতুর্থ শ্রেণির ওই নাবালিকাকে ডাকা হয়। প্রথমে খেলা ছেড়ে যেতে চায়নি সে। তখন একপ্রকার জোর করেই নাবালিকাকে ওই যুবক এলাকারই একটি নির্জন পুকুরের ধারে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সেখানেই তার উপর অত্যাচার চলে বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা কাউকে বললে তাকে মেরে ফেলা হবে। সেই কথা বলে নাবালিকাকে ভয়ও দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। এরপরই নাবালিকাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যন্ত্রণায় কাতর ওই নাবালিকা কোনওরকমে বাড়ি ফেরে। তার এমন অবস্থা দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকদের। জিজ্ঞেস করলে ওই নাবালিকা গোটা ঘটনার কথা খুলে বলে। এরপরই ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন দ্রুত থানায় যায়। প্রতিবেশী যুবকের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে সোনামুখী হাসপাতালে ও পরে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই সে ভর্তি রয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমে পিন্টুকে গ্রেপ্তার করেছে। পকসো ধারায় শুরু হয়েছে মামলা। এদিন সোমবার ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিষ্ণুপুর এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস জানান, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

বহিরাগত দাপটে আতঙ্কে কলেজ ছাত্রীরা, হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুন ঃ কসবা কান্ডের আবহের মাঝেই রাজ্যের আরেক প্রান্তে কলেজে প্রাক্তনী দৌরাত্ম্য। টুকলি তে বাধা দেওয়া নিয়ে অধ্যক্ষ কে বহিরাগতদের নিয়ে সদলবলে কলেজে গিয়ে হুমকি মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতির। শোকজ করে দায় সেরেছে দল। এখনো পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। বহিরাগত দাপটে আতঙ্কে কলেজ ছাত্রীরা। নিয়মিত ক্লাসে যেতে পারছে না কলেজে। আতঙ্কে খোদ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কলেজ ইউনিটের সহ-সভাপতি। কলেজে নিরাপত্তারক্ষী রাখার দাবি জানালেন। মহিলা তৃণমূল কর্মীরাই তৃণমূল নেতাদের হাতে সুরক্ষিত না কটাক্ষ বিজেপি সংসদের। কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে আশ্বাস মন্ত্রীর। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। ফের চর্চায় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ। যেখানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা চলাকালীন এক ছাত্রকে টুকলি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরেন গার্ড। ১০ মিনিট খাতা আটকে রাখেন। কেন খাতা আটকে রাখা হলো। এই কৈফিয়ত চেয়ে অধ্যক্ষের ঘরে সদলবলে গিয়ে হুমকি দেন ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিমান ঝা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অধ্যক্ষ এবং কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকরা। ঘটনায় তদন্তে আসে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল। তদন্তের নির্দেশ দেয় জেলাশাসক। মৌখিক ভাবে অভিযোগ জানান অধ্যক্ষ। প্রতিনিধি দল সমস্তটা লিখিত আকারে নিয়ে যান। পরবর্তীতে বিমান ঝা কে বহিষ্কারের দাবিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদেরই একাংশ কলেজে বিক্ষোভ করে। এখনো এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্কিত কলেজের ছাত্রীরা। কসবা কান্ডের আবহে এই আতঙ্ক আরো বেড়েছে। নিয়মিত ক্লাসে যেতে পারছেন না ছাত্রীরা। আতঙ্কিত অভিভাবকরা। এই নিয়ে সাধারণ ছাত্রীরা মুখ না খুলতে পারলেও খোদ হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ ইউনিট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি পুতুল সাহানি তাদের আতঙ্কের কথা বলেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন যেখানে খোদ অধ্যক্ষ নিরাপদ নয়। সেখানে সাধারণ ছাত্রীরা কি ভাবে নিরাপদ হবে। বহিরাগতদের প্রবেশ এবং দাপট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এদিকে সমগ্র ঘটনা নিয়েয় কলেজে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজে নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করার কথাও বলেছেন। বিজেপির অভিযোগ আইন কলেজে নির্যাতিতাকে ইউনিটের পদ দেওয়ার লোভ দেখানো হয়েছিল। কলেজগুলো তৃণমূলের বহিরাগতদের অপকর্মের আঁতুরঘর। যেখানে শুধু সাধারণ ছাত্রীরা নয়। তৃণমূলের ইউনিযনের মেয়েরাও সুরক্ষিত নয়।

যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল আরপিএফ হাওড়া ডিভিশন

কলকাতা, ৩০ জুন ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ট্রেন ও রেলওয়ে চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করতে, হাওড়া ডিভিশনের রেলওয়ে

সুরক্ষা বাহিনী (RPF) যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির ভয়াবহতা রোধে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। ২২ থেকে ২৬ জুন ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত একটি লক্ষ্যবস্তু অভিযানে, RPF দলগুলি এই ধরণের বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত ১২ জন অপরাধীকে সফলভাবে গ্রেপ্তার করেছে। রেল মাদদ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল এবং সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে রিয়েল- টাইম পর্যবেক্ষণ অপরাধীদের ট্র্যাকিং এবং সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরি করার চেষ্টা করার সময় বেশ কয়েকজন অপরাধীকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। ১২ জন অপরাধীর মধ্যে ০৪ জনকে সরকারি রেলওয়ে পুলিশের (GRP) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং রেলওয়ে আইনের অধীনে ৮ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিজ্ঞ আদালত ১০ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছে। এই অভিযান টেকসই আইন প্রয়োগ, প্রযুক্তিগত নজরদারি এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে রেলওয়ে প্রাঙ্গণে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আরপিএফ হাওড়া বিভাগের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটায়। যাত্রীদের সতর্ক থাকতে এবং রেল মাদদ এবং হেল্পলাইন ১৩৯ এর মতো অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অভাব অনটন, খিদেয় কাতর একরত্তি! নদীতে ফেলল মা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন ঃ সংসারে নিত্যদিন 'অভাব'। কাজ নেই দীর্ঘদিন। নিজেদের খাবার তো নেইই। একরত্তি শিশুর জন্যও খাবার নেই ঘরে! খিদের জ্বালায় শিশু কেঁদেই যাচ্ছিল। কোনও সুরাহা না পেয়ে শেষপর্যন্ত কোলের শিশুকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল মা! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে। ঘটনা দেখে নদী থেকে ওই শিশুকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে। ঘটনাটি ঘটেছে, গতকাল, রবিবার বিকালে। ময়নাগুড়ির তিস্তা সেতু সংলগ্ন মরিচবাড়ি এলাকায় বাস ওই পরিবারের। বিপুল বাওয়ালি ও সীমার দীর্ঘদিন বিয়ে হয়েছে। তাঁদের তিন বছরের এক কন্যা সন্তান ও দেড় বছরের এক পুত্র রয়েছে। বিপুল বাওয়ালি পেশায় কাঠমিস্ত্রী। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর কোনও কাজ নেই। ফলে জমানো টাকাও শেষ হতে থাকে। কিন্তু সেই টাকাও শেষ হয়ে যায়। কোনওভাবেই কাজের কোনও সুরাহা হয়নি। এদিকে সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার মতো দানাটাও ঘরে আর নেই। একপ্রকার না খেয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন ওই পরিবারের সকলে। রবিবার সকাল থেকেই দেড় বছরের ছেলে খিদের জ্বালায় কেঁদে যাচ্ছিল। কোনওভাবেই তাঁকে থামাতে পারেননি মা। উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত ছেলেকে নিয়ে বিকেলে তিস্তানদীর পাড়ে চলে যান সীমা। তিস্তায় ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন তিনি। সেসময় নদীর ধারে স্থানীয়রা ছিলেন। ঘটনা দেখে তাঁরা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। স্থানীয়রাই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওই শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। শিশুটির প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। শিশুটি সুস্থ আছে বলেই খবর। ঘটনায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন শিশুটির মা। কেঁদেই চলেছেন দীর্ঘক্ষণ। ঘরে কোনও খাবার না থাকায় এই কাজ করেছেন তিনি। এমনই জানিয়েছেন সীমা বাওয়ালি। থানায় বিষয়টি জানান হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন ঃ শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি এলাকা থেকে একটি সেমি-অটোমেটিক বন্দুক এবং একটি গুলি-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার অ্যান্টি- ক্রাইম শাখা। রবিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে ধরা হয়। সোমবার তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম ধীরাজ কুমার (৩৫)। তিনি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার নবয়াটোলা এলাকার বাসিন্দা। অ্যান্টি- ক্রাইম শাখার আধিকারিকরা মাল্লাগুড়িতে হঠাৎ অভিযান চালিয়ে ধীরাজ কুমারকে আটক করেন এবং তার কাছ থেকে একটি সেমি-অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান, তিনি ওই আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে অস্ত্র পাচার চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাকা রাস্তার দাবিতে পঞ্চায়েতে তালা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩০ জুন ঃ গ্রামে কোন কাঁচা রাস্তা থাকার কথাই নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বীরভূমের কসবা পঞ্চায়েতের একটি রাস্তা পাকা করার দাবিতে গ্রামবাসীদের পঞ্চায়েতে তালা ঝোলাতে হলো। ঘটনাটি কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

ভোটের পর ভোট চলে গেলেও ১৫, ২০ বছর ধরে, মেলেনি পাকা রাস্তা। বারবার অনুরোধ করার পরও শুধু মিলেছে কেবল আশ্বাস। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দিন যায় বছর যায় সাধারণ গ্রামবাসীর দুর্দশার শেষ নাই। গ্রীষ্মের সময় সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারলেও অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তার অবস্থা নাজেহাল। আর এর ফলেই নাজেহালে শিকার হতে হয় গ্রামবাসীদের। এই রাস্তা পাকা করার দাবিতে বারবার অনুরোধ জানানো হয় পঞ্চায়েতে। আশ্বাস মিললেও, মেলেনি পনেরো বছরে পাকা রাস্তা। এবার সেই রাস্তা পাকা রাস্তা করার দাবিতে কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা। কেবল তালা ঝুলিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। যদিও এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপপ্রধান কিছু বলতে চাননি। যদিও এই বিষয়ে বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ জানান বীরভূম জেলায় কোন রাস্তা সেইভাবে কাঁচা নেই। আর বিক্ষোভ বা তালা বন্ধ করে পঞ্চায়েতে রাখা ঠিক হয়নি গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীরা লিখিত আকারে সভাধিপতিকে দিন। তাহলে সেই রাস্তা দ্রুত পাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

হাতির হানায় ভাঙল দোকান, বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ জুন ঃ হাতির সঙ্গে তাদের বাস। কখনও ফসল নষ্ট, তো কখনও ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা, হাতির খামখেয়ালিপনা সহ্য করে আসছে বাঁকুড়ার মানুষ। আর একদিক থেকে সামাল দেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করছে বন দফতর। একদিকে বাঁকুড়ায় বৃষ্টিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ অপরদিকে, হাতি এসে ভেঙ্গে ফেলছে বাড়ি। হাতির হানা অব্যাহত উত্তর বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে। হাতির হানায় ভাঙল বাড়ি ও দোকান। বৃষ্টির মধ্যেই রাতে গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জের শ্রীচন্দনপুর গ্রামে তাণ্ডব চালায় দল ছুট দুটি হাতি। কলগোড়া বাজারে প্রথমে আস্তিক মুখার্জীর একটি গুমটি ভাঙ্গে হাতিগুলি তারপর গদরি বাউরির বাড়িতে হানা দেয়। হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়ির একাংশ। জানা গেছে, এই মুহূর্তে গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জে হাতি রয়েছে তিনটি, কাল্লাপুরে-দুটি ও লটিয়াবনীতে- একটি। ওই হাতি গুলিই খাবারের সন্ধানে গ্রামে ঢুকে হামলা চালিয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের দাবি, হাতির উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির বাইরে যেতে সাহস পাননি তারা। আনুমানিক রাত তিনটা নাগাদ হাতি গ্রামে ঢুকে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। এই ঘটনার পর তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত বলেই জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বন দফতর জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন জানালে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। হাতি প্রবণ এলাকা সংলগ্ন গ্রাম গুলিতে যথেষ্ট সমস্যা এবং ভয় দেখা যায়। সারা বছর ধরে দফায় দফায় হাতি চলে আসে লোকালয়ে। এ যেন এক চলমান এবং অবিরাম ঘটনা যার কোনও শেষ নেই।

ডোমকলে অভিযানে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ৩০ জুন ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল ডোমকল থানার পুলিশ। ২৯ জুন রাত থেকে ৩০

জুন ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পশ্চিম কুচিয়ামোরা এলাকায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম আরব আলী ওরফে বদরা। তার বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতের হেফাজত থেকে পুলিশ যে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে, তার মধ্যে রয়েছে– একটি দীর্ঘ পাল্লার দেশীয় তৈরি .৩০৩ রাইফেল। দুটি দীর্ঘ পাল্লার দেশীয় তৈরি ১২ বোরের বন্দুক। একটি উন্নত মানের দেশীয় তৈরি ৭ মিমি পিস্তল, ম্যাগাজিনসহ চার রাউন্ড .৩০৩ গুলি, বিশ রাউন্ড ১২ বোরের গুলি, চার রাউন্ড ৭ মিমি তাজা গুলি। পুলিশের অনুমান, ধৃত ব্যক্তি এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র কোনো অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জমা করে রেখেছিল। অস্ত্রগুলির উৎস, সম্ভাব্য ক্রেতা কিংবা অন্য কোনো চক্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আরব আলীকে সোমবার ডোমকল এলডি আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ডোমকল থানা জানিয়েছে, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় আরও অভিযান চালানো হবে।

১ জুলাই হাজিরার নির্দেশ, ধর্ষণের মামলায় কার্তিক মহারাজকে নোটিশ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জুন ঃ কার্তিক মহারাজকে নবগ্রাম থানায় হাজিরার নোটিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১ জুলাই হাজিরা নির্দেশ নবগ্রাম থানায়। চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ উঠেছিল কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে। গত ২৬ জুন নির্যাতিতা মহিলা নবগ্রাম থানায় অভিযোগ করেন, কার্তিক মহারাজ ২০১৩ সালে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করেন। সেই ঘটনায় কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে তৎকালীন ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৩৭৬ (২) , ৩১৩, ৫০৬, ৪১৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে মহারাজ বলেছেন, আশা করি সত্য সত্যের পথে যাবে। আইন আইনের পথেই যায়। ইতিমধ্যেই মহিলার পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। তিনি বলছেন, আমার উপর তো যে কোনও সময় অ্যাটাক হতে পারে। সেই কারণেই পুলিশ প্রোটেকশন দিচ্ছে। এদিকে কার্তিক মহারাজের পাশেই দাঁড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, আদৌও অভিযোগ কতটা সত্য, আগে কেন বিষয়টা সামনে আসেনি সবটা নিয়ে তদন্ত হোক। কিন্তু, এমন যেন না হয় কেউ হিন্দুদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাঁকে বিপদে ফেলতে হবে! এদিকে, সুকান্তকে কটাক্ষ করেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ভদ্রমহিলা যে বয়ান দিয়েছেন, তারপরে লজ্জা করছে না সুকান্ত মজুমদারের কথা বলতে?এই লোকেরা ধর্মকে কলুষিত করছে।

২ টি পৃথক ঘটনায় চুরি যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দিল রানাঘাট পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ৩০ জুন ঃ আবার বড়োসড়ো সাফল্য রানাঘাট পুলিশ জেলার। রানাঘাট পুলিশ জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ২ টি পৃথক চুরির ঘটনায়, চুরি যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দিল রানাঘাট পুলিশ জেলা। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানালেন রানাঘাট পুলিশ জেলার SDPO সবিতা গোটেয়াল। এদিন শান্তিপুর থানার হরিপুর এলাকার তুলসী দেবনাথের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া পিতলের বাসন, সোনা,নগত টাকা চুরি হওয়ার ঘটনায় দুদিনের মধ্যে তদন্ত করে নিমাই হালদার এবং সুমন সাহা নামে দুজনকে গ্রেফতার করে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ১৭.৩৮ গ্রাম সোনা এবং কিছু পেতলের বাসন উদ্ধার করা হয় পুলিশের তরফে। এরপর শান্তিপুর পৌরসভার ভেতর থেকে পৌর আধিকারিক উত্তম প্রামানিকের স্কুটির ভেতর থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় তদন্ত নেমে গণেশ যাদব নামে এক ব্যক্তিকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে বিকাশ যাদব এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ এদিন দুই ব্যক্তির কাছে তাদের চলে যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দেয় রানাঘাট পুলিশ জেলার তরফ থেকে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

বর্ধমানে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের বিক্ষোভঃ ছয় দফা দাবিতে ডেপুটেশন জেলা শিক্ষা আধিকারিককে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ (২০১৬)-এর পক্ষ থেকে আজ বর্ধমান জেলা শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলন অনুষ্ঠিত হলো। বর্ধমান শহরের টাউন হল থেকে বিশাল মিছিল করে জেলা শিক্ষা ভবনে এসে তারা অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসএলএসটি ২০১৬-র শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, রিভিউ পিটিশনের চূড়ান্ত রায় না- আসা পর্যন্ত নতুন পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ চালু করা অনৈতিক। তারা দাবি জানান, রিভিউয়ের মাধ্যমে চাকরি ফিরে পাওয়ার সুযোগ দিতে হবে, তার আগেই ফর্ম ফিল আপ স্থগিত রাখতে হবে। তাদের ছয় দফা মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ২০১৬ সালের এসএলএসটি নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সার্টিফাইড লিস্ট প্রকাশ, ত্রুটিপূর্ণ গেজেট সংশোধন করে সঠিক গেজেট নোটিফিকেশন জারি, এবং নিয়োগের স্বচ্ছতা ও নিশ্চয়তা প্রদান। শিক্ষকদের প্রশ্ন, আমরা তো কারো কাছে টাকা দিইনি, তাহলে আমাদের কেন নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে? তারা দাবি করেন, তারা যোগ্য প্রার্থী এবং পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া বেআইনি ও অযৌক্তিক। শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষকরা জানান, প্রশাসনের কাছে তারা ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফেরত চেয়ে এসেছেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো যোগ্য প্রার্থীকে অবহেলা না করা হয়। উল্লেখ্য, সিবিআই, বাগ কমিটি এবং এস এস সির নিয়োগ কমিটির রিপোর্টে ২০১৬ সালে নিযুক্ত ১৫৪০৩ জন শিক্ষক - শিক্ষিকা নিরপরাধ বলে জানানো হয়েছে। এই শিক্ষকরা কোন রকম দুর্নীতির সাথে জড়িত না থাকলেও আজ তারা চাকরিহারা। তাদের জীবন জিবিকা প্রশ্নের মুখে। তাই এর থেকে অব্যহতি চাইছেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-ওপেন টেন্ডার নং ঃ এমপি-কেজিপিডব্লু-পিআরডব্লু-২৫-০৪ তারিখ ঃ ২৭.০৬.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোড.)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপে ০৪ (চার)টি ট্র্যাভার্সার-এর খারাপ দরজা, জানলা, ফল্স সিলিং প্রভৃতি রঙ করা, প্রতিস্থাপন করা ও ছাদ মেরামতি এবং ০১ (এক)টি ইওটি ক্রেন রঙ করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮,১৬,৫০৬.৮৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১৬,৩০০ টাকা (বিজ্ঞাপিত মূল্যের ২%)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০৭.২০২৫, বিকেল ৪টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in দ্রষ্টব্য ঃ** বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী তৎসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (PR-331)

SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT
e-TENDER NOTICE
NieT No-05 & 06/SGP/25-26
e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for "maintion scheme" under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **01/07/2025 at 18.00 hrs to 11/07/2025 at 18.00 hrs. Technical Bid has been open on 14/07/2025 at 11.00 hrs.**
Sd/- Prodhan
Sahajadpur Gram Panchayat

Sealed quotations in the prescribed proforma are hereby invited by the Deputy Project Director(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I &; W Dte., from reliable bidder for "Half-yearly maintenance of software and hardware support as applicable to all Desktop Computers, Laptops, Printers, Multifunctional machines & Copier machines for Office of the Chief Engineer & Project Director, SPMU, WBMIFMP, I & W Dte., GoWB, Jalsampad Bhawan, 9 th floor, Kolkata-700091". For the following works vide- **Notice Inviting Quotation No: 01/DPD(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP of 2025-26.** Ref No: 609-CIE(SPMU)/3M-01/2021 **Dated: 30.06.2025** of D.P.D(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I & W Dte. Date of publication: **01.07.2025.** Last date & time of Application for issuing quotation paper: **07.07.2025 up to 15.00 hrs.**
Sd/- (SUDIP HALDAR)
Deputy Project Director (Civil)-I
SPMU, WBMIFMP, I & W Dte.

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-TENDER No. (1) NAH/672/2025, (2) NAH/673/2025, (3) NAH/674/2025, (4) NAH/675/2025, (5) NAH/676/2025, (6) NAH/677/2025, (7) NAH/678/2025 Date: 30.06.2025
Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 11(Eleven) Nos. different works at different places. Source of Fund: 15th FC Tied & Untied Fund. Bid submission closing date(online) 12.07.2025 at 13.00 Hrs. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) 14.07.2025 at 13.00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 02 Nos. different works vide **E-NIT NO - 201/CAGP/2025, Date: 30/09/2025.** Bid submission start date : **30/06/2025 from 18:00 PM.** Bid submission end date : **07/07/2025 up to 18:00 PM.** Bid opening date : **10/07/2025 at 10:30 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 145/SEGP/2025 Date:- 25.06.2025
On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful reputed and experience contractor for the work: Const. of Retaining wall. Date of Publishing **26.06.2025 at 18:00 pm.** Date of Sale of Tender Form **26/06/2025 18:00 pm to 02/07/2025 18:00 pm.** Date of dropping of Sealed Tender Form up to **02/07/2025 (up to 18.00 pm).** Date of Opening of Bid on **03/07/2025 at 12:00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days or website **https://wbtenders.gov.**
Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE
DUILA GRAM PANCHAYET
P.O. - Duila . P.S. - Sankrail , Dist - Howrah
Tender
e-NIT No:-02/DGP/BEUP-2024-25/2025-26 dated 30/06/2025
Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to devlopment work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender **02/07/2025 upto 09:00 A.M** Last date & time limit for receipt of tender upto **09/07/2024 012:00 P.M**. For details visit office notice board and also **www.wbtender.gov.in**
SD/-
SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

‘ইংল্যান্ডে ভারত হোয়াইটওয়াশ হলেও কোচের চাকরি যাবে না!’

বোর্ডের বরাভয়েও অস্বস্তিতে গম্ভীর

মুম্বই, ৩০ জুনঃ কোচের মসনদে বসার প্রথম বর্ষপূর্তি দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। আর অদ্ভুতভাবে পাঁচমেশালি সাফল্য সত্ত্বেও সমালোচনার তীর গৌতম গম্ভীরের নিশানা ছাড়ছে না! ক্রিকেট অনুরাগীদের স্মৃতিতে টাটকা গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি। কোচের পদ থেকে সরে যাবেন-টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই জানিয়ে দেন রাহুল দ্রাবিড়। ২৯ জুন বার্বাডোজে কাপ জিতে বিদায়ী কোচকে গ্র্যান্ড ট্রিবিউট দিয়ে ভুল করেনি টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপ জিতে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তারপরই শুরু হয় নতুন কোচের খোঁজ। রাহুলের একদা সতীর্থ ভিভিএস লক্ষ্মণ ছিলেন প্রথম পছন্দ। তিনি ‘না’ বলায় নজর ঘুরে যায় রিকি পন্টিংয়ের দিকে। কিন্তু নির্বাচকদের অনেকেরই প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারকে ঠিক পছন্দ ছিল না। তাই সর্বসম্মতিক্রমে গৌতম গম্ভীরকে পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। ততদিনে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল জিতিয়ে নিজের কদর অনেকটাই বাড়িয়েছেন গম্ভীর। তরুণ খেলোয়াড়দের পালস বিলক্ষণ চেনেন। সব মিলিয়ে নয়া জমানার টিম ইন্ডিয়ার হাল ধরার যোগ্য কোচ হিসেবে তাঁকে দেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ৯ জুলাই, ২০২৪ সরকারিভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। এই এক বছরের সময়পর্বে ভারত আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে। এটা আলো। কিন্তু এর উলটোপিঠেই অন্ধকার। যেখানে

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা-নিউজিল্যান্ড ঘরে ঢুকে হোয়াইটওয়াশ করে গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে আর এখন ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট হেরে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে পিছিয়ে শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়া। পরসিংখ্যান বলছে, একদিনের ক্রিকেটে মিশ্র সাফল্য সত্ত্বেও ১১ টেস্টের মাত্র তিনটিতে জিতেছে ভারত। তার মধ্যে দুটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, একটি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে! স্বাভাবিকভাবে সওয়াল উঠেছে, চলতি ইংল্যান্ড সিরিজও যদি হেরে ফেরে ভারত? কোনওরকম টক্কর না দিয়েই ০-৫ ব্যবধানে হারতে হয়? তখন কি আসন টলমল করবে গৌতম গম্ভীরের? বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য, এমন ভয়ংকর ফলাফলেও বর্তমান কোচের খুব একটা কিছু আসবে যাবে না। বরখাস্ত হবেন-এমন সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। তাঁর কথায়, ‘‘এই মুহূর্তে গম্ভীর তরুণ দল নিয়ে খুব ভাল কাজ করছেন। পালাবদলের সময় অনেক সময় প্রত্যাশিত ফলাফল আসে না। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড দু’দেশই এই পরিবর্তনের মুহূর্তে সমস্যায় পড়েছে। তাই গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে পূর্বাভাসের মানে নেই। এখনও ইংল্যান্ডে চারটি টেস্ট বাকি। আশা করাই যায়, ভারতীয় দল ঘুরে দাঁড়াবে। এরপর বাকিটা দেখা যাক। গম্ভীরের উপর বোর্ডের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।’’ যদিও বিশেষজ্ঞদের অনেকে এই যুক্তি মানতে নারাজ। ইংল্যান্ড সফর শেষ হলেই ঘরের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। তারপর নিউজিল্যান্ড সফর। যেখানে ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় দল সেভাবে সাফল্য পায়নি। ফলে এখন রোদলা দিন মুহূর্তে কালো মেঘে ঢেকে যেতেই পারে।

নাটকীয় লড়াইয়ে জয় জার্মান জায়ান্টদের

মায়ামি, ৩০ জুনঃ মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে এক রোমাঞ্চকর ম্যাচের সাক্ষী থাকল প্রায় ৬৫ হাজার দর্শক। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ। গোলের বৃষ্টিতে ভিজলো স্টেডিয়াম, আর ম্যাচে হিরো হয়ে উঠলেন হ্যারি কেন। যিনি করলেন জোড়া গোল। তবে, ফ্ল্যামেঙ্গোও লড়াই ছাড়েনি। ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্তে তারা চেষ্টা করেছে জয়ের সারণিতে ফিরতে। তবুও শেষ হাসি হেসেছে ইউরোপের অন্যতম সেরা ক্লাব বায়ার্ন। ম্যাচের প্রথম বাঁশি বাজার পরেই আক্রমণে নামে বায়ার্ন। মাত্র ৬ মিনিটের মাথায় মাঝমাঠ থেকে পাওয়া বল ধরে দুর্দান্ত শট নেন জোশুয়া কিমিচ। সেই শট হেড করে ক্লিয়ার করতে গিয়ে বল নিজেদের জালেই জড়িয়ে দেন ফ্ল্যামেঙ্গোর এরিক পুলগার। আত্মঘাতী এই গোলে পিছিয়ে পড়ে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব। এই গোলের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই ফের গোল হজম করতে হয় তাদের। তিন মিনিট পরেই কিমিচের পাস থেকে বল পেয়ে জাল কাঁপান হ্যারি কেন। ম্যাচের দশ মিনিটের মাথায় ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। তখন মনে হচ্ছিল, ফ্ল্যামেঙ্গো হয়তো একতরফা ভাবে ম্যাচ হারতে চলেছে। কিন্তু ফ্ল্যামেঙ্গো প্রমাণ করে, তারা হাল ছাড়ার দল নয়। ৩২ মিনিটের মাথায় গার্সন দুর্দান্ত শটে পরাস্ত করেন ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে। ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ২-১। কিছুটা স্বস্তি মেলে ব্রাজিলিয়ান শিবিরে। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে আবার ঝটকা খেতে হয় ফ্ল্যামেঙ্গোকে। ৪১ মিনিটে কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন লিয়ন গোরেস্কা। ফলে বিরতিতে যাওয়ার আগে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৩-১। বিরতির পর বদলে যায় ফ্ল্যামেঙ্গোর ছন্দ। একের পর এক আক্রমণে বায়ার্ন ডিফেন্সে চাপ সৃষ্টি করে তারা। অবশেষে ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় ফ্ল্যামেঙ্গো, যা থেকে জর্জিনহো গোল করে ব্যবধান করে ৩-২। তখন মনে হচ্ছিল, ম্যাচে ফের নতুন করে উত্তেজনা ফিরে এসেছে। কিন্তু বায়ার্নের আক্রমণের ধার তখনও থামেনি। ৭৩ মিনিটে কিমিচের দুর্দান্ত ক্রস থেকে হেডে গোল করেন হ্যারি কেন, যা ছিল তাঁর দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোল। এটাই ক্লাব বিশ্বকাপে তাঁর তৃতীয় গোল। এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে প্যারিস সেন্ট জার্মেইনের মুখোমুখি হতে চলেছে বায়ার্ন।

চেন্নাইয়িন এফসির ফারুক চৌধুরিকে নিতে আগ্রহী কেরালা

কোচি, ৩০ জুনঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দল চেন্নাইয়িন এফসি। তবে শেষ কিছু সিজন ধরে খুব একটা ছন্দে নেই এই ফুটবল ক্লাব। সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি ওয়েন কোয়েলের ছেলেদের পক্ষে। যারফলে লিগ টেবিলের তলানিতে থেকেই শেষ হয়েছিল এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি দলের সমর্থকরা। এই হতাশা ভুলে কলিঙ্গ সুপার কাপে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল ওয়েন কোয়েলের ছেলেদের। কিন্তু সেইসব এখন অতীত। নিজেদের সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে আগত ফুটবল মরসুমে সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণের এই ফুটবল দল। সেইমতো ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিতে মরিয়া ছিল চেন্নাইয়িন এফসি। সেক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছিল যে বেশকিছু বদল হয়তো দেখা যেতে পারে দলের অন্দরে। আক্রমণভাগের পাশাপাশি বদল ঘটানো হতে পারে মাঝমাঠের বেশকিছু ফুটবলারদের। সেক্ষেত্রে এবার বিভিন্ন মাধ্যমের তরফে ব্যাপকভাবে উঠে আসছে একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের নাম। আসলে দলের বেশ কিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তির বৃদ্ধি করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকজন ফুটবলারদের দিকেও নজর ছিল আইএসএল জয়ীদের। তবে বর্তমানে আইএসএলের আয়োজন ঘিরে দেখা দিয়েছে ব্যাপক ধোঁয়াশা। স্বাভাবিকভাবেই যা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে প্রত্যেককে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দল গঠনের ক্ষেত্রে কার্যত ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছে এই ক্লাব। প্রায় একই পরিস্থিতি দক্ষিণের আরেক শক্তিশালী ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্সের। তবে বহু আগে থেকেই চেন্নাইয়িন দলের বেশকিছু ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল প্রতিপক্ষ দল গুলির। তাঁর মধ্যেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে ফারুক চৌধুরীর নাম। বলাবাহুল্য গত ফুটবল সিজনে অভিষেক বচ্চনের এই ফুটবল ক্লাবের জার্সিতে প্রায় ২১টি ম্যাচ খেলেছিলেন এই ফুটবলার। যার মধ্যে ২টি গোলের পাশাপাশি ১টি অ্যাসিস্ট ও ছিল তাঁর। সেইসাথে জাতীয় দলে যখনই সুযোগ পেয়েছেন নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সবসময়। তাঁর সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে মন জয় করেছিল সকলের। হিসাব অনুযায়ী দেখলে এই বছরের মে মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে দক্ষিণের এই ফুটবল দলের। সেই কথা মাথায় রেখেই অনেক আগে থেকেই তাঁকে দলে টানতে আসরে নেমে পড়েছিল আইএসএলের প্রায় চার থেকে পাঁচটি ফুটবল ক্লাব। সেইমত এই ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা ও শুরু করা হয়েছিল তাঁদের তরফে। শোনা যাচ্ছে এবার ফারুক চৌধুরীকে দলে টানার ক্ষেত্রে অনেকটাই আগ্রহী কেরালা ব্লাস্টার্স। বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে দল গঠনের ক্ষেত্রে তারাও কিছুটা ধীরে এগোতে শুরু করলেও ফারুক চৌধুরীর দিকে বাড়তি নজর রয়েছে এই দলের।

ঋষভকে সতর্ক করলেন ‘জীবনদাতা’ চিকিৎসক

নয়াদিল্লি, ৩০ জুনঃ তিন বছর আগে হাড়কাঁপানো শীতের রাতে যখন ঋষভ পন্থকে মারাত্মক জখম অবস্থায় মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়, তখন দায়িত্বে থাকা চিকিৎসককে তাঁর প্রথম প্রশ্নই ছিল, ‘আমি কি আবার খেলতে পারব?’ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মারাত্মকভাবে আঘাত পান ঋষভ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে আনা হয়। অর্থোপেডিক সার্জেন ডা. দীনশ পার্দিওয়ালা ছিলেন অপারেশনের দায়িত্বে। তাঁর নজরদারি ও তত্ত্বাবধানে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ঋষভ। ফিরেছেন স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে, ক্রিকেটের ময়দানে। জাতীয় দলের জার্সিতে আপাতত তিনি ইংল্যান্ডে। প্রথম টেস্টে করেছেন জোড়া সেঞ্চুরি, যে রেকর্ড ভারতের আর কোনও ক্রিকেটারের নেই। চোখধাঁধানো ইনিংসে যেমন নজর কেড়েছেন, তেমনই রংচঙে সামারসল্টে উচ্ছ্বাস দেখিয়ে অনুরাগীদের চর্চায় ঋষভ। যদিও ডিগবাজির ভেল্কিতে সায় নেই দীনশ পার্দিওয়ালার। সার্জেনের বক্তব্য, ঋষভ সামারসল্টে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জিমনাস্ট হলেও এই কসরত অহেতুক বিপদ ডেকে আনতে পারে। তিনি বলেন, ‘‘ঋষভ পন্থ দেখতে মোটাসোটা হলেও আদতে বেশ চটপটে। তা ছাড়া নমনীয়ও বটে। আর এই কারণে ইদানীং ও বারকয়েক সামারসল্ট দেখিয়েছে। এটা ভালভাবে প্র্যাকটিসের পর নিখুঁতভাবে পেশ করলেও অহেতুক ঝুঁকি!’’

অজি ফরোয়ার্ড জর্ডান মারিকে বিদায় জানাল জামশেদপুর এফসি

জামশেদপুর, ৩০ জুনঃ বিগত মরসুমের শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ধরা দিয়েছিল জামশেদপুর এফসি। ভারতীয় কোচ খালিদ জামিলের তত্ত্বাবধানে প্রথম থেকেই যথেষ্ট চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছিল এই ফুটবল দলকে। ডুরান্ড কাপে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে জয় দিয়েই শুরু করেছিল ইস্পাত নগরীর এই ফুটবল ক্লাব। প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়াকে। পরবর্তীতে মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে ও বজায় ছিল সেই ছন্দ। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই ছন্দ হারাতে শুরু করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলে। নেমে আসতে হয়েছিল অনেকটা নিচে। কিন্তু টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগে বদলে গিয়েছিল সমস্ত সমীকরণ। একের পর এক ম্যাচে সহজেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল স্টিফেন এজের দল। তারপর অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসিকে। মাঝে ছন্দ পতন হলেও জয়ের সরণিতে ফিরতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। পরবর্তীতে ঘরের মাঠে এফসি গোয়া দলকে পরাজিত করার ফলে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছিল সকল ফুটবলারদের। যারফলে খুব সহজেই দল চলে গিয়েছিল সুপার সিক্সে।

তারপর হুয়ান পেদ্রো বেনালির শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে পরাজিত করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সেমিফাইনালে স্থান করে নিয়েছিল খালিদ জামিলের ছেলেরা। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল জোসে মোলিনার শক্তিশালী মোহনবাগান। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম লেগের সেমিফাইনালে তাঁদের টেক্কা দেওয়া সম্ভব হলেও দ্বিতীয় লেগে তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আপুইয়ার গোল বদলে দিয়েছিল সমস্ত পরিসংখ্যান। শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালেই ছিটকে গিয়েছিল জামশেদপুর। তারপর কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর ছিল এই দল। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। ফাইনালে পরাজিত হতে হয়েছিল মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার কাছে। তবে সেই সব ভুলে এবার নয়া সিজনে ঘুরে দাঁড়ানোই প্রধান লক্ষ্য একবারের শিল্ড জয়ীদের। সেইমতো নিজেদের পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করেছে জামশেদপুর। এক্ষেত্রে বেশকিছু বদল দেখা যেতে চলেছে দলের অন্দরে। যার মধ্যে এবার দলের অজি ফরোয়ার্ড জর্ডান মারিকে বিদায় জানাল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। উল্লেখ্য, গত ফুটবল সিজনে ২০টি ম্যাচ খেলে ৬টি গোল করেছিলেন বছর ঊনত্রিশের এই ফুটবলার। কিন্তু তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা খুশি ছিল না ম্যানেজমেন্ট।

৩ বছরের চুক্তিতে ওডিশায় যেতে চলেছেন সাদা-কালোর ছকছুয়াকর

ভুবনেশ্বর, ৩০ জুনঃ ফুটবলের মধ্য দিয়ে এই আইএসএল শুরু করেছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম ম্যাচে জয় না আসলেও দ্বিতীয় ম্যাচে অতি সহজেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল শক্তিশালী এফসি গোয়াকে। তারপর টুর্নামেন্টের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসিকে হারিয়ে এসেছিল প্রথম জয়। সেই নিয়ে কার্যত খুশির আবহ দেখা দিয়েছিল সাদা-কালো সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু সেই ছন্দ বজায় থাকেনি বেশিদিন। পরের ম্যাচেই জোর ধাক্কা খেয়েছিল দল। আটকে যেতে হয়েছিল পড়শী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। তারপর থেকে একের পর এক ম্যাচ খেলে ও জয়ের সরণিতে ফেরা সহজ ছিল না তাঁদের কাছে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। বলতে গেলে সময় যত এগিয়েছিল ততই পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল পয়েন্ট টেবিলে। শেষ পর্যন্ত অনবদ্য পারফরম্যান্স করে ও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। যালফলে টুর্নামেন্ট শেষে পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানিতে থেকেই নিজেদের অভিযান শেষ করেছিল রেড রোডের এই ক্লাব। তাঁর পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল ক্লাবের নানা বিধ সমস্যা। সেই সমস্ত কিছু ভুলে কলিঙ্গ সুপার কাপ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা ছিল ব্ল্যাক প্যান্থার্সদের। তবে কাজে

আসেনি সেই পরিকল্পনা। হুয়ান পেদ্রো বেনালির শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালেই। যারফলে গত বছর ট্রফিহীন ভাবেই সিজন শেষ করেছে রেড রোডের এই ফুটবল ক্লাব। দলের এমন তথৈবচ পারফরম্যান্স ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও তার মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা অনিশ্চয়তা। যারফলে নয়া সিজনের দল গঠন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। এই সুযোগ কাজে লাগিয়েই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একাধিক ফুটবলারদের দলে টানতে মরিয়া প্রতিপক্ষ দল গুলি। যার মধ্যে গত বেশ কয়েক মাস ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে ভ্যানলালজুইডিকা ছকছুয়াকর নাম। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে সাদা-কালো শিবিরের। কিন্তু নয়া তথ্য অনুযায়ী কলকাতা ময়দানের এই প্রধান দল ছেড়ে তিনটি মরসুমের জন্য তাঁকে দলে টানতে চলেছে জগন্নাথের রাজ্যের ফুটবল ক্লাব তথা ওডিশা এফসি। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরেই এই ভারতীয় ফুটবলারের দিকে নজর ছিল আইএসএলের একাধিক ফুটবল ক্লাবের। তবে এখন বাকিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে সার্জিও লোবেরার ফুটবল দল। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

মেসিদের অসহায় দর্শক বানিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পিএসজি

বিপর্যস্ত প্রথমার্ধের পর পাল্টা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেন লিওনেল মেসি, ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল তার দল ইন্টার মায়ামি। কিন্তু পিএসজির শক্তির সামনে কিছুই করতে পারল না তারা। অনায়াস জয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা।

আটলান্টা, ৩০ জুনঃ ‘পিএসজি দুই পা-ই দিয়ে রেখেছে কোয়ার্টার ফাইনালে’-দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়া ঠিক আগে বললেন ডিএজেডএনের এক ধারাভাষ্যকার! আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে তখন লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে ৪-০ গোলে এগিয়ে পিএসজি। তবে গোলের ব্যবধানের চেয়ে প্রথমার্ধে মাঠের খেলায় মেসিদের চেয়ে দুস্তর ব্যবধানে এগিয়ে ছিল পিএসজি। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা কেন ব্যবধানটা আরও বড় করে প্রথমার্ধটা শেষ করতে পারেনি, প্রশ্ন করা যায় সেটি নিয়েই। আর মাঠে মেসিও ছিলেন বড্ড নিস্প্রভ। তাঁকে এতটা অসহায় এর আগে কখনো লেগেছে কি না সন্দেহ! প্রথমার্ধে এমন বাজে খেলা মেসিরা দ্বিতীয়ার্ধে ৪ গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলবেন, এমনটা ভাবতেই পারেননি ধারাভাষ্যকার। প্রথমার্ধের তুলনায় অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে ভালোই খেলেছে ইন্টার মায়ামি। স্কোরেও প্রমাণ আছে। মেসিরা যে আর গোল খাননি। বিদায় নিয়েছেন ৪-০ গোলে হেরেই। প্রথমার্ধের অসহায় মেসিরা দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার সুযোগও পেয়েছিলেন। সবচেয়ে সহজ সুযোগটা নষ্ট করেছেন লুইস সুয়ারেজ। মেসি

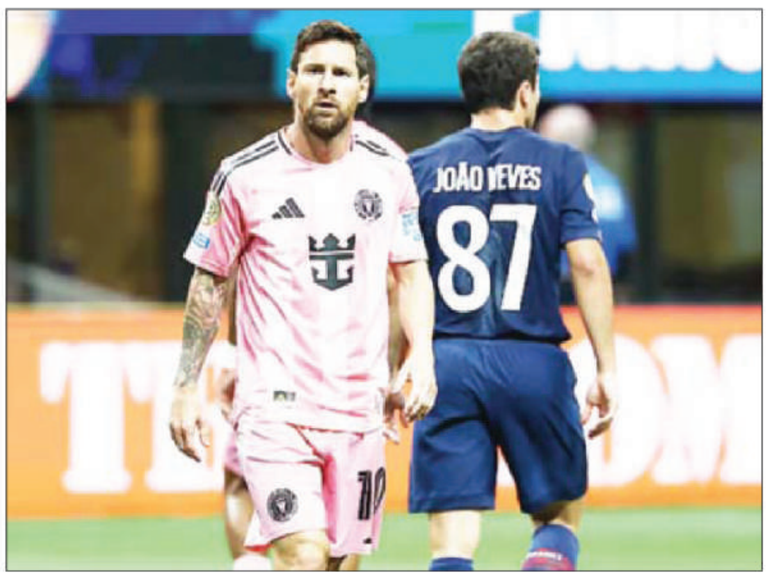

দারুণ এক ক্রস খুঁজে নিয়েছিল সুয়ারেজকে। সামনে শুধু গোলরক্ষক, উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড বলে-পায়ে ঠিকমতো সংযোগই করতে পারলেন না! এততরফা ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতে শেষ আটে উঠেছে পিএসজি। অথচ ম্যাচটিতে নিয়ে কম বিজ্ঞাপন হয়নি। প্রাক্তন ক্লাবের মুখোমুখি মেসি, সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ছিল এটিই। কিন্তু ‘মনঃকষ্ট’ নিয়ে যে ক্লাব ছেড়েছিলেন, সেই পিএসজির সামনে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারলেন না মেসিরা। উল্টো প্রাক্তন শিষ্যর দলকে হারিয়ে লুইস এনরিকের দল ইউরোপ জয়ের পর এখন বিশ্ব জয়ের পথে এগিয়ে গেল আরেকটু। আটলান্টায় আজ ম্যাচের শুরুর ১০ মিনিট তো মাঠে একটি দলই ছিল-পিএসজি। সে সময় শতকরা ৮৭ ভাগ সময় বল ছিল পিএসজির খেলোয়াড়দের দখলেই। মেসিকে তো খুঁজেই পাওয়া যায়নি। পর্তুগিজ মিডফিল্ডার জোয়াও নেভেস ৬ মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন ১-০ গোলে। এরপর আক্রমণের পর আক্রমণে ইন্টার মায়ামিকে ব্যতিব্যস্ত করেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না পিএসজি। ৩৯ মিনিটে আবার সেই নেভেসের গোলে খোলে মায়ামির গোল মুখ। প্রথমার্ধের বাকিটা সময় আরও দুবার গোল উৎসব করে পিএসজি। ৪৪ মিনিটে তমাস আভিলেসের সেই আত্মঘাতী গোল এরপর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে আশরাফ হাকিমি ব্যবধানটা ৪-০ বানিয়ে ফেলেন। মেসির ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে হার নিয়ে তখন তো গবেষণাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস পিএসজি আর গোল পায়নি, তাই আর ফিরে আসেনি ২০২০ চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন-বার্সা কিংবা ২০০৯ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনা-বলিভিয়া ম্যাচের স্মৃতি। বলিভিয়ার কাছে মেসির আর্জেন্টিনা হেরেছিল ৬-১ গোলে, বায়ার্নের কাছে ৮-২ গোলে।

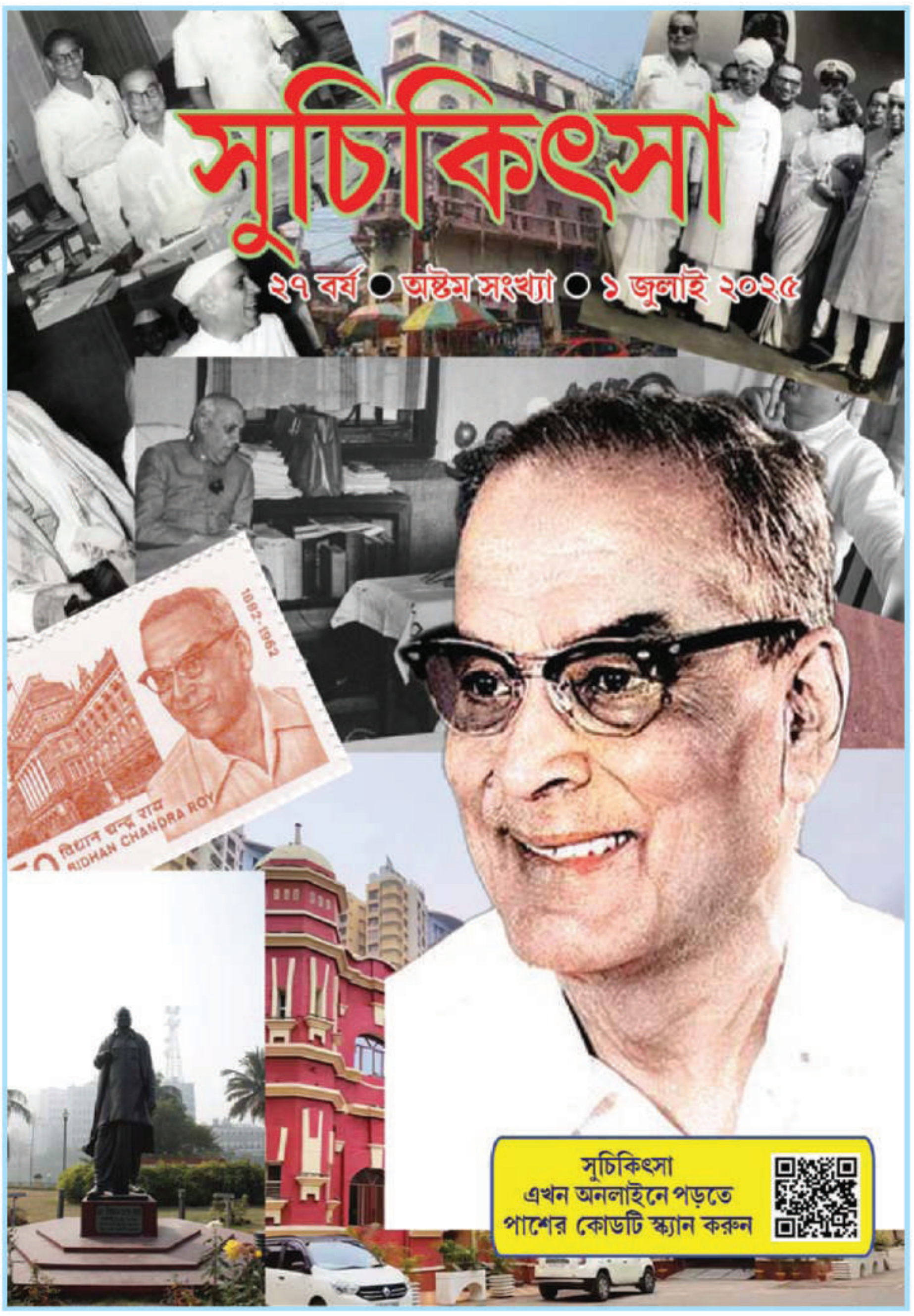

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com